সোনার খনি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।



তারপর আর আমার সংজ্ঞা রহিল না।

[সোনার খনি ৯২ পৃষ্ঠা] [বসুমতী প্রেস।

নন্দন-কাননের ১১শ সিরিজ

সোনার খনি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২১এ এপ্রিল, ১৯৩২
মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

বসুমতী ইলেক্ট্রো মেসিন প্রেস
১১৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সোনার খনি

ভূমিকা।

আমার নাম জিলবার্ট পেনি থরুণ্। আমার পিতা ইংলণ্ডের একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত খিট্‌খিটে মেজাজের লোক কদাচিৎ দেখা যায় না। তিনি প্রাচীন-মতাবলম্বী লোক ছিলেন, বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আমার পিতার ছয় সন্তানের মধ্যে দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যা। আমি তাঁহার পুত্র হইলেও শৈশবকাল হইতেই আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের বড় অভাব ছিল, তিনি যে কোন দিন আমার প্রতি পুত্র-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ আমার মনে পড়ে না। আমার জন্মের অল্পদিন পরে আমার জননীর মৃত্যু হয়; উহাই আমার প্রতি তাঁহার এই প্রকার অশ্রদ্ধার কারণ কি না, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই; কিন্তু পিতার মনের ভাব বুঝিতাম বলিয়া আমি সাধ্যানুসারে কখনও তাঁহার সম্মুখে যাইতাম না। আমার শৈশবকাল বড় দুঃখে ও অযত্নে কাটিয়াছিল।

বস্তুতঃ শৈশবকাল হইতেই আমার দুঃখের আরম্ভ। একটু বয়স হইলে সমবয়স্ক অনেক বালকের সহিত আমার আলাপ হইল বটে, কিন্তু কাহারও মতের সহিত আমার মত মিলিত না, আমি কাহারও সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতে পারিতাম না। আমি অল্পভাষী, বিমর্ষ ও গম্ভীর-প্রকৃতির বালক ছিলাম। আমার পিতা আমার কোন কার্য্যই পছন্দ করিতেন না, কথায় কথায় আমাকে বিদ্রূপ করিতেন এবং আমার কাজের এরূপ কঠোর সমালোচনা করিতেন যে, তাহাতে আমার অঙ্গ বসিয়া যাইত; কখনও কখনও তিনি নির্দ্দয়ভাবে আমাকে প্রহার করিতেন, আমার মনে হইত, বাড়ী ছাড়িলে আমি বাঁচিয়া যাই।

যাহা হউক, শীঘ্রই তাহার সুবিধা হইল। ইটন্ হইতে আমি অক্সফোর্ডে বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিলাম। আমি অক্সফোর্ডে চলিলাম বটে, কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলেজে ভর্ত্তি হইয়াই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমার বিবাদ আরম্ভ হইল, দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষকেরা আমাকে এক ক্লাস নীচে নামাইয়া দিলেন। এ দিকে ব্যয়বাহুল্য বশতঃ সেখানে আমার অনেক টাকা দেনা হইয়া গেল; দেনা-শোধের কোন উপায় না দেখিয়া আমি পিতার সাহায্যের প্রার্থী হইলাম, কিন্তু আমার দেনার পরিমাণ শুনিয়াই ক্রোধে তিনি অগ্নিবৎ জলিয়া উঠিলেন; অগত্যা আমি তাঁহার নিকটস্থ হইলাম। তিনি আধ ঘণ্টাকাল আমার মস্তকে মুষলধারে তিরস্কার বর্ষণ করিয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ডের অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার টাকার একখানি চেক দিয়া আমাকে বলিলেন, "এই টাকা লইয়া তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও, জীবনে আর কখনও আমার দ্বারস্থ হইও না, আমি তোমার আর মুখ দর্শন করিতে চাহি না।"

চেকখানি পকেটে ফেলিয়া আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, সেখানে আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া ভগ্নীগণের নিকট বিদায় লইলাম এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেসনে আসিলাম। একমাস পরে যখন ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আমি অষ্ট্রেলিয়ার

যাত্রা করিলাম, তখন আমার হাতে পৈতৃক পঁচাত্তর হাজার টাকার মধ্যে কেবল ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র ছিল।

আমার জীবনের অভিশাপ আমার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় চলিল। আমি কোবোর্ণে নামিয়া রাতারাতি ধনবান্ হইবার অভিপ্রায়ে সোনার খনিতে কাজ লইলাম, কিন্তু এই কার্য্যে এক পয়সাও লাভ হওয়া দূরের কথা, আমি যে টাকা লইয়া গিয়াছিলাম, এক মাসের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক টাকা খরচ হইয়া গেল; অবশিষ্ট যে টাকা থাকিল, সেই টাকা লইয়া আমি মরমবিজি নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং একটি কোম্পানীর গুদাম-সরকারী কাজ লইলাম। এই স্থানে আমি দেড় বৎসর চাকরী করি। এই অবস্থায় একদিন শুনিতে পাইলাম, বানিয়াক্রীক নামক স্বর্ণক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং অনেক লোক সেয়ার কিনিয়া খনি হইতে সোনা তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। এই সংবাদে আমি আবার ক্ষেপিয়া উঠিলাম; চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বানিয়াক্রীকে আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং একটি সেয়ার কিনিয়া আমি সোনা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই চেষ্টায় আমার হাতে যে কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইল, অথচ এক বিন্দুও স্বর্ণ হস্তগত হইল না। ইতিমধ্যে আমার কঠিন পীড়া হইল; জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া এক পক্ষ কাল আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিলাম। এই সময় যদি বেন জার্ম্মান্ নামক একজন প্রাচীন খনিখননকারী দয়াপরবশ হইয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা না করিত, তাহা হইলে আমি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইতাম কি না সন্দেহ। এই বেন জার্ম্মান্ আমার ন্যায়ই দুর্ভাগ্য ব্যক্তি, অষ্ট্রেলিয়ার পাঁচটি উপনিবেশে যত সোনার খনি আছে, সকল স্থানেই সে সোনা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হয় নাই।

এই লোকটির আকার-প্রকার যেরূপ অদ্ভুত, তাহার জীবন-যাপনের প্রণালীও সেইরূপ অদ্ভুত ছিল। তাহার দেহ খর্ব্বাকার, কিন্তু অত্যন্ত স্থূল; গোল মুখখানি অত্যন্ত লাল, পাকা দাড়ীতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আবৃত; ভ্রূ পর্য্যন্ত শাদা হইয়া গিয়াছিল; কাণ দুটি এত লম্বা যে, তাহার কাণ দেখিলে গাধার কাণ মনে পড়ে, হাত-পা-গুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, কোন মানুষের আমি এত দীর্ঘ হাত-পা দেখি নাই। লোকটির জন্মস্থান কোথায়, তাহা সে জানিত না; বোধ হয়, সে কোন দরিদ্র শ্রমজীবীর পুত্র। শৈশবে তাহার মাতা গলগ্রহ ভাবিয়া তাহাকে সিড্‌নির বন্দরে ফেলিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীতে নিতান্ত নিরাশ্রয় অনাথেরাও বাঁচিয়া থাকে, বেন জার্ম্মান্‌ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবনধারণে সমর্থ হইয়াছিল। স্ত্রীজাতিকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, কিন্তু এই ঘৃণার কারণ সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। যে খনিতে সে কাজ করিত, সে স্থানের কোন ব্যক্তির সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না, আমার রোগের সময় কেন যে সে আমার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল ও আমার প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা আমার নিকট দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, স্নেহ-মমতার সহিত তাহার যে পরিচয় ছিল, লোকের সহিত তাহার ব্যবহার দেখিয়া তাহা একবারও মনে হইত না।

এরূপ একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আমি একত্র বাস করিতে লাগিলাম, অথচ তাহার সহিত আমার সমাজগত বা হৃদয়-গত কোন বন্ধনই ছিল না। রোগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া যে দিন আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, সেই দিন আমার সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, আমার দ্বারা কোন্ কাজ সম্পন্ন করাইবার জন্য ঈশ্বর এ ভাবে আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন? আমার হাতে তখন এক পয়সামাত্র সম্বল ছিল না। বলা বাহুল্য, সোনার খনিতে কাজ করিলেও আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার হাত হইতে

মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই; সুতরাং আমার কর্ত্তব্য কি, এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গীকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার সঙ্গী বলিল, "তোমার আর কোথাও গিয়া কাজ নাই, আমার সঙ্গেই থাক ও খনির কাজে আমার সাহায্য কর। বাতে আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি, পূর্ব্বের মত পরিশ্রমের শক্তি নাই, অথচ যে স্তরে আমরা কাজ করিতেছি, আমার বিশ্বাস, সেখানে এত সোনা পাওয়া যাইতে পারে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমরা দুজনেই ধনবান্ হইতে পারি।"

আমি আমার সঙ্গীর সহিত বাস করিতে লাগিলাম এবং শরীর একটু সারিয়া উঠিলে শাবল লইয়া তাহার সহিত কাজ আরম্ভ করিলাম; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের আশার আকাশ-কুসুম শূন্যে মিলাইয়া গেল। দেড়মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আমরা বুঝিতে পারিলাম, আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে, সে খনিতে "স্বর্ণের অস্তিত্বও" নাই। আমরা তখন আমাদের তৈজস-পত্র প্যাকবন্দী করিয়া দক্ষিণদিকে একটি পর্ব্বতের অভিমুখে চলিলাম, তাহার পর দেড় বৎসর কাল বিভিন্ন স্থানে নানারূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলাম; দেড় বৎসর পরে পশ্চিম কুইন্সল্যাণ্ডে ডায়ামিল্‌টিনা নদীর তীরে আমি আমার সঙ্গীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইলাম। আমি মার্কাপলি নামক একটি স্থানে একটি ডিপোতে ভাণ্ডারীর কার্য্য গ্রহণ করিলাম, বেন জার্ম্মান্ নিউসাউথ ওয়েল্‌সের প্রান্তভাগে নূতন স্বর্ণ-খনির সন্ধানে চলিল।

ইহার পর তিন বৎসরের মধ্যে বেন জার্ম্মানের সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; সে কোথায় কি করিতেছিল, তাহাও আমি জানিতে পারি নাই। আমার জীবনেও কোন বৈচিত্র্য ছিল না; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি কুলীদিগের রসদ যোগাইতাম এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন-দেহে যখন আমি আমার

অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কুটীরে ফিরিয়া আসিতাম, তখন জীবন ধারণ অত্যন্ত দুঃসহ বলিয়া বোধ হইত।

মার্কাপলি ডিপোর ম্যানেজারের নাম বার্ট্রাণ্ড। লোকটা যেমন অসভ্য, তেমনই নির্দ্দয়, তাহার সহিত আমার একদিনের জন্যও বনিবনাও হয় নাই। আমাকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য সে কোন দিন চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, আমিও তাহাকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম এবং আমার প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায় তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতাম; এইরূপ বিবাদ-বিসংবাদের ভিতরেও আমাদের কাজকর্ম্ম এক রকম চলিয়া যাইত।

গ্রীষ্মকালে একদিন অপরাহ্ণে আমি পরিশ্রান্ত-দেহে আড্ডায় ফিরিতেছি, এমন সময় আমাদের মালখানার অদূরে জনতা দেখিতে পাইলাম;—দেখিলাম, সেখানে আমাদের আড্ডার ম্যানেজার বারট্রাণ্ড, একজন ওভারসিয়ার ও কয়েকজন কুলী একটি মৃতপ্রায় লোকের চারিদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গণ্ডগোল করিতেছে। আমি সেই ভূপতিত লোকটিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম যে, বেন জার্ম্মান্; কিন্তু তাহার আকৃতির অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম, বহুদিন রোগভোগ করিয়া তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; দেহ শীর্ণ, মুখ বিবর্ণ; দেখিয়া বোধ হইল, তাহার জীবনের আশা নিতান্ত অল্প।

আমি জনতা ভেদ করিয়া বেন জার্ম্মানের পাশে আসিয়া বসিলাম এবং তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলাম, "কে বেন জার্ম্মান্, তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি জিলবার্ট পেনি থরণ্; তোমার কি হইয়াছে বল।"

বেন জার্ম্মান্ মাথা নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল, "খাল হইতে পাঁচ শত ফিট উত্তর-পশ্চিমে শুষ্ক বাবলাগাছটির ঠিক সোজা।"

আমি বেন্ জার্ম্মানের এই প্রলাপবাক্যের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু যে ব্যক্তি একদিন পরিচর্য্যা দ্বারা ভীষণ রোগে আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে এই ভাবে মরিতে দেওয়া কখনই আমার কর্ত্তব্য নহে; তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি কুলীদের বলিলাম, "এই লোকটিকে আমার ঘরে লইয়া চল্।"

আমার কথা শুনিয়া ম্যানেজার বারট্রাণ্ড সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "না, ও সকল কিছুই হইবে না, এখানে এই মরণাপন্ন রোগীকে রাখিয়া গণ্ডগোল করিবার আবশ্যক নাই। যদি ইহাকে তোমার ঘরে লইয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে পর্য্যন্ত আমি এখান হইতে তাড়াইয়া দিব।"

লোকটার হৃদয়হীনতায় আমার বড় রাগ হইল; বলিলাম, "তুমি বল কি? তাহা হইলে কি এই লোকটি পথে পড়িয়া মরিয়া থাকিবে? উহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে উহার যথারীতি পরিচর্য্যা না করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "দেখিতেছ না, লোকটা কাজ করিবার ভয়ে রোগের ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে? আমি এখানে উহার চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করিব না, যদি উহার সত্যই ব্যারাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি উহাকে ডাকের আড্ডায় পাঠাইয়া দিব, সেখানে ডাক্তার আছে, উহার যদি টাকা-কড়ি থাকে, তাহা হইলে শুশ্রূষারও লোক মিলিবে।"

বারট্রাণ্ডের কথায় আমার ক্রোধবৃদ্ধি হইল। আমি বলিলাম, "উহাকে ডাকের আড্ডায় পাঠাইলে ও কখনই বাঁচিবে না, তুমি যে ব্যবস্থা করিতেছ, তাহাতে তোমাকেই নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, নরহন্তা না হইলে অন্য কেহ এমন নির্দ্দয়ের কাজ করিতে পারে না।"

আমার কথা শুনিয়া বারট্রাণ্ড ঘুষী তুলিয়া আমার কাছে সরিয়া আসিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "কি, তুই আমাকে নরহন্তা বলিস্? ওরে কুকুর! তোর এত সাহস? তোর মত চাকরে আমার আবশ্যক নাই। একঘণ্টামধ্যে যদি তুই আমার আড্ডা ছাড়িয়া চলিয়া না যাস্, তাহা হইলে জুতা মারিয়া আমি তোর মুখ ছিঁড়িয়া দিব।" আমি বুঝিতে পারিলাম, শত্রুতা-সাধনই তাহার উদ্দেশ্য; যদি আমার সহিত তাহার শত্রুতা না থাকিত, তাহা হইলে সে বেন জার্ম্মানের প্রতি এমন জঘন্য ব্যবহার করিতে পারিত না। আমি বলিলাম, "তোমার মত লোকের চাকরীও আমি করিতে চাই না, একটি আর্ত্ত রোগীর শুশ্রূষা করিতে চাহিতেছি বলিয়া তুমি আমাকে কুকুর বলিলে, আমার ব্যবহার যদি কুকুরের মত হয়, তাহা হইলে তোমার ব্যবহার সয়তানের মত।— না, আমার বোধ হয়, সয়তানেরও ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তুমি সয়তানেরও অধম।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "আমাকে যদি আর একটা কথাও বলিস্, তাহা হইলে এখনি তোকে ধরিয়া ঐ খালের জলে ফেলিয়া দিব, যদি অষ্ট্রেলিয়া না হইয়া সমুদ্রপারের কোন দেশে দাঁড়াইয়া তুই এমন কথা আমাকে বলিতিস্, তাহা হইলে তোকে বাবলাগাছে টাঙ্গাইয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বেত্রাঘাতে তোর প্রাণ বধ করিতাম।"

আমি বলিলাম, "আমার যাহা প্রাপ্য আছে, মিটাইয়া দাও, আমি এখনই চলিয়া যাইব।"

বারট্রাণ্ড আমার প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ মিটাইয়া দিল, আমি একখানা বগী-গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে বেন জার্ম্মান্‌কে তুলিলাম, এবং বিশ মাইল দূরবর্ত্তী ডাকের আড্ডায় তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাহার পর আমার অশ্ব সজ্জিত করিয়া চর্ম্ম-নির্ম্মিত কশা-হস্তে বারট্রাণ্ডের সম্মুখে আসিয়া বলিলাম, "আমি যাইতেছি, ভবিষ্যতে

এখানে আর আমার ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তোমাকে গোটা-কত কথা বলিয়া যাইব, সে সকল কথা তোমার লোকেরাও শুনিতে পারে। আমি তাহাদের জানাইতে চাই যে, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী, ইতর ও ঘৃণিত নরহন্তা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করি না। তোমাকে কিছু পুরস্কার না দিলে তোমার প্রতি অতি অবিচার করা হইবে।"—আমি সেই চর্ম্ম-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ কশা আমার মাথার উপর তুলিয়া তাহাকে প্রহারে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় সে একলম্ফে আমাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু আমার হাত চাপিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই চাবুক তাহার মুখে পড়ায় গাল কাটিয়া গেল। যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, দেখিয়া আমি চাবুক ফেলিয়া ঘুষী তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলাম। লোকটা যেমন জোয়ান, তেমনই বলবান্, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই আমার কুস্তি করিবার অভ্যাস ছিল, তিনবার আমি তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিলাম, তিনবারই তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থান আহত হইল; অবশেষে তাহার মুখে কয়েকটি ঘুষী মারিয়া কাঠের গুঁড়ির মত তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিলাম। পড়িয়া পড়িয়া সে ধুঁকিতে লাগিল। সেই স্থানে যে ওভারসিয়ারটা দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিতে গেল, আমাকে বলিল, "তুমি এ করিলে কি? ভদ্র-লোককে একেবারে মারিয়া ফেলিলে?"

আমি বলিলাম, "ভয় নাই, আমার হাতে উহার মৃত্যু নাই, ও একদিন নরহত্যা করিয়া ফাঁসীতে ঝুলিবে।" লোকটাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছি মনে করিয়া আমি আমার ঘোড়ার কাছে ফিরিয়া আসিলাম, ঘোড়ায় চাপিয়া, অন্য যে ঘোড়াটির পিঠে আমার জিনিসপত্র ছিল, তাহার লাগাম ধরিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। বেন জার্ম্মানের গাড়ী আমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

ডাকের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া সেখানে রোগীর বাসের যে ঘর দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল। মাঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র টিনের ঘর; তাহাই চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; এক একটি প্রকোষ্ঠে এক একজনমাত্র রোগী অতিকষ্টে শয়ন করিতে পারে। এই বাড়ীর মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি কুঠুরী ভাড়া লইলাম; সেই কুঠুরীতে বেন জার্ম্মান্‌কে শয়ন করাইয়া, তাহার কি রোগ, তাহাই জানিবার জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল, তাহার টাইফয়েড জ্বর হইয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম, টাইফয়েড জ্বরে দুগ্ধই একমাত্র পথ্য; সুতরাং আমি একটা ছাগল ভাড়া লইয়া, বেন জার্ম্মান্‌কে তাহার দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিলাম।

তিন সপ্তাহ কাল সমভাবে আমি বেন জার্ম্মানের শুশ্রূষা করিলাম, আমার আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল; যখন তাহার অবস্থা একটু ভাল দেখিতাম, তখন মনে হইত, হয় ত সে বাঁচিতে পারে; আবার যখন অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিত, তখন রাত্রি কাটিবে কি না সন্দেহ জন্মিত। আমি সন্ধানে জানিতে পারিলাম, বারট্রাণ্ড আমাদের উপর দিবারাত্রি দৃষ্টি রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদের লুকাইবার কোন কারণই ছিল না; সুতরাং আমি ভীত হই নাই।

আমি কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, টাইফয়েড জ্বরে একুশ দিনের দিনে ভাল মন্দ কি ফল হইবে, বুঝিতে পারা যায়। বেন জার্ম্মানের অবস্থা দেখিয়া কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হইল। বেন জার্ম্মান্ এত দিন পর্য্যন্ত বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিল, এত দিনে তাহার জ্ঞান হইল, পরদিন হইতেই তাহার অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল। সাত দিন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে লাগিল, তাহাতে বিশ্বাস হইল, এ যাত্রা সে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

সাত দিন পরে কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ বেন জার্ম্মানের রোগ-বৃদ্ধি হইল, ইহার পর আর পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে পড়িয়া রহিল, আমার পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সীমা রহিল না। শেষ দিন বেন জার্ম্মান্ বালিসে মাথা লুটাইয়া প্রলাপঘোরে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "খাল হইতে পাঁচ শত ফিট উত্তর-পশ্চিমে শুষ্ক বাবলাগাছটির ঠিক সোজা।" ইহা অর্থহীন প্রলাপ, না ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শেষদিন রাত্রিকালে বেন জার্ম্মান্ সম্পূর্ণ সংজ্ঞা-লাভ করিল, আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "বেন জার্ম্মান্, তোমার চেতনা হইয়াছে দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম।"

বৃদ্ধ বলিল, "তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য বড় যত্ন করিতেছ, কিন্তু তোমার চেষ্টা সফল হইবে না, আমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, কা'ল আর বুড়া বেন জার্ম্মান্কে দেখিতে পাইবে না; দেখিবে, মাটীর দেহ মাটীতে পড়িয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "বেন, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার মত অবস্থাতেও লোকে সারিয়া উঠে, শীঘ্রই সারিয়া আবার তুমি খনিতে প্রবেশ করিবে।"

বেন বলিল, "হাঁ, আমি খনিতে প্রবেশ করিব বটে, কিন্তু সোনা তুলিবার জন্য নহে, এবার আর আমি খনি হইতে বাহির হইব না, সেখানে চিরবিশ্রাম করিব।"

আমি বলিলাম, "তুমি এত উদ্বিগ্ন হইও না, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর; ঘুমাইতে পারিলে তোমার শরীর অনেকটা সুস্থ হইবে।"

বেন বলিল, "শীঘ্রই আমার মহানিদ্রা আসিবে, সে জন্য চিন্তার আবশ্যক নাই, যতক্ষণ জাগিয়া আছি, তোমাকে গুটিকত কথা বলিয়া যাই।"

"না, আমি তোমার কোন কথা শুনিব না, তুমি ঘুমাও, কথা বলিলে আমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাইব।"

বেন বলিল, "আমার কথা শুনা না শুনা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু যদি তুমি আমার কথা শুনিয়া তদনুসারে কাজ কর, তাহা হইলে তুমি অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান্ হইতে পারিবে। তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ যে, সে কথা তোমাকে না বলিয়া আমি শান্তিতে মরিতে পারিতেছি না। তুমি কি এখনও আমাকে ঘুমাইতে বল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, বলি, এখন তুমি ঘুমাও, ইহার পর যখন জাগিবে, তখন তোমার কথা আমি শুনিব।"

বৃদ্ধ আর কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

অনেক রাত্রে বেনের নিদ্রা ভাঙ্গিল; দেখিলাম, সে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছে। আমি তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কেমন আছ?"

বেন জার্ম্মান্ বলিল, "অত্যন্ত খারাপ, তোমাকে যে কথাটা বলিব বলিয়াছিলাম, তাহা এখনই না বলিলে আর বলা হইবে না। তুমি মনোযোগ দিয়া আমার সকল কথা শুন; আমি বালিসে ঠেস দিয়া একটু উঠিয়া বসি, আমাকে ধরিয়া তোল।"

আমি বেন জার্ম্মান্‌কে ধরিয়া তুলিয়া বসাইলাম। সে বলিতে লাগিল, "তোমার সহিত আমার প্রথম যখন ছাড়াছাড়ি হয়, সে সময় আমি দক্ষিণ-দেশে একটা নূতন খনির সন্ধানে যাই; তিন মাস কাল সেখানে খনি খনন করিয়া কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না; বিরক্ত হইয়া আমি বুগমা পাহাড়ের পাদদেশে আর একটা খনির সন্ধানে যাই। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে তিন মাস কাল আমি কত স্থানে যে খুঁড়িলাম, তাহার সংখ্যা নাই;

কিন্তু অবশেষে একটা স্থানে আমি সোনার সন্ধান পাইলাম, আনন্দে আমি উন্মত্তের মত হইলাম। পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, সেখানে এত সোনা আছে যে, তুমি ও আমি দুজনে নহে, বিশ পঁচিশ জন লোক তাহাতে কোটিপতি হইতে পারে।”

আমি সবিস্ময়ে বেনের মুখের দিকে চাহিলাম. ইহা কি সত্য, না প্রলাপ? সত্যই কি সে এরূপ সৌভাগ্যের সন্ধান পাইয়াছে? আমি তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবিতে যাইতেছিলাম, সে হাত নাড়িয়া বলিল, “আগে দেখ, কেহ লুকাইয়া আমাদের কথা শুনিতেছে কি না।”

আমি দরজা খুলিয়া চারিদিকে চাহিলাম, অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার সন্দেহ হইল। আমি দরজা খুলিবামাত্র কে যেন ঝাঁ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল। যাহা হউক, আমি বেনের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, “কাহাকেও দেখিলাম না, তুমি একটু ধীরে ধীরে বল।”

বেন বলিতে লাগিল, “আমি সেই খনির সন্ধান পাইয়াই তোমাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম, মধ্যে তোমাকে একখানি পত্রও লিখিয়াছিলাম, সে পত্র বোধ হয়, তুমি পাও নাই।”

আমি বলিলাম, “না, পাই নাই। এত দিন তোমার সঙ্গে থাকিলে হয় ত আমাদের অদৃষ্ট ফিরিত।”

বেন বলিল, “তোমার সন্ধানে বাহির হইয়া যখন আমি কুপারস্ক্রীকে আসিলাম, তখন আমার হঠাৎ জ্বর হইল; জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; কিন্তু আমি শরীরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চলিতে লাগিলাম। মার্কাপলিতে আসিয়া রোগের যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার জন্য তুমি এত কষ্ট স্বীকার করিলে কেন?”

বেন বলিল, "আমরা দুজনেই সমান হতভাগ্য, যদি ধনবান্ হই, দুই জনেই একত্র ধনবান্ হইব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল; তদ্ভিন্ন কাজ আরম্ভ করিতে হইলে কিছু মূলধনের আবশ্যক, কিন্তু আমার হাতে কিছুই সম্বল ছিল না, আমাকে বিশ্বাস করিয়া কেহ যে টাকা দিবে, সে আশাও ছিল না; সুতরাং ভাবিলাম, তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া একটা উপায় স্থির করিব। এখন দেখিতেছি, মানুষের ইচ্ছায় কোন কাজ হয় না, আমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, অনেক সময় পুত্র পিতামাতার জন্যও তাহা করে না; আমি তোমাকে সেই খনির সন্ধান বলিতেছি, তুমিই আমার পরিশ্রমের ফলভোগ কর।"

বেন আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া আরও নিম্নস্বরে বলিল, "আমার মৃত্যুর পর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তুমি বুগমায় যাইবে, ভাল ঘোড়ায় সেখানে পৌঁছিতে তোমার তিন সপ্তাহের অধিক সময় লাগিবে না। সেখানে পাহাড়ের কাছে একটা বড় ঝিল আছে, ঝিলের এক প্রান্তে তিনটি ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে পাইবে, সেই পাহাড়ের ঠিক সমসূত্র-পাত দক্ষিণে আধ মাইল দূরে একটি প্রকাণ্ড শুষ্ক বাবলাগাছ আছে, বজ্রাঘাতে বা অন্য কোন কারণে গাছটি মরিয়া গিয়া থাকিবে। সেখান হইতে পাঁচ শত ফিট উত্তর-পশ্চিমে খানিকটা উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য জমি দেখিতে পাইবে। আমি শাদা কাগজে সেই জমির একটা নক্সা করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সেখানে উপস্থিত হইয়া এই নক্সাটি মিলাইলেই খনির সন্ধান পাইবে।"

বেন জার্ম্মান্ একখানি তৈলাক্ত চিঠির কাগজ তাহার জামার বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিল, তাহার পর বলিল, "তুমি দেখিতে পাইবে, পৃথিবীতে এত বড় সোনার খনি আর নাই, তুমি

সেই ক্ষেত্রের চতুঃসীমায় খোঁটা পুতিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে এই জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।”

বেন জার্ম্মানের কথা শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল। আমি কোনপ্রকারে দুই একজন মেষপালকের সহায়তায় তাহার অন্তিম-কার্য্য শেষ করিলাম; কিন্তু সেই দিনের পরিশ্রমে আমার জ্বর আসিল, মাথার যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইলাম. পরদিন সকালে আমার উঠিবার আর সামর্থ্য রহিল না। আমি যে লোকটির বাড়ীতে ছিলাম, তাহার নাম জিবস্। সে ও তাহার স্ত্রী আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু রোগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, অবশেষে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম; তিনি সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না; ছয় সপ্তাহ পরে আমার জ্বরত্যাগ হইল। আমি তখন এত দুর্ব্বল হইয়াছিলাম যে, শয্যা হইতে উঠিয়া বারান্দায় আসিতে আমার পা কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগের জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম; বেনের কথাগুলি আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হই নাই। স্বর্ণ-ক্ষেত্রের নক্সাখানি আমি আমার জামার পকেটে রাখিয়াছিলাম; রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া একদিন প্রভাতে সেই নক্সাখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম। যদি বেনের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এই নক্সার মূল্য কোটি কোটি টাকা, আর সত্য না হইলে ইহার কোনই মূল্য নাই।

নক্সাখানি আমি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিব, এমন সময় হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলাম, কাগজখানির পৃষ্ঠে কালীর দাগ রহিয়াছে। আমার স্মরণ হইল, এই নক্সা যখন আমি বেনের নিকট প্রাপ্ত হই, তখন ইহাতে কালীর কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না। তবে কি, আমার অজ্ঞানাবস্থায় কেহ আমার পকেট হইতে নক্সাখানি বাহির করিয়া তাহার নকল

লইয়াছে ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে এই এক ভরসা যে, কেবল এই নক্সাখানি মাত্র দেখিয়া প্রকৃত স্থানের সন্ধান করা কাহারও পক্ষে অসম্ভব। কিরূপে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, বেন তাহা আমার কাণে কাণে বলিয়াছিল, সুতরাং তাহা যে অন্য কাহারও কর্ণগোচর হইয়াছিল, এরূপ আমি অনুমান করিতে পারিলাম না; এই কালীর দাগের কথা আমি শীঘ্রই বিস্মৃত হইলাম।

এক সপ্তাহ পরে আমি জিব্‌সের সহিত হিসাবপত্র শেষ করিয়া অশ্বারোহণে বুগমা রেঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন আমি যথেষ্ট দুর্ব্বল ছিলাম, কিন্তু ক্রমে বল পাইতে লাগিলাম; অবশেষে যখন যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম, আমার শরীর শ্রমোপযোগী হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে আমার প্রায় এক মাস সময় লাগিল এবং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিব, এই চিন্তাতেই সে সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইল।

অবশেষে যখন আমি নক্সা খুলিয়া দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তাহার অল্পকাল পরেই সেই ক্ষেত্রের অদূরে একজন লোককে দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে দেখিবামাত্র মনে হইল, এ লোকটাকে পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখিয়াছি, নিকটে গিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চিনিতে পারিলাম, এ আমার পুরাতন শত্রু বার্ট্রাণ্ড। তৎক্ষণাৎ আমার নক্সায় কালীর দাগের কথা মনে পড়িল; বুঝিলাম, সে গুপ্তচরের সহায়তায় বেনের সহিত আমার পরামর্শ শুনিয়াছে ও আমার নক্সার নকল লইয়াছে এবং আমার ন্যায্য অধিকারে আমাকে বঞ্চিত করিতে আসিয়াছে।

আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম এবং চঞ্চলভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া তাহাকে বলিলাম, "ওরে নরহন্তা তস্কর!

তুই ইতরের মত চুরি করিয়া আমার খনির সন্ধান জানিয়া লইয়াছিস্, আমার এই খনির সীমা হইতে এখনি চলিয়া যা, নচেৎ আমি তোর প্রাণবধ করিব।" আমি উভয় হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলাম।

আমার আক্রমণে সেই নরপিশাচ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া অনেক লোক চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া দূরে লইয়া গেল; কিন্তু তখন আমি দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, আমি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া সেই পাপিষ্ঠকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

একজন বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি হে বাপু? এত ক্ষেপিয়াছ কেন? ও লোকটা তোমার কি ক্ষতি করিয়াছে?" দেখিতে দেখিতে আমার চারিদিকে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক জুটিয়া গেল। আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "তোমরা এত লোক এখানে আছ, আমাকে কেহ চিনিতে পার কি?" একজন লোক পূর্ব্বে বার্গিয়াক্রীকে আমাকে দেখিয়াছিল, সে আমাকে চিনিতে পারিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি যে খনি-খনকের সহিত একত্র কাজ করিতাম, তাহাকে চিনিতে কি?"—সে বলিল, "চিনিতাম, তাহার নাম বেন জার্ম্মান্, দুনিয়ায় তুমিই কেবল তাহার বন্ধু ছিলে।" তখন আমি মার্কাপলিতে বেন জার্ম্মানের অপমানের কথা, তাহার প্রতি বার্ট্রাণ্ডের পৈশাচিক ব্যবহারের কথা এবং তাহার মৃত্যুশয্যায় তাহার যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিয়া, বুগমা স্বর্ণক্ষেত্রের সন্ধান কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলাম, সকল কথা সবিস্তারে বলিলাম। আমি তাহাদিগকে এ কথাও জানাইলাম যে, জিব্‌স নামক একটা লোক বার্ট্রাণ্ডের গোয়েন্দা, সেই ব্যক্তিই আমাদের গুপ্তরহস্য জানিয়া লইয়া বার্ট্রাণ্ডের নিকট প্রকাশ করিয়াছে।

দর্শকগণ আমার কথা শুনিয়া তাহা অবিশ্বাস করিল না, বার্‌ট্রাণ্ডের কথা শুনিয়া তাহারা এত ক্রুদ্ধ হইল যে, সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "উহাকে লাথিতে লাথিতে মারিয়া ফেল।" তখন সকলে 'মার মার' রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময় অদূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল; অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল লইয়া সেই প্রদেশের কমিশনার সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং এরূপ জনতা ও কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বার্‌ট্রাণ্ডের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করিলাম। শুনিলাম, কমিশনার সাহেব সেখানে সফরে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সহিত তাঁহার তাম্বুতে সাক্ষাতের আদেশ দিয়া বার্‌ট্রাণ্ডকে বলিলেন, "এই ক্ষেত্রে যে সোনার খনি আছে, এ সংবাদ তুমি প্রথমে কাহার কাছে পাইয়াছিলে?"

বার্‌ট্রাণ্ড বলিল, "পেনি থরণ্‌কে যে লোকটি এই সংবাদ দিয়াছিল, সেই লোকটির নিকটেই আমি এ সংবাদ পাইয়াছি। আমি হুজুরকে পূর্ব্বেই এ কথা শুনাইতে পারিতাম, কিন্তু এ লোকটা হঠাৎ আসিয়া আমার উপর চুরির অভিযোগ করিতেছে। এই পেনি থরণ্‌ বড় দুষ্ট লোক, ও মার্কাপালতে আমার আড্ডার ভাণ্ডারী ছিল, বেন জার্ম্মান্‌ আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া খনির কাজ চালাইবার জন্য আমার নিকট কিছু মূলধন চাহে এবং এই খনিতে যে বিশেষ লাভ হইবে, তাহাও আমাকে বলে। আমি তাহাকে কিছু টাকাও দিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ তাহার কঠিন জ্বর হয়, আমি তাহাকে নিকটে রাখিয়া চিকিৎসা করা অসুবিধাজনক বুঝিয়া ডাকের আড্ডায় তাহাকে পাঠাইয়া দিই, আমার লোকজনের বিস্তর চেষ্টাতেও সে সেখানে বাঁচিল না। শুনিয়াছি, পেনি থরণ্‌ তাহার রোগশয্যায় দুই একদিন তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল,

আমার উপর উহার যেরূপ রাগ, তাহাতে প্রতিহিংসা-বশবর্ত্তী হইয়াই আমার বিরুদ্ধে এই চুরির অভিযোগ আনিয়াছে।"

কমিশনার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে?"

আমি বলিলাম, "লোকটা আগাগোড়া মিথ্যাকথা বলিতেছে। প্রথম হইতেই এ ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাসাধন করিয়া আসিতেছে; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বেন জার্ম্মান্ উহাকে একটা কথাও বলে নাই। তাহার মৃত্যুশয্যায় আমি একাকী তাহার শুশ্রূষা করি; মৃত্যুকালে সে গোপনে আমার নিকট এই সংবাদ বলিয়া যায়। তাহার পর আমি অত্যন্ত অসুস্থ হই, আমার জ্বরবিকার হইয়াছিল, বিকারঘোরে হয় ত আমি এ সকল কথা বলিয়া থাকিব, সেই কথা জানিতে পারিয়া, আমি রোগশয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই ঐ এখানে আসিয়া ন্যায্য স্বত্বে আমাকে বঞ্চিত করিতেছে। এমন মিথ্যাবাদী ভণ্ড আমি পূর্ব্বে দেখি নাই, এখন দেখিতেছি, এ ভয়ানক চোর।"

কমিশনার বলিলেন, "আমার সম্মুখে তুমি কাহারও বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলিও না, এখন তোমরা দুইজনেই যাও, অনর্থক হাঙ্গামা করিও না, কা'ল তোমরা আমার রায় জানিতে পারিবে।"

কমিশনার সাহেবকে অভিবাদন করিয়া আমরা উভয়েই প্রস্থান করিলাম।

পরদিন প্রভাতে আমি কমিশনার সাহেবের তাম্বুতে উপস্থিত হইলাম। তখন সেখানে অন্য কোন লোক ছিল না। কমিশনার আমাকে বসিতে বলিলেন; তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিঃ পেনি থর্ণ্, তুমি কা'ল আমার নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলে, সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার স্বপক্ষে আমি কোন রায় দিতে

পারিতেছি না। তুমি যে অভিযোগ করিয়াছ,তাহা যে সত্য, ইহার কোনই প্রমাণ নাই ; কিন্তু তোমার কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি বড়ই হতভাগ্য, কারণ, বার্‌ট্রাণ্ড যে খনি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, জানিতে পারা গিয়াছে, সে খনিটি স্বর্ণে পূর্ণ ; কিন্তু সে যখন পূর্ব্বে আসিয়া খনি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, তখন তোমার প্রার্থনা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে ? অতএব আমার ইচ্ছা, এ ব্যাপার লইয়া তুমি আর গণ্ডগোল করিও না, তাহাতে তুমি কোন ফললাভ করিতে পারিবে না। যে আগে আসিয়াছে, তাহার দাবীই অগ্রগণ্য।"

আমি বলিলাম, "জ্বরে আমি শয্যাগত ছিলাম, পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই, আমার নিকট হইতে খবর চুরি করিয়া সে ব্যক্তি আমার আগে আসিয়াছে।"

কমিশনার বলিলেন, "কিন্তু এ কথার ত কোন প্রমাণ নাই। যাহা হউক, আর কোন গণ্ডগোল করিও না।"

আমি বলিলাম, "না, আমি কোন গণ্ডগোল করিব না, কিন্তু আমি উহাকে সহজে ছাড়িব না, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, ইহার কোন প্রতীকার হয় কি না।"

কমিশনার বলিলেন, "তাহা দেখিতে পার, কিন্তু তোমার নাম জিল-বার্ট পেনি থর্ণ্‌ নহে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ইহাই আমার নাম।"

কমিশনার বলিলেন, "সিড্‌নি মর্ণিং হেরাল্ড" নামক সংবাদপত্রে তোমার সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন দেখিতেছিলাম, কাগজখানি এখানে আছে, তুমি দেখিতে পার।"

কমিশনার সাহেব, কাগজখানি লইয়া একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, আমি তাহা পাঠ করিলাম। বিজ্ঞাপনে এইরূপ

লেখা ছিল,—"পরলোকগত সার্ এণ্টনি উইলিয়ম পেনি থরণের কনিষ্ঠ পুত্র জিলবার্ট পেনি থরণ্ স্বর্গীয় সার এণ্টনির এটর্ণি মেজার্স গ্রে গুডকেণ্টের নিকট পত্র লিখিলে তাঁহার লাভজনক কোন সংবাদ জানিতে পারিবেন।"

আমি এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া খনির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলাম এবং সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া মেজার্স গ্রে গুডকেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সিড্‌নিতে যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে আমার পিতার এটর্ণির আফিসে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, ছয় মাস পূর্ব্বে মৃগয়া করিতে গিয়া কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমার পিতার মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি উইল করিয়া আমাকে লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর আমি অষ্ট্রেলিয়া-ত্যাগের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আমার আবার জর হইল। দুই সপ্তাহ সিড্‌নি-হাঁসপাতালে পড়িয়া থাকিয়া আমি আরোগ্যলাভ করিলাম। সেই সময় একদিন শুনিলাম, বারট্রাণ্ড যে সোনার খনি জমা লইয়াছে, তেমন লাভজনক খনি অষ্ট্রেলিয়ায় আর নাই, সে খনির ভার কর্ম্মচারিগণের উপর সমর্পণ করিয়া লণ্ডনযাত্রা করিয়াছে।

এই ঘটনার দুই চারি দিন পরে আমি আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে স্বদেশযাত্রা করিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আমি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলাম। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পথে এত বরফ জমিয়াছে যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, লণ্ডনের সাঁকোর নিকট টেমস্ নদী জমিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে, এত পুরু হইয়া বরফ জমিয়াছে যে, তাহার উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। গৃহহীন, দরিদ্র, অসহায় লোকের কষ্টের সীমা নাই; শীতে নিরাশ্রয়ভাবে রাত্রিকালে কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, প্রত্যহ প্রভাতে সংবাদপত্রে তাহার কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। সেবার ইংলণ্ডে যেমন শীত পড়িয়াছিল, এমন শীত বহুকাল পড়ে নাই। অষ্ট্রেলিয়ার সেই দারুণ গ্রীষ্ম আর ইংলণ্ডের এই ভীষণ শীত,— তুলনা অসম্ভব।

লণ্ডনে আসিয়া নদীতীরবর্ত্তী ব্লাঙ্কার্টন হোটেলে আমি বাসা লইলাম। এই হোটেলটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাহাতে লোকেরও তেমন ভিড় ছিল না। রোগশয্যা হইতে উঠিয়া সমুদ্রযাত্রা করায় সমুদ্রের বায়ুতে আমার শরীর বেশ সবল ও সুস্থ হইয়াছিল, বুগমা রেঞ্জের খনি হঠাৎ বেদখল হওয়ায় আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল, ভবিষ্যতে কি করিব, সে সম্বন্ধেও কিছু বিবেচনা করিতে পারি নাই; কিরূপে যে দিনপাত করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তবে আমার পিতা আমাকে অনেক টাকা দিয়া গিয়াছেন—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট আশার কথা ছিল। কিন্তু একটা কথা আমি এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারি নাই। আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু আমার পূর্ব্বেই লণ্ডনে আসিয়াছে; কিরূপে তাহাকে জব্দ করিব, এই চিন্তা আমার মনে দিবারাত্রি জাগরূক

রহিল; আমি প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম এক এক সময় আমার মনে হইত, যদি কোন দিন হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে রাজপথ হইতে তাহাকে একটা কানা গলির মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তাহাকে হত্যা করি। এইরূপ কত ফন্দীই যে আমার মাথায় আসিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই; কখনও তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিবার ইচ্ছা হইত, কখনও তাহাকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প হইত; কখনও বা বিষ-প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করা যায় কি না, চিন্তা করিতাম। যতই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই আমার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সহৃদয় পাঠকেরা বোধ হয় মনে করিতেছেন, একজন লোকের সর্ব্বনাশের জন্য যে ব্যক্তি এ ভাবে দিবারাত্রি চিন্তা করে, তাহার মন কিরূপ নীচতা ও হীনতায় পূর্ণ; কিন্তু তাঁহারা যদি আমার প্রকৃত অবস্থার কথা চিন্তা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমার আক্রোশের যথেষ্ট কারণ আছে।

যে দিন আমি লণ্ডনে প্রথম পদার্পণ করিলাম, সেই দিন হইতেই আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাহার পরদিন প্রভাত হইবামাত্র আমি বাঁধের উপর বেড়াইতে চলিলাম;—দেখিলাম, সর্ব্বত্র বরফের রাজত্ব। শীতে আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, কিয়ৎকাল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আমি হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম; আমার মনে হইল, আমার জীবনে এখন আর কি করিবার আছে? আমি যে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি, তাহাতে আমার বার্ষিক আয় প্রায় তিন হাজার টাকা, ইহা ব্যতীত পৃথিবীতে আমার আর এক পয়সাও লাভের আশা নাই। ইংলণ্ডে, বিশেষতঃ লণ্ডনে তিন হাজার টাকা বার্ষিক আয় একজন ভদ্রলোকের স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমার শরীরের অবস্থা

যেরূপ, তাহাতে সৈন্যদলে যে প্রবেশ করিব, তাহারও সম্ভাবনা দেখিলাম না, এ অবস্থায় আমার যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম, বেনের মৃত্যুর পর যদি আমার জ্বর না হইত, তাহা হইলে আজ কি আমি এইরূপ হতভাগ্য থাকিতাম? তাহা হইলে আমার অবস্থার কি পরিবর্ত্তনই না হইত! আমার সম্পত্তি প্রতারণা পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া বারট্রাণ্ড আজ লক্ষপতি, আর দুই দিন পরে সে কোটিপতি হইবে, আর আমি ভিক্ষুক বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না। ক্রোধে ও নিরাশায় আমি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম।

পথভ্রমণের পর পরিশ্রান্ত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আমি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একটি বালক কতকগুলি খবরের কাগজ আনিয়া বলিল, "ওয়েষ্ট এণ্ডে ভয়ানক খুন হইয়া গিয়াছে, আজিকার কাগজে আছে, একখানা কাগজ দিব কি?" আমি দেখিলাম, সময় কাটাইবার একটা মন্দ উপলক্ষ্য নহে. আমি কাগজখানি খুলিয়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত একটি প্রবন্ধ দেখিতে পাইলাম। প্রবন্ধটির নাম "ওয়েষ্ট এণ্ডে ভীষণ দুর্ঘটনা।"—ব্যাপার কি, জানিবার জন্য আমি প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলাম।

প্রবন্ধটি এইরূপ;—"গত রাত্রে ওয়েষ্ট এণ্ড পল্লীতে যে ভীষণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ও পার্লিয়ামেণ্টের সুবিখ্যাত সভ্য মেজর জেনারল চার্লস্ ব্রাকিংটন্ হঠাৎ শোচনীয়রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের সংবাদ। তাঁহার মৃত্যুতে সৈনিকমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাপারটি এখনও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত, তবে জানিতে পারা গিয়াছে, পুলিস রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছেন,

হত্যাকারীকে সনাক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, মেজর জেনারল ব্রাকিংটন্ তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গত রাত্রে রয়াল সেক্সপিয়ার থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন; অভিনয় শেষ হইলে তিনি চেষ্টার সায়ারে—তাঁহার গৃহে স্ত্রী-কন্যাকে রাখিয়া ভেটেরাল ক্লবে গমন করেন; সেখানে একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় স-বারোটার সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী লইয়া তাঁহার গৃহে যাত্রা করেন; তিনি সেই গাড়ীতে গৃহে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা ক্লবের একজন ভৃত্যের জবানবন্দীতে প্রমাণিত হইবে। তিনি ক্লব পরিত্যাগ করিবার পর রাত্রি দেড়টার মধ্যে তাঁহার কোন সন্ধান হয় নাই, রাত্রি দেড়টার পর পুলিস-সার্জ্জেণ্ট মাক্নিনার্ট রয়াল একাডেমীর দেউড়ীর সম্মুখে একটি মৃতদেহ দেখিতে পায়, বিটের কনষ্টেবলকে ডাকিয়া সে সেই মৃতদেহ গ্যাসের ল্যাম্পের নিকট পরীক্ষা করিতে লইয়া যায় এবং তাহা মেজর জেনারল ব্রাকিংটনের মৃতদেহ বলিয়া চিনিতে পারে। সে এক-খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া মেজর জেনারলের মৃতদেহ চৈয়ারিং ক্রসের হাঁসপাতালে লইয়া যায়; সেখানে শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, মেজর জেনারলের দেহের বহুস্থানে ছুরিকার আঘাত আছে,—কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাত। কিন্তু ডাক্তারেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিষ-প্রয়োগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কে, কেন, কিরূপে তাহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। মেজর জেনারল যে গাড়ীতে ক্লব হইতে বাড়ী যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে, ক্লবের চাকরেরা বলিতেছে, কোচ্‌ম্যানকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।”

আমি এই ঘটনার কিছুই জানি না, তথাপি ব্যাপারটি যেরূপ কৌতুকাবহ, তাহাতে এ রহস্যভেদের জন্য স্বতই আগ্রহ হয়; সুতরাং ঘটনাটি একটু ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত আর একবার পাঠ করিলাম; তার পর সামাজিক সংবাদস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে নিম্নলিখিত সংবাদটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।—"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ধনপতি ও স্বর্ণখনির স্বত্বাধিকারী মিঃ রিচার্ড বারট্রাণ্ড স্বর্গীয় আর্ল অব চেনিংটনের চেনিংটন্-কাসেল্ বহুমূল্যে ক্রয় করিতেছেন। এই কাসেলটি স্রপ-সায়ারে অবস্থিত, সেখানে মৎস্য ও মৃগাদি শীকারের অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে।"

ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল, আমি কাগজখানি সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিলাম;—বুঝিলাম, সেই মিথ্যাবাদী চোর আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দেশে আসিয়া নবাব সাজিয়া বসিয়াছে। আমার উত্তেজনা এমন অধিক হইল যে, যদি আমি সে সময় তাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে তাহার প্রাণবধেও কুণ্ঠিত হইতাম না।

আহারাদির পর আমি আবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। সেবার পশ্চিমদিকে চলিলাম, চলিতে চলিতে আমার দুরদৃষ্টের কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যকালে আমি আমার মাতাকে চিনিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল, তাহার পর শৈশবে কতই অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াও আমাকে অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল, সেখানে কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না, ছাত্র ও শিক্ষক প্রায় সকলের সহিতই শত্রুতা আরম্ভ হইল। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যখন যে কার্য্যে হাত দিয়াছি, তাহাই বিফল

হইয়াছে, অর্থব্যয় ও মনঃকষ্ট ভিন্ন কিছুই লাভ করিতে পারি নাই; অবশেষে যখন সৌভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বিপুল ধনভাণ্ডার লাভ করিবার সকল সম্ভাবনা দেখিতে পাইলাম, তখন কোথা হইতে একটা জুয়াচোর আমার সেই ন্যায্য অধিকার কৌশলে অপহরণ করিল।

আমি ভাবিতে ভাবিতে সেণ্ট জেমস্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। মিনার্ভা ক্লবের নিকট আসিয়াছি, এমন সময় সেই ক্লবের দরজায় আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত অগাধ সম্পত্তির ও পৈতৃক সম্মানের তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তিনি আমাকে যে চিনিতে পারিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এত কাল পরে আমাকে দেখিয়া কোনরূপ আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না, বরং যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমি মুখ ফিরাইয়া আমার গন্তব্য পথে প্রস্থানের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমাকে বলিলেন, "কে, জিলবার্ট না কি? তুমি এখানে কবে আসিলে? আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি এখনও বিদেশে আছ।"

আমি সহজ স্বরে বলিলাম, "আমি লণ্ডনে কা'ল আসিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া দাদা কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, কিংবা বাড়ী যাইতেও বলিলেন না। আমিও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ক্ষণকাল পরে দাদা বলিলেন, "বাবার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, তুমি শুনিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "সিড্‌নিতে এ সংবাদ পাইয়াছি, তিনি আমার জন্য যে যৎসামান্য টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও পাইয়াছি।"

আমার দাদা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। পিতার দুই পুত্রের মধ্যে আমি কনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠকে সর্ব্বস্ব দিয়া আমার জন্য যে, যৎসামান্য অর্থের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়; এমন কি, আমার প্রত্যেক ভগ্নী-কেও তিনি অনেক অধিক টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। কিরূপে পিতার মৃত্যু হইল, আমি দাদাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। তবে ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহার স্ত্রী কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। বলা আবশ্যক, আমার দাদা মার্কুইস অফ্ বেন গ্রাভিয়ার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃ-ভার্য্যাকে এ পর্য্যন্ত আমি চক্ষে দেখি নাই।

দাদা কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "ইথন্ বার্ডার শরীর আজ-কাল বড়ই খারাপ, ডাক্তার সার জেমস্ পেকেল্টন্ তাহাকে সর্ব্ব-প্রকার পরিশ্রমে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি বড় ব্যস্ত আছি, তোমার তত্ত্ব-তল্লাস লইবার অবসর পাই নাই। যাহা হউক, তুমি কি ইংলণ্ডে অধিক দিন বাস করিবে?"

আমি বলিলাম, "সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আমি এ দেশে এক সপ্তাহও থাকিতে পারি, এক বৎসরও থাকিতে পারি. হয় ত দেশা-ন্তরে কখন না যাইতেও পারি; কিন্তু আমার জন্য তোমার কোন ভয় নাই, তোমার মত সম্ভ্রান্ত লোকের সমাজে আমার স্থান নাই, আমি তোমার গলগ্রহ হইতেও চাহিব না, এত কাল পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু যেরূপ ভ্রাতৃস্নেহের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমার তোমার ছায়া স্পর্শ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি এখন হইতে মনে করিব, আমার পিতৃবংশের আর কেহ বাঁচিয়া নাই।"

আমি সেখানে আর না দাঁড়াইয়া পিকাডেলির দিকে অগ্রসর হইলাম।

রাজপথে জনস্রোত ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শত শত গাড়ীতে সমাচ্ছন্ন; বার্লিংটন হাউসের নিকটে আসিয়া আমি একখানি অতি সুন্দর ব্রুহাম দেখিতে পাইলাম, গাড়ীখানি একখানি দোকানের সম্মুখে দাঁড়-ইয়া ছিল। এই গাড়ীর ঘোড়া দুটি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, সেরূপ উৎ-কৃষ্ট অশ্ব ইংলণ্ডে অধিক নাই। ক্ষণকাল পরে সেই দোকান হইতে সুপরিচ্ছদধারী একজন লোক নামিয়া ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম যে, বারট্রাণ্ড। সে আমাকে দেখিতে পায় নাই বটে, কিন্তু তাহার গাড়ী, ঘোড়া ও সাজ-সজ্জা দেখিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমার মনে হইল, আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াই সে আজ এত বড় লোক, আর সর্ব্বস্ব হারা-ইয়া আমি পথের ফকির।

সন্ধ্যাকালে আহারাদির পর আমি একখানি চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে আমার পূর্ব্বকথা ভাবিতেছিলাম, আর একটি প্রাচীন ভদ্রলোক আমার সম্মুখস্থ একখানি আর্ম-চেয়ারে বসিয়া একখানি খব-রের কাগজ পড়িতেছিলেন। কাগজ পড়া শেষ হইলে তিনি কাগজ-খানি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া আমাকে বলিলেন, "আজকাল সহরে বড় গুপ্ত-হত্যা হইতেছে, ইহার কারণ কি, নির্ণয় করা কঠিন। গত কল্য রাত্রে মেজার জেনারল এবিংটন নিহত হইয়াছেন, আজ আবার লর্ড বেরিওয়ার্থকে কে খুন করিয়াছে।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ আবার একটা নূতন খুন হইয়াছে?"

আমার সঙ্গী বলিলেন, "হাঁ, কাগজে যাহা পাঠ করিলাম, তাহার মর্ম্ম এই যে, আজ বেলা এগারটার সময় লর্ড বেরিওয়ার্থ ডিউক অফ গার্থ ও সার চার্লস মাণ্ডারবানের সহিত নদীর ধার দিয়া যাইতেছিলেন, নরফোক

ষ্ট্রীটের নিকটে আসিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে বিদায় দিলেন, তাহার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বেলা একটার সময় ক্যামডেনের বাগানে কয়েকটি বালক খেলা করিতে গিয়া বাগানের নিভৃত অংশে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মৃতদেহ দেখিতে পায়। তাহারা ভীত হইয়া নিকটস্থ বিটের কনষ্টেবলকে জানায়, কনষ্টেবল আসিয়া দেখিল, তাহা লর্ড বেরিওয়ার্থের মৃতদেহ। তখনই চারিদিকে মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইল।"

আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেজর জেনারল ব্রাকিংটনকে যাহারা হত্যা করিয়াছিল, ইহা তাহাদেরই কাজ, এরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?"

সঙ্গী বলিলেন, "ইহাঁরা উভয়েই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, উভয়কেই একরূপ বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, হত্যাকারীরা মেজার জেনারলের বামদিকের ভ্রূর মাংস যে ভাবে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, লর্ড বেরিওয়ার্থের বামভ্রূও সেই ভাবে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "অতি ভয়ানক কথা। যাহা হউক, আশা করি, পুলিস হত্যাকারীদের ধরিতে পারিবে!"

পরদিন সন্ধ্যাকালে আমি একটি থিয়েটার দেখিতে যাই। কোন্ বিষয়ের অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই, কেবল আমার এইটুকু মনে আছে যে, পিটের যে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, সেখানে এমন ভিড় হইয়াছিল যে, হাত-পা নাড়িতেও কষ্ট হইতেছিল। অভিনয় আরম্ভ হইলে তিন জন ভদ্রলোক দুইটি মহিলাকে সঙ্গে লইয়া আমার সম্মুখস্থ একটি বক্স অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মহিলাদ্বয়কে ও তাঁহাদের সঙ্গী দুই জন ইংরাজকে আমি চিনিতে না পারিলেও তৃতীয় ব্যক্তি

টিকে চিনিতে পারিলাম। সে বারট্রাণ্ড। দেখিলাম, বারট্রাণ্ড তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের সহিত অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে গল্প করিতেছে, তাহার বক্ষঃস্থলে জামার উপর একটি প্রকাণ্ড হীরা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, একলম্ফে তাহার সম্মুখে পড়িয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরি ও সেই স্থানেই তাহাকে হত্যা করি।

আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল, অভিনয় দেখিতে আর ইচ্ছা হইল না, তথাপি বারট্রাণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমি সেখানে বসিয়া রহিলাম। অভিনয় শেষ হইলে দর্শকগণের সঙ্গে সঙ্গে আমি রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিলাম, একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, বারট্রাণ্ড তাহার সঙ্গিগণের সহিত ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র একখানি সুসজ্জিত ল্যাণ্ডো-গাড়ী পথের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঘোড়ার সাজ রৌপ্যমণ্ডিত, ঘোড়া দুটিও অতি সুন্দর। বারট্রাণ্ড সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের সহিত গাড়ীতে উঠিবামাত্র সুপরিচ্ছদধারী কোচ্‌ম্যান গাড়ী চালাইয়া দিল। আমি কিরূপে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিব, সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে রাস্তা ধরিয়া একদিকে চলিতে লাগিলাম, কোথায় যাইতেছি, তৎপ্রতি লক্ষ্য রহিল না। আমি নদীর ধার দিয়া অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিতে লাগিলাম, বারট্রাণ্ডের সহিত একনগরে বাস করাও যেন আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য, স্বহস্তে তাহাকে প্রতিফল-প্রদানের নিমিত্ত আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। আমার মনে হইল, যদি তাহাকে হত্যা করিয়া আমার ফাঁসী হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়।

অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়া আমি টটেনহাম কোর্ট রোডের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় একটি ক্ষুদ্র কুটীর হইতে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক পথে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটিকে দেখিয়াই বুঝিতে

পারিলাম, দারুণ শীতে সে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে এবং তাহাকে অভুক্ত বলিয়া বোধ হইল। লোকটি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আমাকে বলিল, "মহাশয়, দুই দিন হইতে আমরা কিছু খাইতে পাই নাই, আমার স্ত্রীর অবস্থা আমার ন্যায় শোচনীয়; শীতে আমাদের শরীর জমিয়া যাই-বার উপক্রম হইয়াছে, আজ রাত্রে কোথাও গিয়া আমরা দুজনে মাথা রাখিতে পারি ও দুটি খাইতে পাই, তাহার একটা ব্যবস্থা করুন; আজ রাত্রে অনাহারে থাকিলে ও হিম ভোগ করিলে আমার স্ত্রী আর বাঁচিবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই উপকারের পরিবর্ত্তে তুমি কি উপকার করিবে? আমি টাকা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু দান করিব না, তাহার পরিবর্ত্তে কিছু চাই।"

লোকটি বলিল, "আজিকার মত আমাদের প্রাণ বাঁচান, যাহা বলি-বেন, তাহাই করিব।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "যাহা বলিব, তাহাই করিবে, এ কোন কাজের কথা নয়, আমার জন্য তুমি নরহত্যা করিতে প্রস্তুত আছ?"

আমার কথা শুনিয়া লোকটা শিহরিয়া উঠিল, কম্পিতস্বরে বলিল, "নরহত্যা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, নরহত্যা; আমার একটি শত্রু আছে, আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিতে চাই, তোমাকে দেখাইয়া দিলে তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে? যদি পার, আমি তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিব।"

সে বলিল, "আচ্ছা, নরহত্যাই আমি করিব, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, অগ্রে আমরা কিছু খাইয়া লই।"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার স্ত্রী আমাদের নিকট অগ্রসর

হইয়া আমাকে বলিল, "কে তুমি? তুমি নিশ্চয়ই সয়তান। দুইটি খাইতে দিবার লোভ দেখাইয়া আমার স্বামীকে দিয়া মানুষ মারিতে চাও? এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমার সাহায্য আমরা চাহি না।" সে তাহার স্বামীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

আমি যখন পিকাডেলি সার্কাসের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন অদূরবর্ত্তী কোন একটা ঘড়ীতে ঠং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। তখন আমার মনে হইল, ক্রমাগত দুই ঘণ্টাকাল আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। পথপ্রান্তে একটি ফোয়ারা ছিল, সেখানে আমি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইলাম; ইতিমধ্যে শুনিলাম, অদূরে কোথায় পুলিসের বাঁশী বাজিতেছে, সেই বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া একজন পুলিস-কর্ম্মচারী আমার পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিল; আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে তাহার অনুসরণ করিলাম। পুলিস-কর্ম্মচারীটি বরি ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে কতকগুলি লোক দেখিয়া সেই স্থানে থামিল এবং আর একজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।"

দ্বিতীয় পুলিসম্যান বলিল, "এখানে একটা লোক মরিয়া পড়িয়া আছে, একখানা খাটুলি আনিয়া শীঘ্র তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান আবশ্যক।"

আমি ভিড় ঠেলিয়া একবার মৃতদেহটি দেখিয়া লইলাম। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ বলিয়াই বোধ হইল। দেহের কোন স্থানে আঘাতচিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, শরীরের আর কোন স্থান হইতেই রক্তপাত হয় নাই; কেবল চক্ষুর উপর হইতে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা বামভ্রূটি কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একখানি খাটুলি আনিয়া পুলিস মৃতদেহটি হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল।

সেখানে আর অধিকক্ষণ না দাঁড়াইয়া আমি ভিন্নপথে ঘুরিতে ঘুরিতে

চেয়ারিংক্রস্ রেলওয়ে ষ্টেসনের সন্নিকটে আসিয়া পড়িলাম। সেই সময় ট্রাফাল্গার স্কয়ারের দিক্ হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আমার দিকে আসিতে লাগিল, আমার কাছে আসিয়াই গাড়ীখানি থামিল, তৎক্ষণাৎ একজন ভদ্রলোক সেই গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মিঃ পেনি থর্ণ্ নহেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমারই এই নাম।"

লোকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি কিরূপে আমার নাম জানিলেন, বুঝিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক ?"

আগন্তুক বলিলেন,"আপনার সহিত পরিচয় করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমাকে না চিনিলেও আমার অপরিচিত নহেন। আমার সঙ্গে আপনি যদি আমার বাসায় যান, তাহা হইলে গোপনে আপনাকে সকল কথা বলিতে পারি; বোধ হয়, আপনার আহার হয় নাই, আমার বাড়ীতেই খাইবেন, আমাদের কথাও হইবে। যে সকল কথা আমি বলিব, তাহাতে আপনারও স্বার্থ আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। এ অবস্থায় আমার স্বার্থ-সম্বন্ধে আপনি কি বলিবেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

আগন্তুক বলিলেন, "যথাসময়ে সকলই বুঝিতে পারিবেন। আমার নাম নিকোলা; আমি একজন ডাক্তার, কিন্তু বিজ্ঞানানুশীলনই আমার জীবনের ব্রত, লণ্ডনে আমার দুই চারিজন মাত্র বন্ধু আছেন; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় বিশ্বস্ত বন্ধু অধিক লোকের নাই, মনুষ্যের প্রকৃতি-পরীক্ষাই আমার প্রধান কার্য্য এবং তাহাতেই আমি আনন্দ পাই। আপনি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবার দিন হইতেই আমি আপনার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি; বুঝিয়াছি, আপনি আমার মনের মত মানুষ; আমা-

দের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমার সহিত আপনার মনের সম্পূর্ণ মিল হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কোন বিশেষ বিষয়ে আপনি আমার সহায়তা করিতে পারেন, তাহা আমি জানি এবং আপনার যাহা জীবনের প্রধান সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্পসাধনে আপনার সহায়তা করিবারও আমার শক্তি আছে।”

আমি সবিস্ময়ে ডাক্তার নিকোলার মুখের দিকে চাহিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার সঙ্কল্প আপনি জানেন বলিলেন, আমার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প কি, বলিতে পারেন?”

ডাক্তার নিকোলা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “প্রতিহিংসাসাধন। আপনার জীবনের সকল কাহিনী আমি অবগত আছি; যে ব্যক্তি আপনার শত্রুতা-সাধন করিয়াছে, আপনি তাহার বিনাশ-সাধনে সমুৎসুক হইয়াছেন; এই সঙ্কল্প আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে, আমি আপনার সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায়তা করিব। আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে সম্মত আছেন?”

প্রতিহিংসা, এই কথাটি শুনিবামাত্র, আমার মনের আগুন দ্বিগুণ-বেগে জ্বলিয়া উঠিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তখন তিনি পকেট হইতে একটি বাঁশী বাহির করিয়া তিনবার শব্দ করিলেন। তিনি যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীখানি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, জানি না, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি ডাক্তার নিকোলার সঙ্গে সেই গাড়ীতে উঠিলাম। কোচ্‌ম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

প্রায় আধঘণ্টা কাল গাড়ী চলিল, আমরা কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; গাড়ীর চাকায় রবার দেওয়া ছিল, তাহা তুষারাচ্ছন্ন রাজ-পথ দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে চলিতে

লাগিল। অবশেষে একখান বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী লাগিল। বাড়ীখানি অত্যন্ত পুরাতন, দেখিয়া বোধ হইল, পূর্ব্বে তাহা কোন একটি কারখানা ছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া একটি সরু গলি দিয়া পুরাতন সোপান-শ্রেণীর নিকটে আসিলাম এবং সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিলাম। ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "ইহাই এই দরিদ্র ব্যক্তি-দের কুটীর, কক্ষের ভিতরে চলুন।"

কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; দেখিলাম, কক্ষটি সুন্দররূপে সজ্জিত। প্রাচীরে দশ বারোখানি অতি সুন্দর ও মূল্যবান্ চিত্র বিলম্বিত, কয়েকটি পুস্তক-পূর্ণ আলমারি। কক্ষের আর একদিকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কাচের আলমারির মধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত, মেঝেতে বহুমূল্য স্থূল গালিচা পাতা, মধ্যস্থলে একটি টেবিল, টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন পাত্রে সজ্জিত আছে; কোন কোন ডিস এত গরম যে, তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। আমি কোন রহস্যই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার কখন্ ফিরিবেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না; এ অবস্থায় সদ্য-প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য ঠিক সময়ে কিরূপে টেবিলে আসিল এবং কে তাহা রাখিয়া গেল, তাহা অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, খাদ্যদ্রব্যগুলিও যৎপরোনাস্তি মুখরোচক হইয়াছিল, বহু বৎসর এমন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন হয় নাই। আমি নিঃশব্দে উদর পূর্ণ করিলাম।

আহার-শেষ হইলে আমরা দুই বোতল মদ লইয়া বসিলাম। অগ্নি-কুণ্ডে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার উত্তাপে আমাদের দেহের জড়তা ও শীতের প্রকোপ দূর হইল; মদ্যপানে মনও যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; তখন আমি ডাক্তার নিকোলাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর পাইলাম।

ডাক্তার নিকোলার দেহ নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ; দেহ দেখিয়া যথেষ্ট বলের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কেশ ও চক্ষু কটা নহে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ অনেকটা বাদামী; নামেই বুঝিতে পারা যায়, জাতিতে তিনি ইংরাজ নহেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন ও কথাবার্ত্তা খাঁটি ইংরাজের মত, তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাট্যও যথেষ্ট ছিল।

আমি চুরুট টানিতে টানিতে বলিলাম, "ডাক্তার নিকোলা, আপনি এরূপ বাড়ীতে কেন বাস করেন?"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "আমার বাসাটি যে একটু অসাধারণ, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু আমার এরূপ বাসায় বাস করিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। সাধারণ লোকের মত আমি সামাজিক নহি; সাধারণের সংস্রব আমার বড় অপ্রীতিকর, একাকী বাস করিতেই আমি ভালবাসি, এইজন্য কোন হোটেলে বা বোর্ডিং-হাউসে বাস না করিয়া আমি এই বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছি। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অট্টালিকাও আমি ভাড়া লইতে পারিতাম, কিন্তু বাড়ী বড় হইলেই চাকর-বাকর বেশী রাখিতে হয়; আমার যে কাজ, অধিক লোকের সংস্রব তাহার অনুকূল নহে। এই বাড়ীটি পূর্ব্বে জুতার কারখানা ছিল; কিন্তু কারখানার স্বত্বাধিকারী নানা কারণে দেউলিয়া হইয়া যান এবং মনক্ষোভে এই কক্ষেই আত্মহত্যা করেন; তার পর হইতেই এই বাড়ীটার ভূতের বাড়ী বলিয়া বদনাম হয়, ভাড়াটিয়াও জোটে না, কোন লোকও এদিকে আসে না; অবশেষে আমি অল্প ভাড়ায় এই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলাম। ভূত আমাকে ভয় করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এখানে একাকী বাস করেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "একরকম একাকী বলিলেই চলে, এখানে আমার সঙ্গী একটি কালা ও বোবা চীনে চাকর, আর একটি কালো বিড়াল।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা যত শুনিতেছি, আমার বিস্ময় ততই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, আমি চীনে ভাষা এত ভাল জানি যে, ইংরাজ চাকর ও চীনে চাকর আমার নিকট সমান, আর আমার এই বিড়ালটিকে আমি বড় ভালবাসি, তাহাকে লইয়া আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি। তুমি বোধ হয় আমার চাকরটিকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ, আমি তাহাকে ডাকিতেছি।"

ডাক্তার নিকোলা তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিলেন, এক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের প্রিয় ভৃত্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটিকে দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির। এমন কদাকার মূর্ত্তি জীবনে আমি কখনও দেখি নাই; অষ্ট্রেলিয়ায় আমি অনেক অদ্ভুত আকারের চীনেম্যান দেখিয়াছি, কিন্তু আমার সম্মুখের এই মূর্ত্তি একেবারে অদ্বিতীয়। লোকটি চারি পাঁচ হাত লম্বা এবং সেই পরিমাণে স্থূল; চক্ষু দুটি বরাহের চক্ষুর মত পিট্ পিট্ করিতেছে; মুখখানি সর্ব্বপ্রকার ভাববর্জ্জিত; নাসিকাটি আছে কি না সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন তাহার বামকর্ণটি নাই; তাহার বেশভূষা তাহার দেশের লোকের মত, কেবল মস্তকে চৈতন্যটি নাই; বোধ হয়, লণ্ডনে আসিয়া সে সভ্য হওয়াতেই চৈতন্যটি সমূলে কর্ত্তন করিয়াছে।

আমি সবিস্ময়ে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, "আপনাকে এত বিস্মিত দেখিতেছি কেন?"

আমি বলিলাম, "লোকটি বোবা ও কালা, কিন্তু আপনি আপনার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিবামাত্র, উহার কক্ষ হইতে কিরূপে শব্দ শুনিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার বলিলেন, "অর্থ অতি সহজ, এ ব্যক্তি বোবা ও কালা বটে, কিন্তু অন্ধ নহে, কাণের কাজ এ চোখে করে। আমার বৈদ্যুতিক

তার উহার ঘরে একখানি চাকিতে সংযুক্ত আছে, আমি ঘণ্টা স্পর্শ করিবামাত্র সেই চাকি-সংযুক্ত কাঁটাটি ঘুরিয়া উঠে, তাহা দেখিলেই আমার ভৃত্য বুঝিতে পারে, আমি ডাকিয়াছি। কালা ও বোবা যে চক্ষু দ্বারা শ্রবণ-শক্তির অভাব পূরণ করে, তাহা আপনি কোন মূক ও বধির-বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সেখানকার শিক্ষা-প্রণালী দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এ কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে, এ লোকটি কি জন্মাবধি কালা-বোবা?"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "সে বিস্তীর্ণ কাহিনী এখন বলিবার সময় নহে, আপনারও তাহা তেমন প্রীতিকর হইবে না। এ ব্যক্তি অনেক দিন পূর্ব্বে চীনের ফিচু প্রদেশের শাসনকর্ত্তার প্রধান বাবুর্চ্চি ছিল, এ উহার মনিবকে খাদ্যে বিষ মিশাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে; বিচারে ইহাকে লিংচি করিয়া বধ করিবার আদেশ হয়। লিংচি কাহাকে বলে, বোধ হয় জানেন না, ইহা চীন-সাম্রাজ্যের একটি গুরুতর রাজদণ্ড। পেট কাটিয়া প্রথমে নাড়ী-ভুঁড়ি বাহির করিয়া তাহার পর দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়। আমি এই হতভাগ্যকে কোন কৌশলে এই নৃশংস রাজদণ্ড হইতে মুক্তি-দান করি, তাহার পর হইতেই এ আমার কাছে চাকরী করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "যে ব্যক্তি প্রভুর প্রাণবধের চেষ্টায় কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাকে আপনি কোন্ সাহসে চাকর রাখিলেন? সুবিধা পাইলে এ ত একদিন আপনাকেও হত্যা করিতে পারে।"

ডাক্তার বলিলেন, "না, আমাকে এ ব্যক্তি হত্যা করিবে না; আমি ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি, আমার নিকট ইহার কোন অভাব নাই, আমাকে এ ভালও বাসে, এ অবস্থায় কেন আমার অনিষ্ট করিবে?

বিশেষতঃ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাল চাকর পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা, সুতরাং ইহাকে আমি পরম যত্নে রাখিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে কি আপনি বলিতে চাহেন, যে ব্যক্তি কোন লোককে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, সে চেষ্টা সমর্থন-যোগ্য ?"

ডাক্তার বলিলেন, "অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করে। যে ব্যক্তি আমার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে বা আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতকার্য্য হয়, আমি তাহার সর্ব্বনাশ না করিব কেন ? মনে করুন, একজন লোক আপনার স্ত্রীটিকে ফুঁসলাইয়া কুলের বাহির করিয়া লইয়া গেল, এ অবস্থায় আপনার কর্ত্তব্য কি ? গুলী করিয়া তাহার প্রাণবধ করাই সঙ্গত, কিন্তু এরূপ করিলে ফৌজদারীতে পড়িতে হয়, এ অবস্থায় গুপ্তভাবে তাহাকে হত্যা না করিলে আত্মরক্ষা করা যায় না, এরূপ ঘাতক কখনও ঘৃণার যোগ্য নহে, সমাজের শত্রু বলিয়াও তাহাকে গণ্য করা যায় না।"

হঠাৎ আমার মনে হইল, আমার অবস্থাও ত ঠিক এইরূপ। বারট্রাণ্ড আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাকে গোপনে হত্যা করাও ত দোষের নহে।

ডাক্তার নিকোলা বলিতে লাগিলেন, "এ কালের লোক সে কালের লোক অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ভীরু হইয়াছে, আইন ছাড়া তাহারা কাজ করিতে চাহে না। কোন লোক আপনার কুৎসা করিয়া বেড়ায়, আপনি তাহাকে ধরিয়া রীতিমত উত্তম-মধ্যম না দিয়া তাহার নামে মান-হানির বা খেসারতের দাবি দিয়া নালিস করিলেন, একজন লোক আপনার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, প্রকাশ্য আদালতে আপনি সেই কলঙ্কের কথা প্রচার করিলেন, মামলা উপস্থিত হইল, ফলে আপনি আপনার বংশের কলঙ্কের মূল্যস্বরূপ কিছু অর্থ গ্রহণ করিলেন; ইহা কাপুরুষতা ভিন্ন আর কি ? কোন লোক শত্রুতা করিয়া প্রকাশ্যস্থলে আপনাকে

প্রহার করিল, আপনি তাহাকে হাতে হাতে প্রতিফল না দিয়া উকীলের বাড়ী ছুটিলেন, তাহার পর মহা আড়ম্বরে মামলা আরম্ভ করিলেন, হয় ত আইনের সাহায্যে তাহাকে মুচলেখায় আবদ্ধ করিলেন; কিন্তু আইনের সহায়তা গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র সুবিচার হয় না, টাকা থাকিলে লোকে অপরাধ করিয়াও অতি সহজে পরিত্রাণ পায়। ধার্ম্মিকেরা ও পণ্ডিতেরা ক্ষমাশীলতা, সাধুতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কথাই বলুন, যাহারা লোককে ফাঁকি দিতে পারে বা অন্যের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে, লোকে তাহাদিগকে ভয় করে এবং বাহাদুর বলিয়া স্বীকার করে। আপনার ব্যাপারই ধরুন না, বারট্রাণ্ড আপনার ধন চুরি করিয়া আজ লক্ষপতি, লক্ষপতিই বা কেন বলিতেছি, তাহার ঐশ্বর্য্য দিন দিন যেমন বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাকে কোটিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু এই চোরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কত দূর অধিক? চোর না হইয়া সে যদি সাধু হইত, তাহা হইলে সাধারণে কি তাহাকে এইরূপ চক্ষে দেখিত?—কখনই নহে। সে আজ বড় লোক, কারণ, সে চুরি করিয়া ধরা পড়ে নাই এবং তাহার চৌর্য্যবৃত্তি সফল হইয়াছে। আপনার প্রতি এই যে অত্যাচার হইয়াছে, রাজদ্বারে তাহার প্রতীকার নাই।"

আমি উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, "সে জাহান্নমে যাউক।"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "মৃত্যুর পর সেখানে হয় ত সে যাইতে পারে, কিন্তু যত দিন সে বাঁচিয়া আছে, তত দিন সে এই পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। পার্ক লেনে তাহার সুন্দর অট্টালিকা ও ...স্রপ-সায়ারে তাহার কাসেল্ দেখিয়াছি, অনেক রাজারও এমন বাড়ী নাই, পরশ্ব রাত্রে ডিউক অফ গ্লেনডাওয়ার তাহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছিলেন; মন্ত্রী-সভার কোন সম্মানিত সভ্য রবিবারে

তাহার সহিত একত্র ভোজন করিবেন কথা আছে। গত কল্য সে একটি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া সমেত একটি আস্তাবল তিন লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শুনা যাইতেছে, সমুদ্রে ভ্রমণের জন্য সে একখানি জাহাজ প্রস্তুত করাইতেছে, তেমন উৎকৃষ্ট জাহাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এ পর্য্যন্ত একখানিও প্রস্তুত হয় নাই। ইহাও স্থির হইয়া গিয়াছে যে, রাজদরবারে উপস্থিত করিয়া রাজার সহিত তাহাকে পরিচিত করা হইবে; এখন একবার ডার্ব্বির ঘোড়দৌড় জিতিতে পারিলেই তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। যদি আর দশ বৎসর কাল তাহার টাকা থাকে ও সে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, অর্থবলে সে একটি নূতন মার্কুইস বা লর্ডের বংশ সৃষ্টি করিবে, বংশানুক্রমে সে কৌলীন্য-গৌরব লাভ করিবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে চোর ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিলাম, "চোর লর্ড হইবে, মার্কুইস হইবে?—না, তাহা কখনই হইবে না, যেমন করিয়া হউক, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, তাহাই তাহার ন্যায় নরপিশাচের যোগ্য পুরস্কার।"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "এ কথায় আর সন্দেহ কি, কিন্তু তাহাকে এই পুরস্কার-প্রদানে কে বাধা দান করিবে? আপনি যে কোন দিন তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন; ছদ্মবেশে গিয়া তাহার লাইব্রেরীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে; সেখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং এক গুলীতে তাহার খুলি উড়াইয়া দিলেন, এই কার্য্যে কে আপনাকে বাধা দিবে?"

কোন লোক এ ভাবে তাহার শত্রুর গৃহে উপস্থিত হইয়া বিনা উত্তেজনায় তাহাকে বধ করিতে পারে, ইহা আমার তেমন স্বাভাবিক বা

সম্ভব বোধ হইল না। আরও কথা এই যে, এ ভাবে বারট্রাণ্ডকে হত্যা করিলে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে রাজদণ্ডে নিহত হইতে হইবে, সুতরাং ডাক্তার নিকোলার এই শেষ কথায় আমি তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলাম না।

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "বুঝিতেছি, এরূপ পরামর্শ-গ্রহণে আপনি সম্মত নহেন, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় আপনি অসম্মত হইতেছেন; কারণ, এরূপ করিলে আপনি নিশ্চয়ই ধরা পড়িবেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এরূপ একটি গোলমালে পড়িলে আপনার শত্রুর কেবল প্রাণ যাইবে, কিন্তু ধন থাকিবে। পক্ষান্তরে, আপনার ধন প্রাণ উভয়ই যাইবে; সুতরাং এ ভাবে অত্যাচারের প্রতিফল দিতে বলা নিতান্ত মূঢ়ের কথা। এ অবস্থায় যাহাতে ধরা পড়িবার কোন ভয় নাই, এরূপ উপায়ে তাঁহাকে হত্যা করিলে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে। আর একটা কথা এই যে, আপনি বোধ হয় শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, বারট্রাণ্ড তাহার মৃত্যুর পর আপনাকে তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে, সে উইলের খসড়া আমি দেখিয়াছি।"

আমি উত্তেজিতভাবে বলিলাম, "আমাকে যে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে, এ অতি অসম্ভব কথা, আপনি কি পাগল হইলেন?"

ডাক্তার নিকোলা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি পাগল হইয়াছি, এরূপ কথা আপনার মনে হইতেছে কেন, বুঝিতে পারিলাম না। আমি স্বয়ং স্বচক্ষে তাহার উইলের খসড়া দেখিয়াছি। কিরূপে দেখিয়াছি, সে কথা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার কথা সত্য। সে লোকটা আপনার ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে,

আপনার প্রতি তাহার ঘৃণার সীমা নাই ; সে যত দিন বাঁচিবে, তত দিন তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের এক কণাও আপনার ভোগে আসিবে না। তাহার কুসংস্কারও অত্যন্ত প্রবল, সে আপনার যথা-সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে, তাহা সে কোন দিন ভুলিতে পারিতেছে না, পাছে তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে অনন্ত নরকের আগুনে দগ্ধ হইতে হয়, এই ভয়ে সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আপনাকে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে ; ইহজীবনে সে যত দূর ভোগ করিতে পারে করিবে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে চির-দারিদ্র্যের সেবা করিতে করিতেই আপনার জীবন কাটিবে।”

আমি ক্রোধভরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম ;—বলিলাম, “ডাক্তার নিকোলা, এখন আমার মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে এ ভাবে আমার সহিত বিদ্রূপ করা আপনার শোভা পায় না।”

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, “আমি বিদ্রূপ করিতেছি, এ বিশ্বাস আপনার কিরূপে হইল ? আপনি বারট্রাণ্ডের উইলের খসড়া দেখিতে চান ? গত কল্য সে স্বহস্তে সেই খসড়া লিখিয়াছে। বারট্রাণ্ডের হস্তাক্ষর বোধ হয়, আপনার অপরিচিত নহে,আমি সেই খসড়া আপনাকে দেখাইতেছি।”

ডাক্তার নিকোলা সিন্দুক হইতে একখানি দলীলের খসড়া বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, তাঁহার কথা মিথ্যা নহে, বার-ট্রাণ্ড আমাকেই তাহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়াছে। এই খসড়া পাঠ করিয়া আমার ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল। সে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে, আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াই সে বড় লোক এবং যত দিন সে বাঁচিবে, এইরূপ অসদুপায়ে উপা-

র্জ্জিত অর্থরাশি ভোগ করিবে, যাহা সে ব্যয় করিতে পারিবে না, অগত্যা যাহা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাই সে আমাকে দান করিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ হইয়া যখন সে মরিবে, তত দিন আমি বাঁচিব কি না, কে জানে? চিরজীবন দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অগণিত অর্থ পাইলে লাভ কি? আমি উদ্‌ভ্রান্তভাবে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার নিকোলা স্তব্ধভাবে আমার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনি এখন বুঝিয়াছেন, এই উইল স্বাক্ষরিত হইবার পর বারট্রাঁণ্ডের মৃত্যু হইলে তাহার সমগ্র সম্পত্তির অধিকার আপনার উপর বর্ত্তিবে।"

আমি এ কথায় কোন উত্তর দিলাম না।

ডাক্তার নিকোলা আবার বলিতে লাগিলেন, "এই লোকটাকে আপনি ঘৃণা করেন, কারণ, সে আপনার ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিয়াছে, আপনার রোগ-শয্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে আপনার নিকট হইতে গুপ্ত সংবাদ অপহরণ করিয়াছে; যদি আবশ্যক হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এজন্য সে আপনাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। যে বিপুল সম্পত্তির আপনিই একমাত্র অধিকারী, তাহা আপনার নিকট অপহরণ করিয়া সে আজ পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যক্তি; টাকার বলে তাহার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তি ইংলণ্ডে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে বিপুল মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছে। সে এখন সাহিত্য, বিজ্ঞান ও নাট্যকলার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে, সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিতেছে, লর্ড, ডিউক, মার্কুইসগণের সহিত আত্মীয়তা করিতেছে। এখন যদি আপনি তাহার বিরুদ্ধে হাত তুলেন, তাহা হইলে সে আপনাকে ক্ষুদ্র কীটের মত পিষিয়া ফেলিবে। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনি তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার সুবিধা

পান, কেহ আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহাতে আপনি সম্মত আছেন কি না?"

বারট্রাণ্ড আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল, ডাক্তার নিকোলা আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা এমন ভাবে আমাকে দেখাইতে লাগিলেন যে, আমার ক্রোধের সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল, আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "হাঁ, নিশ্চয়ই, সুবিধা পাইলে আমি তাহাকে হত্যা করিব।"

ডাক্তার উৎসাহিত-চিত্তে বলিলেন, "আমি স্বয়ং আপনাকে সাহায্য করিতে সম্মত আছি, আমার সহায়তায় আপনি তাহাকে এত সহজে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতে পারিবেন যে, আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না, আপনাকে কোন বিপদেই পড়িতে হইবে না। যদি তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইতে পারেন, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, কি বিপুল অর্থ আপনার হস্তগত হইবে, আপনি ইচ্ছানুসারে সেই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন। এখনও বলুন, আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন কি না?"

আমি বলিলাম, "আমি তাহার অর্থের প্রয়াসী নহি, কেবল প্রতিহিংসা মাত্র আমার জীবনের ব্রত হইয়াছে, তাহাকে হত্যা করিতে পারিলেই আমি সুখী হইব।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি সম্মত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সম্মত।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহা হইলে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। এখন কি কি করিতে হইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক, আপনি স্থির হইয়া বসিয়া একমনে আমার কথা শুনুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার নিকোলা আমাকে বলিলেন, "তিনটি কথা স্মরণ রাখিবেন। যে ব্যক্তির প্রতি আপনার আক্রোশ আছে, তাহাকে বধ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, এ কার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, এমন ভাবে সকল কাজ শেষ করিতে হইবে যে, কোন কারণে কেহ আপনাকে সন্দেহ করিতে না পারে। লণ্ডন সহরে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে হত্যা করা যাইতে পারে? আপনি আপনার শত্রুকে কোন একটা খোলা বাড়ীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার বুকে ছুরী মারিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে; সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্, মৃতদেহটি লইয়া হঠাৎ আপনার উপর সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। আপনি আর এক কাজ করিতে পারেন, আপনি কিছু দিন পর্য্যন্ত আপনার শত্রুর অনুসরণ করিবেন এবং যে দিন তাহাকে কোন নির্জ্জন গলির মধ্যে দেখিবেন, সেইদিন সেই সুযোগে তাহাকে খুন করিয়া প্রস্থান করিবেন, কিন্তু ইহাতেও আপনার নিরাপদ্ হইবার আশা নাই। সে সময় যদি হঠাৎ কেহ আসিয়া পড়ে কিংবা পথিপ্রান্তস্থ কোন গৃহের দরজা খুলিয়া দৈবাৎ আপনাকে কেহ পলাইতে দেখে, তাহা হইলে আপনার জীবন নিরাপদ্ নহে। রেলের গাড়ীতে অনেকে অনেকবার নরহত্যার চেষ্টা করিয়াছে, অনেকে নরহত্যা করিয়াছে, কিন্তু প্রায় সকলকেই ধরা পড়িতে হইয়াছে, সুতরাং এ পন্থাও নিরাপদ্ নহে। আপনার শত্রুর স্বগৃহে তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। আমার বিবেচনায় এই

সকল উপায়ের একটি উপায়ও সঙ্গত নহে। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, যদি কেহ নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যেন কোন মৌলিক উপায় অবলম্বন করে। মানুষ যে-উপায়ে চিরকাল নরহত্যা করিয়া আসিতেছে, তাহা অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সে সকল উপায়ে আত্মরক্ষার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে।"

আমি ডাক্তার নিকোলার এই বক্তৃতাতে অধীর হইয়া বলিলাম, "এত বিস্তৃতরূপে এ সকল কথার আলোচনা করিতেছেন কেন? আমরা যে ভাবে দৈনন্দিন বিষয়-কর্ম্মের আলোচনা করি, এ আলোচনাটিও সেইরূপ হইয়া উঠিতেছে।"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "এ কার্য্যটিও কি দৈনন্দিন বিষয়-কার্য্যের মত নহে? একজন লোক আপনার অপকার করিয়াছে, আপনি সেই অন্যায়ের প্রতিফল দিতে চান, কিন্তু কি করিতে হইবে, আপনি তাহা জানেন না, আমি আপনার সেই অভাব পূরণ করিতেছি, এ অবস্থায় ইহাও একটা দেনাপাওনার ব্যাপার ভিন্ন আর কি?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা হইলে আপনি আপনার উপদেশের মূল্যস্বরূপ কিছু চান?"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন, সংসারে নিঃস্বার্থভাবে কেহ কিছু করে না, আমার কোন স্বার্থ না থাকিলে কেন আপনার সহায়তা করিব? আমার প্রস্তাব এই যে, আপনি আপনার শত্রুর সম্পত্তি হস্তগত করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে আমাকে দশ লক্ষ টাকা দিবেন; আপনি যখন প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন, তখন দশ লক্ষ টাকা দিতে আপনার আপত্তি হওয়া উচিত নহে। বারক্ট্রাও যদি জানিত, কিছু টাকা খরচ করিলে নিরাপদে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার সুবিধা আছে,

তাহা হইলে সে সেজন্য বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।"

ডাক্তারের মুখে বারট্রাণ্ডের নাম শুনিবামাত্র আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি অধীরভাবে বলিলাম, "তুমি টাকা চাও উত্তম, যত টাকা চাও পাইবে; আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও তাহার কপর্দ্দকমাত্র স্পর্শ করিব না; আমি তাহাকে দণ্ডিত করিতে চাই, তাহার ঐশ্বর্য্য চাহি না। তোমার অভিপ্রায় কি, এখন বল।"

ডাক্তার উঠিয়া আলমারীর দেরাজ হইতে একখানি কাগজ বাহির করিলেন; আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়, পড়িয়া নাম সহি করিয়া দাও, তাহার পর কাজের কথা হইবে।"

আমি কাগজখানি পাঠ করিয়া, তাহাতে আমার নাম স্বাক্ষর করিলাম। এই কাগজখানি একখানি এগ্রিমেণ্ট। আমাকে অঙ্গীকার করিতে হইল, রিচার্ড বারট্রাণ্ডের অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিলে ও তাহাতে দখল পাইলে আমি ডাক্তার এণ্টনি নিকোলাকে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিব।—কাগজখানি আমার স্বাক্ষরের পর ডাক্তার মুড়িয়া সিন্দুকে রাখিলেন, তাহার পর পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিলেন; আমাকে বলিলেন, "আর তোমার সহিত আমার খুব মাখামাখি করিতে আপত্তি নাই; এখন আমার কথা শুন। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি অনেক কথা চিন্তা করিয়াছি, কোন নির্জ্জন গৃহে, পথে বা ট্রেণে ইহা সংঘটিত হইতে পারে কি না এবং কোন্ উপায়ে ইহা সম্ভব অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত, বিষপ্রয়োগ, অগ্নির সাহায্যে হত্যা, জলে ডুবাইয়া মারা, জাহাজের উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া, ডিনামাইট ও বিদ্যুতের সাহায্যে হত্যা করা,—কোন্ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি

যে, ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে যদি এই কার্য্য করা যায়, তবে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ্।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে নরহত্যা? তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ, ইহা কিরূপে সম্ভব?"

ডাক্তার বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নাই বলিয়াই ইহা তোমার নিকট অসম্ভব বোধ হইতেছে। ঘোড়ার গাড়ী বলিলেই তুমি মনে করিও না, ভাড়াটিয়া ছ্যাকরা গাড়ীর সহায়তায় তুমি এই কার্য্যে সমর্থ হইবে। আমি দীর্ঘকাল চিন্তার পর এই বাড়ীতে গোপনে একখানি গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছি, গাড়ীখানি নীচে আছে, তুমি তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, বৈজ্ঞানিক কৌশলে আমি নরহত্যার কিরূপ সুন্দর কল নির্ম্মাণ করিয়াছি।"

ডাক্তার নিকোলা চেয়ার হইতে উঠিলেন, একটা বাতী লইয়া আমাকে তাঁহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া আমার অগ্রবর্ত্তী হইলেন। একটি অন্ধকারময় ঘরে আমরা উভয়ে প্রবেশ করিলাম। সেই ঘরের মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ নূতন হ্যান্‌সম্ গাড়ী দেখিতে পাইলাম, এই গাড়ীখানি সাধারণ ভাড়াটিয়া হ্যান্‌সম্ গাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল।

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "তুমি গাড়ীখানি ভাল করিয়া পরীক্ষা কর।"

ডাক্তার নিকোলা ল্যাম্পটি ব্রাকেটের উপর রাখিয়া গাড়ীর দরজা খুলিলেন। গাড়ীর ভিতরের সমুদয় অংশ রুসীয় লেদারে মণ্ডিত, গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়াশুনা করিবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে, সম্মুখে দুইটি বাতায়ন; একটি বাতায়নের নিম্নভাগে একটি দেশালাইয়ের বাক্স রাখিবার ঘর, তাহাতে একটি দেশালাইয়ের বাক্স আছে, আর একটি বাতায়নের নিম্নভাগে চুরুট কাটিবার ছুরির মত একপ্রকার

ছুরি আছে, বাতায়নের সম্মুখভাগ আয়না দ্বারা সজ্জিত, গদী অত্যন্ত স্থূল, তাহাতে বসিয়া বোধ হইল, স্প্রীঙের পরিবর্ত্তে তাহা বায়ু দ্বারা পূর্ণ।

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীখানা দেখিয়া তোমার কিরূপ মনে হয় ?"

আমি বলিলাম, "গাড়ীখানা সাধারণ গাড়ীর মতই, তবে কিঞ্চিৎ আড়ম্বর-পূর্ণ, সাধারণ গাড়ীতে ও ইহাতে বিশেষ যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

ডাক্তার নিকোলা বলিলেন, "না, সেরূপ কোন পার্থক্য নাই, বাহ্য-দৃষ্টিতে যদি ইহার কোন বিশেষত্ব ধরা পড়িত, তাহা হইলে আমার এই গাড়ী-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। ইহার মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে, যে অপূর্ব্ব কৌশলে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারেরও সাধ্য নাই যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করে।"

আমি বলিলাম, "কি কৌশল আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি-লাম না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিতেছি। এই গাড়ীর গদী দেখিতেছ, ইহাতে বসিতে বড় আরাম। তুমি হয় ত মনে করিয়াছ, ইহার ভিতর বাতাস বোঝাই করা আছে, কিন্তু তোমার এ অনুমান সত্য নহে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বাষ্পে এই গদীর ভিতরটি পূর্ণ, এই গাড়ীর উপর একটি স্প্রীং আছে, সেই স্প্রীংটি টিপিবামাত্র, গাড়ীখানির অভ্যন্তরভাগ একটি কাচময় প্রকোষ্ঠে পরিণত হইবে, বাহিরের বাতাস ভিতরে প্রবে-শের পথ থাকিবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে গদীর ভিতরের সেই বিষাক্ত বাষ্প বাহির হইয়া গাড়ীখানি পূর্ণ করিবে ; সুতরাং গাড়ীর মধ্যে যে আরোহী বসিয়া থাকিবে, শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই গ্যাস তাহার বায়ুনলীতে প্রবেশ করিবামাত্র কি ফল হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার পর?"

ডাক্তার বলিলেন, "কোচ্‌ম্যান কোচ্‌বাক্সে বসিয়া যেখানে পা রাখে, সে স্থানে আর একটি স্প্রীং দেখিতে পাইবে, কোচ্‌ম্যান সেই স্প্রীংএর উপর পায়ের চাপ দিলেই গাড়ীর তলদেশটি এ ভাবে খুলিয়া যাইবে যে, মৃত আরোহী তৎক্ষণাৎ গদীর উপর হইতে রাস্তার উপর পড়িয়া যাইবে এবং কোচ্‌ম্যান স্প্রীংএর উপর হইতে পা তুলিয়া লইবামাত্র গাড়ীর তলদেশ পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া যাইবে। আরও সুবিধার কথা এই যে, মুহূর্ত্ত-মধ্যে এই ব্যাপার ঘটিবে। গাড়ী হাঁকাইয়া কোন নির্জ্জন পথে উপস্থিত হইয়া সেখানে মৃতদেহটি ফেলিয়া সরিয়া পড়িলে ধরা পড়িবার কোন ভয় থাকিবে না। আমার এই আবিষ্কারটি খুব কৌশলপূর্ণ নহে কি?"

মনুষ্যবধের এই অপূর্ব্ব কল দেখিয়া আমি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিতে পারিলাম না। উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অনেক সময় নরহত্যায় লিপ্ত হয় বটে, কিন্তু নরহত্যাকে ব্যবসায়ে পরিণত করিবার জন্য যে এরূপ কৌশলপূর্ণ ভয়ঙ্কর হত্যাযন্ত্র প্রস্তুত করে সে মানুষ, না পিশাচ? এ সকল কথা আমি যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই আমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার সহিত এক কক্ষে বাস করাও আমার পক্ষে দুঃসহ মনে হইতে লাগিল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল, আমি একলম্ফে আসন ত্যাগ করিয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিলাম;—"রাক্ষস! নরহন্তা! এতক্ষণে আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। সয়তানের প্রলোভনে আর মুগ্ধ হইব না, আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।"

আমার কথা শুনিয়া ডাক্তার নিকোলা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইলেন না, ধীরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ পেনি

থবুণ্‌! তুমি কেন অনর্থক উত্তেজিত হইতেছ? স্থির হও; এমন পাগলের মত প্রলাপ বকিয়া কোন ফল নাই, হঠাৎ এখন কোথায় যাইবে? যেখানে বসিয়া ছিলে, সেইখানে বসিয়া থাক।”

ডাক্তার পূর্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে বসিতে হইল, সে দৃষ্টিতে কি শক্তি—কি মোহ সংগুপ্ত ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি মূঢ়ের ন্যায় অর্থহীন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিতে পারিলাম, আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি যে ডাক্তারের সম্মোহিনী-শক্তিতে অভিভূত হইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলেও তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে কিরূপে আমাকে বশীকৃত করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সম্মোহিনী-শক্তিতে যাহারা বশীকৃত করে, তাহাদের প্রক্রিয়া আমি দেখিয়াছি। কেহ চক্ষুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, কেহ মুখের উপর ঊর্দ্ধাধোভাবে হাত নাড়ে, কিন্তু ডাক্তার তাহার কিছুই না করিয়া কেবল একবার মাত্র আমার দিকে চাহিয়াই আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। ডাক্তার নিকোলার শক্তির পরিচয়ে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

ক্ষণকাল পরে ডাক্তার নিকোলা আমাকে বলিলেন, “আশা করি, তুমি এখন একটু স্থির হইয়াছ। আমি তোমাকে যাহা বলি, মন দিয়া শুন, কেবল শুনিলে চলিবে না, আমার প্রত্যেক কথা পালন করিতে হইবে। তুমি এখন তোমার হোটেলে ফিরিয়া যাও, গিয়া তোমার শয্যায় শয়ন করিবে, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে, তাহার পর পোষাক পরিয়া ভ্রমণে বাহির হইবে। যতক্ষণ ভ্রমণ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমাগত চিন্তা করিবে, তোমার পীড়নকারীকে কিরূপ দণ্ড দেওয়া যায়, এরূপ চিন্তায় তাহার প্রতি তোমার ক্রোধ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় তুমি পুনর্ব্বার তোমার হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদির পর শয়ন করিবে, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে। ঠিক যখন দশটা বাজিবে, তখন জাগিয়া উঠিয়া একখানি গাড়ী লইয়া ২৩ নং গ্রেট গণ্টার ষ্ট্রীটে যাইবে, সেই বাড়ীতে লেভিসলোমন নামক একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে; অতঃপর কি করিতে হইবে না হইবে, এ বিষয়ে তাহার নিকট উপদেশ লইবে; আমি যে নিয়মে কাজ করিতে বলিলাম, তাহার যেন বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়; আর রাত্রি নাই, এখন তুমি তোমার হোটেলে ফিরিয়া যাও।”

ডাক্তার নিকোলার আদেশ অনুসারে আমি উঠিলাম এবং পোষা কুকুরের মত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। পথে আসিয়া দেখিলাম, একখানা গাড়ী আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, গাড়ীর দুইটি উজ্জ্বল ল্যাম্প সয়তানের চক্ষুর মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ডাক্তার নিকোলা আমাকে বলিলেন, “এই গাড়ীতে উঠিয়া তোমার হোটেলে ফিরিয়া যাও; কোচ্‌ম্যানকে ভাড়া বা বক্‌শিশ কিছুই দিতে হইবে না।”

আমি বিনা প্রতিবাদে গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিল, হোটেলে আসিতে আসিতে চারিদিক্ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি যখন হোটেলের দরজায় উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের চাকরেরা ফটক খুলিয়া দিয়াছে, সুতরাং হোটেলে প্রবেশ করিবার জন্য আমার কোন কষ্ট হইল না। সমস্ত রাত্রি অন্যত্র কাটাইয়া, প্রভাতে অত্যন্ত অবসন্নভাবে আমাকে হোটেলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অনেকে সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু আমি তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যে নিদ্রিত হইলাম।

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, ঠিক চারিটা বাজিয়াছে। আমি উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক একটা স্থূল ওভার-কোটে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম।

সে দিন ভয়ঙ্কর শীত। ভূরি ভূরি বরফ তুলারাশির ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছিল; শীতের আতিশয্যে আমি ধীরে ধীরে চলিতে পারিলাম না, ক্রমাগত দৌড়ের উপর চলিতে হইল; চলিতে চলিতে আমার প্রতি বারট্রাণ্ডের অত্যাচারের কথা ক্রমাগত আলোচনা করিতে লাগিলাম; যতই এ সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। যদি আমি বারট্রাণ্ড কর্ত্তৃক এ'ভাবে প্রতারিত না হইতাম, তাহা হইলে আজ আমি ইংলণ্ডের ধনকুবের-সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতাম। বারট্রাণ্ড আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া স্বদেশে আসিয়া মহা সমারোহে কালযাপন করিতেছে, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত আত্মীয়তা করিতেছে, রাজপরিবারকে ভোজ দিতেছে, লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কিনিতেছে, জাহাজ প্রস্তুতের জন্য ফরমাইস্ দিতেছে; কিন্তু আমার মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। ক্রোধে, ক্ষোভে ও উত্তেজনায় আমি অধীর হইয়া উঠিলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে আসিয়া একখানি সংবাদপত্র ক্রয় করিলাম। পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত প্যারাটি আমার দৃষ্টিগোচর হইল,—"সুবিখ্যাত অষ্ট্রেলিয়ান ধনকুবের মিঃ রিচার্ড বারট্রাণ্ড লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, সম্প্রতি তিনি মণ্টগমারি-হাউস নামক যে সুবৃহৎ সৌধ ক্রয় করিয়াছেন, তাহার সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত একটি উদ্যান-নির্ম্মাণ অভি-

প্রায়ে মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে প্রদান করিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এই উদ্যানটি ভবিষ্যতে তাঁহার নামানুসারে 'বারট্রাণ্ড পার্ক' নামে অভিহিত হয়। মিঃ বারট্রাণ্ড গত সপ্তাহে কেবলমাত্র এই ভূমিখণ্ড দশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন, সুতরাং সাধারণের হিতার্থে এই বিপুল অর্থ দান করিয়া তিনি যে মনস্বিতা ও জনহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।"

এই প্যারাটি পাঠ করিবামাত্র আমার মনের আগুন যেন দ্বিগুণ-বেগে জ্বলিয়া উঠিল, আমি তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদপত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া তাহা পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম;—সংবাদপত্রবিক্রেতা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার বিস্ময়ে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না। সেই নরপিশাচ, সেই দস্যু বারট্রাণ্ড আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আজ এই ভাবে দাতা সাজিতেছে; সাধারণের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু আর তাহার রক্ষা নাই, যেমন করিয়া হউক, তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিব। আমার মনে বারট্রাণ্ডের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার সীমা রহিল না। আমার মনের সকল সঙ্কোচ ও দ্বিধা দূর হইল, তাহার শোণিতপাতের জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। এক একবার আমার মনে হইল, ডাক্তার নিকোলার সম্মোহিনী-শক্তিবলেই আমার মন এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; আমি বুঝিলাম, ইচ্ছা করিলেও আর আমার এ সঙ্কল্পের পথ হইতে ফিরিবার সামর্থ্য নাই।

দীর্ঘকাল পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম এবং সেই গাড়ীতে হোটেলে আসিলাম। হলের মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিলিয়ার্ড-রুমের ঘড়ীতে ৬টা বাজিয়া গেল। আমি আহারাদি শেষ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া চুরুট

টানিতে লাগিলাম; তাহার পর কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই।

নিদ্রিত হইয়া আমি বড় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। মনে হইল যেন, আমি অষ্ট্রেলিয়ার মার্কাপলির সন্নিহিত গাড়ীর আড্ডায় রোগশয্যায় পড়িয়া আছি, আমার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই দুই জন লোককে আমার শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিলাম। চিনিতে পারিলাম, তাহাদের মধ্যে একজন বারট্রাণ্ড, আর একজন জিব্‌স্—যাহার ঘরে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম। বারট্রাণ্ড ধীরে ধীরে আমার বুকের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং আমার বুকের পকেট হইতে সোনার খনির নক্সাখানি বাহির করিয়া লইয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল, কয়েক মিনিট পরে সে কাগজখানি আবার আমার পকেটে রাখিয়া গেল, তাহার পর জিব্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "এই হতভাগাটা রোগে সত্যই অজ্ঞান হইয়াছে, না অজ্ঞানের ভান করিয়া পড়িয়া আছে?"

জিব্‌স্ বলিল, "আপনি বলেন কি? আজ কয় দিন হইতে ইহার হুঁস নাই। ইহার জ্বর অত্যন্ত প্রবল, বাঁচিবে কি না, এ বিষয়েই আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "যদি মরে ত আপদ্ যায়, ভবিষ্যতের মনঃকষ্ট আর উহাকে ভোগ করিতে হয় না।"

জিব্‌স্ বলিল, "আপনি কি উহার খনি অপহরণের অভিপ্রায় করিয়াছেন? আপনার এরূপ সঙ্কল্প আছে জানিতে পারিলে, এ কথা আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিতাম না।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "আমি এই নক্সাখানি কি কেবল দেখিবার জন্য লইয়াছি? ইহা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মত আহম্মুখ দুনিয়ায় দ্বিতীয় নাই। যাহা হউক, তোমার ভয় নাই। আমি

উহার খনি চুরি করিব না, নিজের জন্য ব্যবহার করিব মাত্র, যেখানকার খনি, সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে। এমন সুযোগ জীবনে একবারের অধিক পাওয়া যায় না, কিন্তু তুমি যে কথা বলিয়াছ, তাহা ঠিক ত? বৃদ্ধ বেন সত্যই কি উহাকে বলিয়াছে, এই খনিতে এত সোনা পাওয়া যাইতে পারে যে, তদ্দ্বারা দশ বারো জন লোকের কোটিপতি হইবার আশা আছে?"

জিব্‌স্ বলিল, "এ কথা আমি নিজের কাণে শুনিয়াছি।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "উত্তম কথা। এই খনির সন্ধানে আজ রাত্রেই আমি এখান হইতে যাত্রা করিব, দশ দিনের মধ্যেই আমি সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া ফেলিব, এই হতভাগা যদিও আরোগ্য লাভ করে, তাহা হইলেও এ স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমরা অনেক স্বর্ণের অধিকারী হইব।"

জিব্‌স বলিল, "কিন্তু আপনি যাহা পাইবেন, তাহার সিকি অংশ দিবেন বলিয়াছেন, আমি আপনাকে সৌভাগ্যলাভের পথ দেখাইয়া দিলাম, আমার সাহায্য ভিন্ন আপনি কিছুই পাইতেন না, এ অবস্থায় আপনি বারো আনা লইবেন, আর আমাকে সিকি দিবেন, ইহা বড়ই অসঙ্গত।"

বারট্রাণ্ড এই কথা শুনিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল, "তুমি এখনও বারট্রাণ্ডকে চিনিতে পার নাই? আমার ক্ষমতার পরিচয় পাও নাই? আমি তোমাকে সিকি বখরা দিতে সম্মত হইয়াছি, ইহা যে তোমার ভয়ে, এরূপ মনে করিও না। যদি আমি তোমাকে কিছুই না দিই, তাহা হইলে তুমি কি করিতে পার? তোমার সঙ্গে কি আমার এ সম্বন্ধে কোন লেখা-পড়া হইয়াছে? তুমি যে কিরূপ বদ্‌লোক ও কত অপরাধে অপরাধী, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইতে পারি। যদি তুমি আমার কার্য্যে সহায়তা কর, তাহা হইলে আমি যে

অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা পালন করিব, যদি না কর, তাহা হইলে তোমাকে এমন শাস্তি দিব যে, ভবিষ্যতে আর তোমাকে কথা কহিতে হইবে না।"

জিব্‌স্ এ কথার কোন উত্তর দিল না, দ্বারপ্রান্তে জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, বারট্রাণ্ডের মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না।

বারট্রাণ্ড বলিল, "তোমার কোন ভয় নাই, লোকের অনর্থক অনিষ্ট করা আমার ইচ্ছা নহে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা করিব; কিন্তু সাবধান, প্রত্যক্ষে বা গোপনে কোন দিন আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এত দিন পর্য্যন্ত তুমি আমার হিত-চেষ্টা করিয়া আসিয়াছ, এখনও যে তোমার কোনও দুরভিসন্ধি নাই, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি বখরা লইয়া গোলমালে উদ্যত হওয়াতেই আমাকে এ সকল কথা বলিতে হইল। আমি এখন চলিলাম, এই রাত্রেই আমাকে অনেক কাজ শেষ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা যদি কাহারও নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার আর রক্ষা নাই।"

বারট্রাণ্ড অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলে জিব্‌স্ আমার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হতভাগ্য যুবক, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আজ তোমার কি সর্ব্বনাশ হইল! কিন্তু একদিন তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। তবে এ কথাও বলি যে, তুমি যতই দুর্ভাগ্য হও; আমার অবস্থা তোমার অপেক্ষাও শোচনীয়, আমি প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক, তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার মনে বড়ই অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু এখন আর উপায় নাই, চিরজীবন বোধ হয় আমাকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।"

আমি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম। আমি যে লণ্ডনের একটা হোটেলে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, জাগিয়াও আমার এ সংশয় দূর হইল

না, এমন অদ্ভুত স্বপ্ন জীবনে আর দেখি নাই, সত্যের সহিত স্বপ্নের এমন সাদৃশ্যের কথাও কখনও শুনি নাই। স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহা কি সত্য, না আমার উত্তেজিত মস্তিষ্কের বিকার মাত্র ?

যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রাত্রি ১টা। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পোষাক পরিলাম, তাহার পর নিঃশব্দে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে আসিয়া বোধ হইল, শরীর জমিয়া যাইবে, চারিদিকে তখন ক্রমাগত বরফ পড়িতেছিল, শীতে রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম ; কিন্তু আমি তাহাতে কাতর না হইয়া পদব্রজে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া ২৩নং গ্রেট গণ্টার ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আমি গ্রেট গণ্টার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম কিন্তু ২৩ নম্বরের বাড়ী খুঁজিয়া পাই না। কোচ্‌ম্যান অবশেষে গাড়ী থামাইয়া বলিল, "মহাশয়, ২৩ নম্বরের বাড়ী নিকটেই কোথায় হইবে, ওখানে কয়েকটি বালক বেড়াইতেছে, উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, উহারা বোধ হয়, বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারে।"

আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কোচ্‌ম্যানকে গাড়ীর ভাড়া দিলাম, তাহার পর সেই বালকদের নিকটে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "২৩ নম্বরের বাড়ী কোন্‌টি, বলিতে পার ?"

বালকটি বলিল, "২৩ নম্বর ? সেই বাড়ীতেই ত কুঁজো উইনি বাস করে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি দেখাইয়া দিতেছি।"

আমি বালকটির সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটা বাড়ীর দরজায় আসিলে বালকটি, দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল, "ওগো বাড়ীওয়ালি! দরজা খোল।" অল্পক্ষণ পরে এক মলিনবেশধারিণী বৃদ্ধা বাতীহস্তে

আসিয়া দরজা খুলিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বাড়ীটি কি ২৩ নম্বরের বাড়ী?"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাহাকে চান? আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

আমি বলিলাম, "লেভিসলোমন নামক একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, তিনি এখানে থাকেন কি?"

স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।"

স্ত্রীলোকটি অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি কি ঘোড়ার গাড়ীতে কোন ভদ্রলোকের নিকট হইতে আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "তবে আসুন।"—সে আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাতীর আলোকে বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় ঘৃণার সঞ্চার হইল, এমন আবর্জ্জনাপূর্ণ দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর কুটীর আমি অল্পই দেখিয়াছি। একটি ঘরে আমাকে প্রবেশ করাইয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল, আমি আমার সম্মুখে একটি জীর্ণবেশধারী প্রৌঢ় ইহুদীকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি মিঃ পেনি থরুণ্?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

ইহুদী বলিল, "আপনাকে দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু আপনাকে বসিতে বলিতে পারিতেছি না, কারণ, আমার ঘরে চেয়ার নাই, এমন কোন খাদ্যদ্রব্যও নাই যে, তাহা দিয়া আপনার অভ্যর্থনা করি। আজ সকালে ডাক্তার নিকোলা আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন, আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। ডাক্তার নিকোলা আমার বন্ধু, তিনি

আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, আপনাকে একটি ছদ্মবেশ পরাইতে হইবে, তাহার পর আপনাকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া যাইতে হইবে, সেখানে গিয়া আপনি দেখিতে পাইবেন, একখানি হ্যান্‌সম্ গাড়ী আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। সেই গাড়ীতে উঠিবার সময় আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইবেন। ডাক্তার নিকোলার সহিত আপনার কত দিনের পরিচয় ?"

আমি বলিলাম, "তাঁহার সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না, গত রাত্রে পথে হঠাৎ তাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছে।"

ইহুদী বলিল, "ইহা আপনার সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই, আপনি ক্রমে যতই ডাক্তারের পরিচয় পাইবেন, ততই আপনি মুগ্ধ হইবেন; কিন্তু আর বিলম্ব করা হইবে না, আসুন, আপনাকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করি।"

ইহুদী একটা ভাঙ্গা বাক্সের ভিতর হইতে একটা কোচ্‌ম্যানের পোষাক বাহির করিল, তাহার পর তাহা আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এই পোষাকটি পরিলে আপনাকে ঠিক কোচ্‌ম্যানের মত দেখাইবে, কিন্তু কেবল পোষাক পরিলেই হইবে না, আপনার দাড়ী-গোঁফও থাকা চাহ।"—সে একটি দাড়ী-গোঁফ বাহির করিয়া স্প্রীঙের সাহায্যে তাহা আমার মুখে আঁটিয়া দিল এবং গাড়োয়ানের পোষাকে আমাকে সজ্জিত করিয়া আমার মাথায় একটা টুপী পরাইয়া দিল, তাহার পর আমার হাতে একখানি আয়না দিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি কেমন চমৎকার কোচ্‌ম্যান হইয়াছেন।"

সেই কক্ষের মধ্যে বোতলের উপর একটি বাতী জ্বলিতেছিল, সেই বাতীর আলোকে দর্পণে আমার মুখ দেখিয়া আমি নিজেই বিস্মিত হইলাম, আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলাম না। ইহুদী আমাকে সঙ্গে লইয়া

তাহার গৃহ হইতে বাহির হইল। আমরা পলটিনি ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইতেই একখান হ্যান্সম্ গাড়ী আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; আমি সেই গাড়ীখানি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, তাহা ডাক্তার নিকোলার গাড়ী।

মানুষ মারিবার সেই ভয়ঙ্কর কলটি দেখিবামাত্র আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। আমি কি সত্যই নরহন্তা, নরহত্যার জন্য যাত্রা করিয়াছি? আমার পিতা-মাতা আজ যদি জীবিত থাকিতেন, আমার এই অধঃপতনের সংবাদ পাইলে তাঁহারা কি মনে করিতেন? আমার জননী বড় ধার্ম্মিক ও ভক্তিমতী খৃষ্টানমহিলা ছিলেন, তাঁহার পুত্র হইয়া আমার এত দূর অধঃপতন বড় বিস্ময়ের কথা বটে, কিন্তু আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমার কখনও ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক হইত না, আমি অষ্ট্রেলিয়াতেও যাইতাম না, সুতরাং বারট্রাণ্ডের সহিত আমার পরিচয়ের কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। আমার জননীর অকাল-মৃত্যুই আমার অধঃপতনের কারণ, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র সেই গাড়ীর কোচ্ম্যান গাড়ী হইতে নামিয়া কোন কথা না বলিয়া আমার হস্তে একখানা পত্র দিল। ডাক্তার নিকোলা আমাকে এই পত্রখানি পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানা খুলিয়া গাড়ীর আলোতে আমি তাহা পাঠ করিলাম। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল;—

"তুমি যখন আমার পত্র পাইবে, তখন তুমি কর্ত্তব্যসাধনের জন্য বোধ হয় প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। আমি তোমার নিকট গাড়ী পাঠাইলাম। এই কোচ্ম্যান গুপ্তকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। তুমি এই গাড়ীর কোচ্ম্যানকে বিদায় দিয়া স্বয়ং তাহার স্থান অধিকার করিবে। এই গাড়ী চালাইয়া পেনসেনে উপস্থিত হইলে, মনোলিম ক্লব এই পল্লীতে অবস্থিত। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় সেই ক্লবের নিকটে আসিয়া,

আমরা যে আরোহীটিকে চাই, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় যাহাতে সে ব্যক্তি ক্লব হইতে বাহির হয়, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব; সে যাহাতে তোমার গাড়ীতে উঠে, তাহার চেষ্টা করিব। তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোন একটি নির্জ্জন পথে উপস্থিত হইবে এবং সেখানে তাহাকে নামাইয়া দিয়া হগার্থ স্কোয়ারে উপস্থিত হইবে, সেই পথে প্রবেশ করিয়া বামভাগে গ্যাসের স্তম্ভ দেখিতে পাইবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের নিকট আসিয়া গাড়ী থামাইবে। তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমি করিব। তুমি যে ব্যক্তিকে আনিতে যাইতেছ, সে আজ উক্ত ক্লবে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভোজ দিতেছে, তন্মধ্যে দুই জন ডিউক ও মন্ত্রী-সভার একজন সভ্য আছেন, কিন্তু তোমার কোন চিন্তা নাই, আমার সুবন্দোবস্তে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না, আশা করি, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইবে।

তোমার—এন—"

পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া আমার ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া ১৫ মিনিট হইয়াছে। রাত্রি সাড়ে এগারটার মধ্যে আমার মনোলিম ক্লবের নিকট উপস্থিত হইবার কথা; সুতরাং আর অধিক বিলম্ব করিলে হয় ত ঠিক সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না, ভাবিয়া আমি কোচ্‌বাক্সে গিয়া বসিলাম। কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌ম্যানের কম্বলখানি পড়িয়া ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া আমার পদদ্বয় আবৃত করিলাম, তাহার পর সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যানের নিকট হইতে তাহার চাপরাস লইয়া আমি গলায় পরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলাম। পিঠে চাবুক পড়িবামাত্র ঘোড়া বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল।

গাড়ী লইয়া আমি যখন গ্রেট উইণ্ডমিন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম,

তখন আবার প্রবলবেগে বরফ পড়িতে লাগিল। পথে লোকজন নাই বলিলেও চলে। আমার মনে হইল, এই ভয়ঙ্কর শীতের রাত্রে আমি যে ভীষণ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সংসাধনে আজ প্রকৃতিও আমার অনুকূল। দস্যু বারট্রাও আমার যে ক্ষতি করিয়াছে, আজ তাহার সে উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে, আজ আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। রোষ ও জিঘাংসায় উত্তেজিত হইয়া আমি বায়ুবেগে গাড়ী চালাইয়া দিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার নিকোলার গাড়ীর ঘোড়া অতি চমৎকার। গাড়ী বায়ুবেগে চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঠিক যে সময় আমি আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বারট্রাণ্ডের প্রতি আমার মনে করুণার সঞ্চার হইল। আমার মনে হইল, সে আমার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে সত্য, আমার জীবনের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, এ কথাও মিথ্যা নহে, কিন্তু আমি তাহাকে দণ্ড দিবার কে? আমাদের সকলের মাথার উপর একজন দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা আছেন, তিনি সকলই দেখিতেছেন, তাঁহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিয়া আমার স্বহস্তে বিচারভার লইবার কি অধিকার আছে? যদি আমি অসি-হস্তে তাহাকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিতাম, বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বরং লজ্জার কথা ছিল না, কিন্তু নিকোলার সাহায্যে বারট্রাণ্ডের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহাকে গোপনে এ ভাবে হত্যা করিবার মত হীনতা ও কাপুরুষতা আর কিছুতেই নাই।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার জিঘাংসা ও মনের উৎসাহ অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইল। আমি এত দিন যাহাকে বধ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, এমন কি, সেজন্য কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠিত হইতাম না, এখন সুযোগ উপস্থিত হইলেও আমার সে প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল কেন, বুঝিতে না পারিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর-

ভাবে গাড়ী চালাইতে লাগিলাম। তখন যদি ফিরিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ফিরিতাম; কিন্তু ফিরিবার আর উপায় ছিল না, তাই মনোলিম ক্লবের অভিমুখে চলিলাম। আমার মনে হইল, যদি বারট্রাণ্ড এই গাড়ী ভাড়া করিতে চায়, তাহা হইলে আমি তাহাকে গাড়ীতে তুলিব না, বলিব, 'অন্যলোকে আমার গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছে।' যেমন করিয়াই হউক, আমি তাহাকে গাড়ীতে তুলিব না।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি মনোলিম ক্লবের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, একজন পুলিস-কর্ম্মচারী ক্লবের বারান্দার নীচে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। আমি ক্লবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দেখিলাম, দুই জন লোক হাত-ধরাধরি করিয়া বারান্দা হইতে নামিতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম; একজন আমার চিরশত্রু বারট্রাণ্ড, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তার নিকোলা। ডাক্তার নিকোলার সহিত যে বারট্রাণ্ডের এরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারি নাই; বন্ধুর ব্যবহারের কথা মনে করিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যে নরপিশাচ কপট বন্ধু সাজিয়া একজন লোকের এরূপ সর্ব্বনাশ করিতে পারে, আমার ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীল অল্প-পরিচিত একজন লোকের সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হইতে পারে, সে যে আবশ্যক হইলে আমাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিব? আমার মনে হইল, আমি বারট্রাণ্ডকে বলিব, 'আমার গাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে।' এ কথা বলিলে, ডাক্তার নিকোলা বারট্রাণ্ডকে সেই গাড়ীতে তুলিবার জন্য নিশ্চয়ই আমাকে বাধ্য করিতে পারিবে না। অতঃপর কি ঘটিবে, তাহা ভাবিয়া কম্পিতবক্ষে আমি কোচ্‌বাক্সে বসিয়া রহিলাম।

ডাক্তার নিকোলা আমাকে ডাকিয়া বলিল, "কোচ্‌ম্যান, এদিকে এস।"—আমি ক্লবের সিঁড়ির কাছে গাড়ী আনিলাম; ডাক্তার নিকোলা আমার মুখের দিকে চাহিবামাত্র আমার সাধু-সঙ্কল্প মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল; আমার প্রতিবাদ করিবার শক্তি রহিল না। ডাক্তার নিকোলা বারট্রাণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার ভাগ্য ভাল, গাড়ী ও ঘোড়া উভয়ই অতি উৎকৃষ্ট দেখিতেছি, এই গাড়ীতে তুমি যাও।"

বারট্রাণ্ডকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমার পূর্ব্বক্রোধ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প ভাসিয়া গেল।

ডাক্তার নিকোলা বারট্রাণ্ডের করকম্পন করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে এখন বিদায় প্রিয়-বন্ধু; আজ রাত্রেই আমি তোমার সঙ্গে তোমার গৃহে সাক্ষাৎ করিব। কিরূপে তোমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, তখন সে বিষয়ে পরামর্শ করিব। কোচ্‌ম্যান ২৮ নং স্যাক্সেস্‌বর্গ ষ্ট্রীটে গাড়ী লইয়া যাও।"

আমি কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া যথানিয়মে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বারট্রাণ্ড গাড়ীতে প্রবেশ করিলে, আমি দরজা বন্ধ করিয়া কোচ্‌বাক্সে উঠিব, এমন সময় বারট্রাণ্ড আমাকে বলিল, "জানালার সার্সী ফেলিয়া দাও, আর জোরে হাঁকাইয়া চল, যেন একটুও বিলম্ব না হয়।"—আমি কোচ্‌বাক্সে বসিয়া রাশ টানিবামাত্র ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল। ডাক্তার নিকোলা সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

আমার মনের মধ্যে তখন তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। আজ আমি আমার চির-শত্রুকে আমার কবলে পাইয়াছি, আমার হাতের কাছে যে স্প্রীংটি আছে, তাহা টিপিবামাত্র তাহার ইহলীলার অবসান হইতে

পারে, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে আমি তাহার প্রাণবধ করিতে পারি, তাহার পর একটি নির্জ্জন পথে উপস্থিত হইয়া আমার পদ-প্রান্তের স্প্রীংটি টিপিয়া তাহাকে পথিমধ্যে ফেলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কে আমাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবে? একমাত্র ডাক্তার নিকোলা আমাকে ধরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে, তিনি এরূপ কার্য্য কখনই করিতে পারিবেন না। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম; ইহাতে গাড়ীর গতি অল্পপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, বারট্রাণ্ড চীৎকার করিয়া বলিল, "কোচ্‌ম্যান, জোরে চালাও, এত ধীরে ধীরে চালাইতেছ কেন?"—আমি আবার সজোরে গাড়ী চালাইলাম; মনে মনে বলিলাম, 'আর অধিক বিলম্ব নাই, শীঘ্রই তোমাকে জাহান্নমে পাঠাইতেছি।'

দেখিতে দেখিতে গাড়ী পিকাডেলিতে উপস্থিত হইল। সেখান হইতে পশ্চিমে গাড়ীর মোড় ঘুরাইয়া আমি স্যাক্সেস্‌বর্গ ষ্ট্রীট ধরিলাম; তখন পর্য্যন্ত আমি কি করিব, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু আমার মন এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি পুনঃ পুনঃ সেই ভয়ঙ্কর স্প্রীংটিতে হস্তার্পণ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে আমার চক্ষুর সম্মুখে এমন একটি ব্যাপার ঘটিল যে, আমি তাহার কারণ-নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম না। পাঠকগণ সে কথা শুনিয়া ঘটনাটি আমার কল্পনার বিকার বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। শেষবার যখন আমি সেই মারাত্মক স্প্রীংএ হাত দিয়াছি, ঠিক সেই সময় আমার সম্মুখে শূন্যে বায়ুমণ্ডলমধ্যে একটি সুন্দরী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এমন সুন্দরী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার চক্ষু দুটি সুদীর্ঘ, তাহার উপর ভ্রূর কি শোভা!

সুন্দরী নির্নিমেষনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নীরব ভাষায় যেন আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জিলবার্ট পেনি থর্ণ, তুমি কি ভয়ানক কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ ; ইহা কিরূপ লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়, তাহা চিন্তা কর ; আমি বলিতেছি, এখনও সাবধান হও, এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মসাধনে প্রতিনিবৃত্ত হও, নতুবা তোমাকে এই পাপের অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

দেখিতে দেখিতে সেই সুন্দরীর অশরীরীমূর্ত্তি বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্য হইল ; কিন্তু তাঁহার সেই সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল ; কে যেন মুহূর্ত্তমধ্যে আমার অন্তরিন্দ্রিয়কে প্রবল-বেগে কশাঘাত করিল। বুঝিলাম, আমি কাপুরুষেরও অধম, একজন আত্মরক্ষায় অসমর্থ লোককে আমি আমার কবলে পাইয়া কৌশলে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি।

এই সময় আমরা একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, রাত্রি তখন গভীর হইয়াছিল, সে পথে একটিও লোক দেখিতে পাইলাম না। আমি স্থির করিলাম, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি একবার গাড়ী থামাইব, নামিয়া বারট্রাণ্ডকে বলিব, আমি কে এবং কি অভিপ্রায়ে কোচ্‌ম্যান সাজিয়া তাহাকে এই গাড়ীতে তুলিয়াছি। আমি তাহাকে বলিব, 'আমি আজ অনায়াসে তোমাকে হত্যা করিতে পারিতাম, কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে হত্যা করিব না, তুমি এই মুহূর্ত্তে গাড়ী হইতে নামিয়া যাও, পলাইয়া প্রাণ রক্ষা কর।'—এই কথা বলিবার জন্য গাড়ী থামাইয়া আমি নীচে নামিলাম ; দেখিলাম, কাচের বাতায়ন টানিয়া তোলা রহিয়াছে। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহের সঞ্চার হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে করিলাম, শীতের ভয়ে বোধ হয় বারট্রাণ্ড জানালা

বন্ধ করিয়াছে। যাহা হউক, আমি জানালা খুলিয়া ফেলিলাম, তাহার পর উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, "মিঃ বারট্রাণ্ড, আমি কে এবং কি জন্য এ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি, তাহা কি তুমি জান? আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন তোমাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিব; কথা শুনিয়া তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

বারট্রাণ্ড নিরুত্তর। আমি তখন গাড়ীর মধ্যে মুখ প্রবেশ করাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "মিঃ বারট্রাণ্ড, তুমি কি ঘুমাইয়াছ, আমি কে, তাহা জান কি?"

এবারও কোন উত্তর না পাইয়া আমি বারট্রাণ্ডের মুখের কাছে মুখ আনিয়া দেখিলাম, সে গাড়ীর মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। আমার বড় ভয় হইল, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম, তাহার দেহে প্রাণ নাই। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি আমিই তাহাকে বধ করিয়াছি? আমার সন্দেহ হইল, হয় ত আমি অজ্ঞাতসারে গাড়ীর স্প্রীং টিপিয়াছিলাম, তাহাতেই এই ভয়ঙ্কর অনর্থপাত হইয়াছে। তীব্র অনুশোচনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, সেই শীতের রাত্রে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে ভিজিয়া গেল, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ ভাবে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বিপন্ন হইতে হইবে বুঝিয়া আমি আত্মসংবরণ করিয়া কোচ্‌বাক্সে উঠিয়া বসিলাম এবং দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিলাম, প্রকাশ্য বড় রাস্তা ছাড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গলিপথে ঘুরিলাম; ভাবিলাম, যেখানে দেখিব লোকজন নাই, পথের সেই স্থানে মৃতদেহটি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইব; কিন্তু যে পথে যাই, সেই পথেই দুই একজন লোক দেখিতে পাই। একটা নির্জ্জন পথে আমি গাড়ী থামাইয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, পাশের একটি বাড়ীর দরজা খুলিয়া

দুই জন লোক গাড়ীর পাশে উপস্থিত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ী লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

অনেকক্ষণ পরে সুযোগ উপস্থিত হইল। তখন আমি যে পথে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেখানে সম্মুখে বা পশ্চাতে কোন লোক দেখিতে পাইলাম না; গাড়ী থামাইয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া আমি গাড়ীর পাদানির স্প্রীং টিপিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ক্লীং করিয়া একটি শব্দ হইল, গাড়ীর তলা খুলিয়া গেল এবং সেই ফাঁক দিয়া বারট্রাণ্ডের মৃতদেহটি ধুপ করিয়া পথের উপর পড়িল। স্প্রীং হইতে আমি পা তুলিবামাত্র গাড়ীর তলা পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া গেল, আমি তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী লইয়া ছুটিলাম; কিন্তু আমার ভয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; আমার মনে হইতে লাগিল, পুলিস আমার সন্ধান পাইয়া দ্রুতবেগে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি হগার্থ স্কোয়ারে নিকোলার নির্দ্দিষ্ট গ্যাসস্তম্ভের নিকটে আসিয়া গাড়ী থামাইলাম। তখন রাত্রি প্রায় একটা। গাড়ী থামাইবামাত্র দেখিলাম, আর একখানি গাড়ীর নিকট তিন জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে। এই তিন জনের একজন ডাক্তার নিকোলা, একজন তাহার চীনে বাবুর্চ্চি। তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি চিনিতে পারিলাম না।

আমি গাড়ী হইতে নামিবামাত্র ডাক্তার নিকোলা দ্বিতীয় গাড়ীখানির ভিতর হইতে একটা পরিচ্ছদ বাহির করিলেন। দেখিলাম, তাহা আমারই পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছদে আমি লেভিসলেমনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলাম এবং আমার এই পরিচ্ছদ সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম।

ডাক্তার নিকোলা আমাকে বলিলেন, "এই পরিচ্ছদটি পরিধান করিয়া তুমি আমার সঙ্গে এস, অনেক কথা আছে।"

আমি ডাক্তার নিকোলার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম, তাহার চীনে বাবুর্চ্চি সেই ভয়ঙ্কর গাড়ীখানি লইয়া চলিয়া গেল।"

ডাক্তার নিকোলার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিরাপদে কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে ত?"

আমি ভগ্নস্বরে বলিলাম, "হাঁ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরহত্যা করিয়াছি।"

ডাক্তার নিকোলা কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, ধীরভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে লোকটা মরিয়াছে? শত্রুর প্রাণবধ করিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। এখন যাহাতে তোমার উপর পুলিসের সন্দেহ না হয়, তাহাই করিতে হইবে। তুমি এখন তোমার হোটেলে ফিরিয়া যাও; ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, সে সংবাদ তোমাকে জানাইব। তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না, তোমার ধরা পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই, এ পর্য্যন্ত আমাদের গুপ্তহত্যা কেহই ধরিতে পারে নাই।"

ডাক্তার নিকোলার কথা শুনিয়া লণ্ডনের রাজপথে মধ্যে মধ্যে যে সকল গুপ্তহত্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা আমার মনে পড়িল; বুঝিলাম, এ সকলই ডাক্তার নিকোলার কীর্ত্তি; মৃতদেহগুলি রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে কেন পাওয়া যাইত, তাহারও কারণ বুঝিলাম। আমি ক্রোধে, ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার নিকোলার গলা চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে প্রহারে উদ্যত হইলাম; সক্রোধে বলিলাম, "ওরে নরহন্তা! আজ আর তোর রক্ষা নাই। আমাকে ভুলাইয়া কি ভীষণ পাপে আমাকে ডুবাইয়াছিস্, তোকে ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।"

ডাক্তার নিকোলা একটিমাত্র সামান্য ধাক্কায় আমাকে তিন হাত দূরে

নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর পৈশাচিক হাস্যে আমাকে বলিলেন, "মিঃ জিলবার্ট পেনি থরণ্, একটি মনুষ্যের প্রাণবধ করিয়া আসিয়া বোধ হয় তোমার মাথায় খুন চাপিয়াছে, তাই তুমি হত্যা করিবার জন্য আমাকেও আক্রমণ করিলে। তোমার সৌভাগ্য এই যে, আমি নির্দ্দয় নহি, সেই জন্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এখন তোমাকে যাহা বলি, তাহা কর। হোটেলে ফিরিয়া যাও,যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে কোন সমাচার না পাও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোথাও নড়িও না। কাল প্রভাতে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে,অসুস্থতার ভান করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত হোটেলেই থাকিবে, কোন অপরিচিত লোক দেখা করিতে আসিলে কদাচ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।"

আমি ডাক্তার নিকোলার মুখের দিকে আর চাহিতেও পারিলাম না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ সয়তান বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। আমি হোটেলের দিকে আসিতে আসিতে আমার অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, এতক্ষণ হয় ত বারট্রাণ্ডের মৃতদেহ পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিয়াছে। সম্মুখে কোন লোক দেখিলেই ভয়ে আমি শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম, পথে দুই জন লোককে চুপে চুপে কথা কহিতে দেখিলেই আমার মনে হইতে লাগিল, ইহারা আমার অপরাধের সন্ধান পাইয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার ভয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ট্রাকামপার সায়ারের ভিতর দিয়া নর্দ্দাম্বারলাণ্ড এভিনিও অতিক্রম করিয়া আমি নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। নদীর ধারে গিয়া একবার মনে করিলাম, এই নিশীথরাত্রে নদীর জলে ডুবিয়া এই কলঙ্কিত জীবনের অবসান করি। যদি আমি ধরা পড়ি,তাহা হইলে আমার বংশ পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে, ইহা অসহ্য ; কিন্তু অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমি আত্মহত্যার

সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলাম, আর হোটেলে ফিরিয়া যাওয়া হইবে না, যেমন করিয়াই হউক, আর নিকোলার হস্তে পড়া হইবে না, আমি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিব; এমন কোন দেশে যাইব, যেখানে কেহ আমাকে ধরিতে না পারে। নিকোলা যেরূপ নরপিশাচ, তাহাতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে যে আমাকে ধরাইয়া দিবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। লণ্ডনে যতক্ষণ আমি অবস্থিতি করিব, ততক্ষণ নানা বিপদের আশঙ্কা আছে। বারট্রাণ্ড মহা ধনবান্ ব্যক্তি, তাহার প্রধান শত্রু কে, এ কথা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। পুলিস যদি সে সন্ধান পায়, তাহা হইলে সন্দেহক্রমে আমাকে ধরিতে পারে। আমার পকেটে কত টাকা আছে, তাহা একবার গণিয়া দেখিলাম; পূর্ব্বদিন আমি একখানি চেক ভাঙ্গাইয়াছিলাম, তখন আমার পকেটে স্বর্ণমুদ্রা ও নোটে ছয় শত টাকা ছিল; টাকার পরিমাণ অধিক না হইলেও আমি বুঝিলাম, দেশত্যাগ করিবার জন্য, জাহাজ ভাড়া ও খোরাকীর ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু কোথায় যাই? অষ্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেডষ্টেটস্, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই কয়টি স্থানের মধ্যে কোন্ স্থান আমার পক্ষে অধিক নিরাপদ্ হইবে? অষ্ট্রেলিয়া বা ইউনাইটেডষ্টেট্‌সে যাইব না স্থির করিলাম। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ায় আমি পরিচিত, ইউনাইটেডষ্টেটসেও যাইবার ইচ্ছা হইল না, চিলি অর্জ্জেণ্টাইস বা চুয়ানাল্যাণ্ডে যাইবারও ইচ্ছা হইল না; তবে কোথায় যাইব? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, বন্দর হইতে যেখানে প্রথম জাহাজ থামিবে, সেইখানেই যাইব।

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। তখনও পথে দুই চারি জন লোক চলিতেছিল। যদি অগ্র দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি লণ্ডন ত্যাগ না করি, তাহা হইলে আমার ধরা পড়িবার আশঙ্কা

কত দূর প্রবল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশ্রান্ত হইয়া আমি একটা গলির মধ্যে একটা হোটেল দেখিতে পাইলাম। হোটেলে প্রবেশ করিয়া কিছু খাবার আনিতে বলিলাম। আহারাদির পর শরীর একটু সুস্থ হইলে, হোটেলওয়ালার নিকট হইতে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের ম্যানেজারকে একখানি পত্র লিখিলাম।—"কোন বিশেষ কারণে অদ্যই আমাকে লণ্ডন হইতে অনেক দূরে যাইতে হইতেছে, সেই জন্য হোটেলে গিয়া আমার দেনা চুকাইয়া দিবার সুবিধা হইল না, এই সঙ্গে একখানি চেক পাঠাইলাম, আপনাদের প্রাপ্য যাহা হয় লইবেন এবং আমার যে সকল জিনিসপত্র আছে, তাহা আমার নামে আবার্ডিন রেলওয়ে ষ্টেসনে পাঠাইবেন।"—আমি একখানি চেক পত্রের মধ্যে ভরিয়া পত্রখানি বন্ধ করিলাম, টেবিলের উপর কয়েকখানা খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল, একখানি কাগজ তুলিয়া লইয়া জাহাজের বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, চিলি বা দক্ষিণ আমেরিকার অন্য কোন দেশে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন জাহাজ যাইবে না। সাউদামটন বন্দর হইতে বেলা এগারটার সময় "ফিজি প্রিন্সেস্" নামক একখানি জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে যাত্রা করিবে। এই জাহাজে দশ জন প্রথম শ্রেণীর আরোহী ও পঞ্চাশ জন ডেকের আরোহী লওয়া হইবে এবং পথিমধ্যে কেবল টেনিরিতে একবার এই জাহাজ ধরিবে। কেপটাউন পর্য্যন্ত ডেকেরই ভাড়া দুই শত পঁচিশ টাকা। এই জাহাজে কেপটাউনে যাত্রা করাই আমি সঙ্গত মনে করিলাম। কিন্তু সাউদামটন পর্য্যন্ত কিরূপে যাই? লণ্ডনের কোন ষ্টেসনে রেলে চাপিলে আমি ধরা পড়িতে পারি, এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি স্থির করিবার জন্য আমি হোটেলওয়ালার নিকট একখানি টাইম-টেবল চাহিয়া লইলাম। দেখিলাম, ওয়াটার্লু ষ্টেসন হইতে প্রত্যূষে ছয়টার সময় যে ট্রেণ ছাড়ে, বেলা

নয়টার সময় সাউদামটনে উগ উপস্থিত হয়, সুতরাং বুঝিলাম জাহাজ ছাড়িবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি বন্দরে উপস্থিত হইতে পারিব। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম.ওয়াটার্লু ষ্টেসনে ট্রেণ ছাড়িবার তিন ঘণ্টা বিলম্ব আছে, এই তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন্ দিক্ হইতে কি বিপদ্ আসিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? ইতিমধ্যে হয় ত আমি ডাক্তার নিকোলার হস্তে পড়িতে পারি, তাহা হইলে আমার আর পলায়নের উপায় থাকিবে না, লণ্ডনের বায়ুমণ্ডল আমার বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল, আর সেখানে একদণ্ডও থাকিতে ইচ্ছা হইল না, আমি পদব্রজেই লণ্ডনত্যাগের সঙ্কল্প করিলাম।

হোটেলওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া নদীতীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া আমি সর্বিটন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ওয়াটার্লু হইতে এ স্থান বারো মাইল দূরে অবস্থিত। যদি আমি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল করিয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বেই আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারিব. তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া হোয়াইট হল্ ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ দিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে দুই একজন পুলিসম্যান দেখিলেই ভয়ে আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। আমি কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ না করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলাম। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল, তুষারপাত বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কুয়াশায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল। ক্রমে আমি লণ্ডন পশ্চাতে ফেলিয়া যখন সর্বিটন-পল্লীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম, তখন একটা গির্জ্জার ঘড়ীতে পৌনে ছয়টার ঘণ্টা বাজিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি সর্বিটন রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, ট্রেণ আসিতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে। আমি সাউদামটনের টিকিট লইয়া ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনই বোধ হয়, সংবাদপত্র-

বিক্রেতারা কাগজ-বিক্রয়ের জন্ত চীৎকার করিয়া বলিতে থাকিবে, "আর একটা ভয়ঙ্কর খুন!—একজন বিখ্যাত কোটিপতির শোচনীয় হত্যাকাণ্ড।" আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম।

ছয়টার সময় প্লাটফর্ম্মে ট্রেণ আসিল। দেখিলাম, এই ষ্টেসন হইতে অধিক লোক ট্রেণে উঠিল না, কেবল একজন বৃদ্ধ ও আমি এই দুই জন মাত্র সেই ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় প্রবেশ করিয়া কোণের একখানি বেঞ্চীতে শুইয়া পড়িলাম। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, শয়নমাত্রই নিদ্রিত হইলাম। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও আমার মানসিক অশান্তি দূর হইল না, বারট্রাণ্ডের মৃতদেহ ও ডাক্তার নিকোলার ক্রুদ্ধদৃষ্টি স্বপ্নযোগে আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। স্বপ্নে দেখিলাম, দলে দলে পুলিস-প্রহরী আমাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার নড়িবার শক্তি নাই, ভয়ে আমি চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। আমার পাশে একটি প্রৌঢ় বসিয়া ছিল, তাহার আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, সে একজন ধনবান্ কসাই। আমাকে চীৎকার-শব্দে জাগিতে দেখিয়া আমার সেই সঙ্গীটি বলিল, "মহাশয়, আপনি বোধ হয় খারাপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অনেকক্ষণ হইতে আপনি গোঁ গোঁ করিতেছিলেন, আমি আপনাকে একটা ধাক্কা দিয়া জাগাইব ভাবিতেছিলাম ইতিমধ্যে আপনি নিজেই চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন।"

আমার সঙ্গীর কথা শুনিয়া আমার মনে একটি নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। ঘুমঘোরে আমি এমন কোন কথা বলি নাই ত যাহাতে ধরা পড়িতে পারি? আমি আমার সঙ্গীকে বলিলাম, "আমি বোধ হয় আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি, ঘুমের ঘোরে আমি একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি কি বেশী কথা বলিয়াছি?"

আমার সঙ্গী বলিল, "না, আপনার কোন কথা শুনিতে পাই নাই,

কেবল আপনি গোঁ গোঁ করিতেছিলেন, যেন কি চাহিতেছিলেন, কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না।"

আমি বলিলাম, "অল্পদিন হইল, আমি কঠিন রোগ হইতে উঠিয়াছি, আমার মস্তিষ্ক এখনও দুর্ব্বল আছে, এই জন্যই বোধ হয়, অমন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

আমার সঙ্গী কৌতূহলপূর্ণ-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর তাহার কোটের প্রকাশ্য পকেট হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া বলিল, "দেখিতেছি, আপনি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এ সময় খানিকটা হুইস্কি পান করিলে বেশ সুস্থ হইবেন।"—সে আমাকে একটা মদের গ্লাসের আধ গ্লাস হুইস্কি ঢালিয়া পান করিতে দিল।

হুইস্কিটুকু গালে ঢালিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা আমি গলাধঃকরণ করিলাম। আমার ধমনীতে যেন অগ্নির স্রোত বহিল, শ্রান্তি-ক্লান্তি যেন কোথায় চলিয়া গেল। আমার সঙ্গীকে আমি প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিলাম।

বেলা ঠিক নয়টার সময় ট্রেণ সাউদামটন ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। আমি আমার সঙ্গীর নিকট বিদায় লইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টীমার কোম্পানীর আফিসে উপস্থিত হইলাম এবং কেপটাউনের একখানি টিকিট কিনিবার জন্য টিকিট-ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমি একখানি ডেকের টিকিট চাহিলাম।

কেরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম?"

আমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলাম, "জর্জ্জ রেক্সফোর্ড।"

টিকিট লইতে বিলম্ব হইল না, টিকিট লইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন্ জাহাজে উঠিতে হইবে?"

কেরাণী বলিল, "ঠিক সাড়ে এগারটার সময়। এগারটার সময় জাহাজ

নঙ্গর তুলিবে, এই জাহাজের কাপ্তেন হকিন্‌স বড় কড়া লোক; এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না।"

আমি টিকিট-ক্লার্ককে ধন্যবাদ দিয়া বাজারে বাহির হইলাম। সেখানে জাহাজের উপর ব্যবহারোপযোগী বিছানা, তৈজসপত্র ও কয়েক স্যুট পরিচ্ছদ ক্রয় করিলাম, তাহার পর একটি হোটেলে গিয়া কিছু খাইয়া লইলাম। ইতিমধ্যে একজন সংবাদপত্রবিক্রেতা কাগজ-বিক্রয়ের জন্য সেই হোটেলে আসিল। একটি স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোন নূতন সংবাদ আছে?"

সংবাদপত্র বিক্রেতা বলিল, "লণ্ডনে আর একটা ভয়ঙ্কর খুন!"—কথাটি আমার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলাম, বলিতে পারি না, মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, কয়েক জন লোক আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, একজন লোক আমার মাথায় জল ঢালিতেছে, আর একজন আমায় বাতাস দিতেছে।

আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনি কেমন আছেন?" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছি, আমার কি হইয়াছিল?"

লোকটি বলিল, "আপনার মূর্চ্ছা হইয়াছিল, আপনার কি মৃগীরোগ আছে?"

আমি বলিলাম, "না, আমার মৃগীরোগ নাই। তবে অল্পদিন পূর্ব্বে আমি কঠিন রোগ হইতে উঠিয়াছি, আজ প্রভাতে আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, সেই জন্যই বোধ হয়, আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম।"

যাহা হউক, আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে বুঝিয়া আমি তাড়াতাড়ি জাহাজের ঘাটে আসিলাম। সেখানে ফিজি প্রিন্সেসকে দেখিতে পাইলাম, জাহাজখানি অতি প্রকাণ্ড এবং সেকেলে ধরণে নির্ম্মিত। প্রায়

দশটার সময় জাহাজে উঠিয়া ডেকের উপর এক কোণে আড্ডা লই-লাম। পাঁচ সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই জাহাজেই আমাকে থাকিতে হইবে। এক ঘণ্টা পরে ঠিক এগারটার সময় জাহাজ ছাড়িয়া দিল, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

মধ্যাহ্নকালে জাহাজ আইন্ অব ওয়াইড অতিক্রম করিল। আমি বুঝিলাম, টেনেরিকে জাহাজ পৌছিবার পূর্ব্বে আমার ভয়ের কোন কারণ নাই, অন্ততঃ আরও একমাস ধরা পড়িবার কোন আশঙ্কা থাকিল না, আমি নতজানু হইয়া বসিয়া প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফিজি প্রিন্সেসে আরোহণ করিয়া আমি আপাততঃ নিরাপদ্ হই-লাম বটে, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা দূর হইল না। গত ২৪ ঘণ্টা আমি যে ভাবে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাতে আমার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ অনেক অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে। আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের ম্যানেজারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, সেই পত্রখানি নদী-তীরে একটি ডাকের বাক্সে দিয়াছিলাম, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, প্রত্যূষে পাঁচটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি লণ্ডনে ছিলাম; আমার প্রতি সন্দেহ হইলে, শত্রুপক্ষ সেই হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমার সন্ধান লইবে, তখন এই পত্রখানি বাহির হইয়া পড়িবে, তবে আমি উত্তরে গিয়াছি, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিবে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু দক্ষিণে সমুদ্রতীরে যে সকল বন্দর আছে, তাহা যে তাহারা অনুসন্ধান করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন ফিজি প্রিন্সেস্ ভিন্ন অন্য কোন জাহাজ সাউ-দামটনের বন্দর ত্যাগ করে নাই। যে কেরাণীটি আমাকে জাহাজের টিকিট দিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে সে আমাকে সনাক্ত করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন সরবিটন রেলওয়ে ষ্টেসনের পোর্টার আমাকে ক্লান্তদেহে অবসন্নভাবে ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, তাহার পর যে বৃদ্ধটি আমাকে হুইস্কি খাইতে দিয়াছিল

ও আমি হোটেলে মূর্চ্ছিত হইলে যাহারা আমার চেতনাসঞ্চার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই আমাকে সনাক্ত করিতে পারিবে। আমার সম্বন্ধে তাহারা যে সকল কথা বলিতে পারিবে, তাহা আমার প্রতিকূলেই যাইবে, আমার উপর সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইবে। এই সকল কথা ভাবিয়া আমার দুশ্চিন্তা অতিশয় বর্দ্ধিত হইল।

অপরাহ্নে জাহাজের উপর অত্যন্ত শীত বোধ করিলাম। আকাশের কোথাও কিছুমাত্র মেঘ ছিল না, আকাশ স্বচ্ছ ও সুনীল, সমুদ্রের বর্ণ ঘাসের ন্যায় সবুজ ও পুষ্করিণীর জলের ন্যায় অচঞ্চল।

জাহাজে উঠিয়া অধিক লোকের সহিত আমি আলাপ-পরিচয় করি নাই, কেবল বাবুর্চ্চি ও তাহার মেটের সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছিল। জাহাজে যে সকল আরোহী প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতগুলি পুরুষ ও কতগুলি রমণী এবং তাঁহারা কিরূপ সমাজের লোক, আমি তাহার কোন সংবাদ রাখিতাম না। একদিন আমি জাহাজের প্রধান খানসামার সহিত গল্প করিতেছি ও চুরুট টানিতেছি, কথায় কথায় তাহার নিকট জানিতে পারিলাম, আমার পরিচিত কয়েকজন লোকের সহিত তাহারও আলাপ আছে; সে আমার একটি বন্ধুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল, আমার সেই বন্ধুটি জাহাজে চাকরী করিতেন, একদিন হঙ্কং বন্দরে তিনি একখান সাম্পান ভাড়া করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আমি খানসামাকে বলিলাম, "ইহা বড় অদ্ভুত কথা, ব্যাপারটি কি, আগাগোড়া খুলিয়া বল।"

প্রধান খানসামা বলিল, "এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখি নাই, সেই দিন সন্ধ্যাকালে সে আমাকে বলিল, পরদিন প্রভাতে সে আপিভ্যানি নামক একটি স্থান দেখিতে যাইবে। আমার সম্মুখে সে সাম্পানে

চড়িয়া গেল। আমার মনে আছে, সে দিন রবিবার। সে ফিরিল না দেখিয়া আমরা তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না; সাম্‌পানের মাঝি-মাল্লারা অর্থ-লোভে তাহাকে হত্যা করিল কি কোন কারণে সে আত্মহত্যা করিল, তাহা কিছু জানা যায় নাই।"

আমি বলিলাম, "বড় অদ্ভুত ব্যাপার ত।"

সর্দ্দার খানসামা বলিল, "হাঁ, বড়ই অদ্ভুত, যদি কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে হত্যা-রহস্য-ভেদের কোন উপায় নাই, আর কয়টি হত্যাকাণ্ডের রহস্যই বা লোকে জানিতে পারে? এই লণ্ডন সহরে সম্প্রতি ক্রমাগত গুপ্তহত্যা হইতেছে, এ সকল হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? কে হত্যা করিতেছে, কিরূপেই বা হত্যা করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে?"

সর্দ্দার খানসামার কথা শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল। এই সকল গুপ্তহত্যার নায়ক কে, কিরূপেই বা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে, তাহা আমি যেমন জানি, আর কয়জন তাহা জানে? আমার মুখ শুকাইয়া গেল, জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইতে লাগিল, কি বলিব, প্রথমটা কিছু ভাবিয়া পাইলাম না; অনেকক্ষণ পরে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বলিলাম, "এই সকল হত্যাকাণ্ড বড় অদ্ভুত, তাহাতে আর সন্দেহ কি, ইহার উদ্দেশ্য তুমি কিছু বুঝিয়াছ? তোমার কি মনে হয়?"

সর্দ্দার খানসামা গম্ভীর হইয়া বলিল, "এ বিষয় আমি অনেকবার চিন্তা করিয়াছি; আমার যাহা অনুমান, সম্ভবতঃ তাহাই প্রকৃত কারণ। এনার্কিষ্টরা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া কোন গুপ্ত উপায়ে দেশের মাথাল মাথাল লোকগুলিকে হত্যা করিতেছে। তাহারা প্রথমে যাহাকে হত্যা করিল,

তিনি একজন মেজর জেনারল্, দ্বিতীয় ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্টের একজন মেম্বর, তৃতীয় ব্যক্তিটি কে জান,?"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া খানসামাজি এই প্রশ্ন করিবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তৃতীয় ব্যক্তি কে, তাহা আর আমি জানি না? জীবনে কি সে কথা ভুলিতে পারিব?—আমি শুষ্ক-মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ তৃতীয় ব্যক্তিটি কে, তুমি জান কি?"

খানসামাজি উৎসাহের সহিত বলিল, "নিশ্চয়ই জানি। আমাদের জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বদিন রাত্রে এই তৃতীয় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, সে অষ্ট্রেলিয়ার একজন কোটিপতি। শ্রমজীবিগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছিল, আর সে ইংলণ্ডে আসিয়া চৌঘুড়ী হাঁকাইয়া নবাবী করিতেছিল। দরিদ্রের পরিশ্রমে যাহারা ধনবান্ হয়, তাহারা কি সেই সকল অন্নদাতা শ্রমজীবীর দুঃখ, অভাব ও হাহাকার দূর করে? তাহা করে না বলিয়াই অকালে এনার্কিষ্ট হইতে তাহাদিগকে গুপ্তভাবে হত হইতে হয়। মূলধন ও পরিশ্রমের মূল্যে যত দিন পর্য্যন্ত আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল গুপ্তহত্যা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না; তত দিন পর্য্যন্ত সমাজের পরিচালকগণের জীবন নিষ্কণ্টক হইবে না, শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের যাহারা হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহারা নানা গুপ্ত উপায়ে শত্রু নিপাত করিবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি মনে কর, ইহা কোন দলবদ্ধ লোকের কাজ?"

খানসামাজি বলিল, "পরমেশ্বর জানেন যাহাদের কাজ, তবে যেখানে পর পর অনেক লোক খুন হয়, সেখানে একই লোক যে সেই সকল খুন করে, এরূপ অনুমান করা যায় না।"

এবার খানসামাজি সেখান হইতে উঠিল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে

লাগিলাম। লণ্ডনে এখন কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য, আমি আমার পরমায়ুর পাঁচ বৎসর অনায়াসে দিতে পারিতাম, কিন্তু সে অকূল সমুদ্রে সে সকল কথা জানিবার কোন উপায় নাই। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ডেকের অপর প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। কি দেখিলাম! এমন অপূর্ব্ব ব্যাপার কখনও কল্পনা করিতেও পারি নাই। দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী ডেকের উপর হইতে রেলিঙে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমুদ্রের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই যুবতীর মুখ আমি পূর্ব্বে কখনও না দেখিলেও তাহা অপরিচিত বোধ হইল না। এই যুবতীকে কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়িল, বারট্রাণ্ডকে যে দিন আমি গাড়ীর মধ্যে পূরিয়া লইয়া যাই, সেই দিন পথিমধ্যে শূন্যে বায়ুমণ্ডলে যে যুবতীর মুখ দেখিয়াছিলাম, ইহা সেই মুখ। একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার সেই মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার মনে কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। কে এই যুবতী?

আমি ভাবিয়াছিলাম, পূর্ব্বে যেমন সেই যুবতীর মুখ দেখিতে দেখিতে বায়ুমণ্ডলে মিশাইয়া গিয়াছিল, এবারও তাহা সেই ভাবে অদৃশ্য হইবে; কিন্তু এবার আর তাহা পূর্ব্ববৎ অদৃশ্য হইল না। দেখিলাম, সে মূর্ত্তি ছায়াময়ী নারীদেহ নহে, তাহা রক্তমাংসময় দেহ। যুবতী এই জাহাজেরই একজন আরোহিণী। যুবতী বহুক্ষণ সেই ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, প্রায় পাঁচ মিনিট কাল আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ তিনি মুখ ফিরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন; চাহিয়াই সবিস্ময়ে একবার চমকিয়া উঠিলেন;—তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আমাকে কোথাও দেখিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্নে কি জাগরণে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া অদ্ভুত রহস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

যুবতী আমাকে দেখিবামাত্র ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেলেন, কিন্তু আমার কৌতূহলের সীমা রহিল না। আমি বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কাহাকে এই যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় আমার বন্ধু সর্দ্দার খানসামাজি ডেকের উপর আমার কাছে আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "স্বর্ণকেশশোভিনী ঐ যে সুন্দরী যুবতী অনিমিষ-দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন, উনি কে, চেন কি ?"

খানসামাজি বলিল, "তুমি বুঝি মিস্ মে-বোর্ণের কথা বলিতেছ ? উহাঁর নাম মিস্ হাগ্‌নেস্ মে-বোর্ণ। উহাঁর পিতা বড় যে সে লোক নহেন। মিঃ মে-বোর্ণ উহাঁর পিতা, তিনি কেপকলোনির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার সোনার খনিতে প্রত্যহ যে কত স্বর্ণ উঠে, তাহা আমার ঠিক জানা নাই, তবে এ কথা জানি যে, তিনি সোনা দিয়া ঐরূপ দুই পাঁচখানি জাহাজ প্রস্তুত করিতে পারেন। আমি শুনিয়াছি, এই যুবতীর মা নাই, মামার সঙ্গে ইনি ইংলণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেই কেপকলোনিতে পিতার কাছে ফিরিয়া যাইতেছেন।"

আমি সঙ্গী খানসামাকে ধন্যবাদ দিলাম। খানসামা প্রস্থান করিলে আমার বড় আগ্রহ হইল, একবার মিস্ মে-বোর্ণের সহিত আলাপ করি ; অন্ততঃ তাঁহার সহিত কোথাও কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, এ কথা জানা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করিলাম ; কিন্তু সে দিন তাঁহার সহিত আলাপের কোনই সুবিধা হইল না, আমি সামান্য ডেকের প্যাসেঞ্জার, আর মিস্ মে-বোর্ণ প্রথম শ্রেণীর আরোহী, আমাদের উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বড় অল্প নহে।

এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল, ইংলণ্ড বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, ক্রমেই আমরা টেনেরিক বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ভাবিলাম, এত দিনে হয় ত আমাকে বন্দী করিবার জন্য লণ্ডন হইতে টেনেরিকে টেলিগ্রাম গিয়াছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়িবামাত্র হয় ত পর্ত্তুগীজ কারাগারে আমি বন্দী হইব, তাহার পর ইংলণ্ড হইতে পুলিসের লোক আসিয়া আমাকে লণ্ডনে লইয়া যাইবে। আমার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না।

কত ক্ষুদ্র ঘটনার উপর অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন নির্ভর করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, আমার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। একটি দিয়েশালাইয়ের বাক্সের উপর যে আমার অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন নির্ভর করিতেছিল,তাহা আমি একবার পূর্ব্বেও কল্পনা করিতে পারি নাই। ব্যাপারটি এইরূপ,—পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যাকালে আমি কলঘরের অদূরে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছিলাম। তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা কি আটটা, ঠিক মনে নাই, কিন্তু তখন আহারাদি শেষ হইয়াছিল, এ কথা স্মরণ আছে। আমাকে চুরুট টানিতে দেখিয়া কাপ্তেনের প্রধান সহকারী আমার কাছে আসিয়া আমার দিয়েশালাইয়ের বাক্সটা একবার চাহিলেন। এই কর্ম্মচারীর বয়স বাইশ তেইশের অধিক নহে। আমি তাঁহাকে আমার দিয়াশালাইয়ের বাক্স দিলাম, তিনি চুরুট টানিতে টানিতে আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি যে জাহাজে প্রথম শিক্ষানবিসী করিয়াছিলেন, সেই জাহাজের কথা তুলিলেন। আমার স্মরণ হইল, সেই জাহাজে আমার একটি আত্মীয় চাকরী করিতেন; আমার সেই আত্মীয়কে এই কর্ম্মচারীটি চেনেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনি, কেবল চিনি বলিলেই চলে না, তাঁহার সহিত আমার যথেষ্ট বন্ধুত্বও হইয়াছিল, এমন কি, আমার ক্যাবিনে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ্ আছে। আমরা দুজনে এক জাহাজে তিনবার চীনদেশে যাতায়াত করিয়াছি। যদি তাঁহার ফটো

দেখিবার আপনার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আমার ক্যাবিনে চলুন, ফটোগ্রাফ দেখিতে পাইবেন।”

এত কাল পরে একজন প্রিয় আত্মীয়ের ফটো দেখিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না, সহকারী কাপ্তেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। এঞ্জিনঘর ছাড়াইয়া জাহাজের এক কিনারায় তাঁহার ক্যাবিন। ছবিখানি দেখিয়া আমি সেই ক্যাবিনের দরজায় দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলাম। ঠিক সেই সময়ে প্রথম শ্রেণীর আরোহীরা আমাদের মাথার উপর ডেকে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন, সে সকল কথা আমার কাণে প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ ডেকের উপর হইতে একটি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; তাহার পরই একজন পুরুষ সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “কে আছ, রক্ষা কর, মিস্ মে-বোর্ণ জাহাজ হইতে সমুদ্রের জলে পড়িয়া গিয়াছেন।”

আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার দুই হাত দূরেই জাহাজের কিনারার রেলিং। আমি ঐ কথা শুনিবামাত্র, একলম্ফে রেলিং পার হইলাম এবং কোন কথা-চিন্তা না করিয়া কোটটা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া সমুদ্রের দিকে একবার ঝুঁকিয়া পড়িলাম; দেখিলাম, বহুনিম্নে সমুদ্রবক্ষে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় সুন্দরী একবার উঠিতেছেন, একবার ডুবিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রবক্ষে ঝম্ফপ্রদান করিলাম। কথাগুলি লিখিতে এত সময় লাগিল বটে, কিন্তু যে সময় মিস্ মে-বোর্ণের আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় হইতে সমুদ্রবক্ষে আমার লম্ফপ্রদান করিতে যতটুকু সময় লাগিল, তাহা বোধ হয়, কুড়ি সেকেণ্ডের অধিক নয়; কিন্তু এই কুড়ি সেকেণ্ডই আমার নিকট এক যুগ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া দেখিলাম, পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ জাহাজ

আমার পাশ দিয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই বেগ সামলাইতে আমার কিছু সময় লাগিল, আমার নাকে মুখে জল প্রবেশ করিয়াছিল, আমি মুখ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলিলাম। একে রাত্রিকাল, তাহার উপর এই ভীষণ সমুদ্র, কেবল নক্ষত্রের আলোক তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া সমুদ্র-বক্ষের ভীষণতা আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

সমুদ্রে পড়িয়া প্রথমে আমি যুবতীর কোন সন্ধান পাইলাম না, চারি-দিকে চাহিয়া কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; ভাবিলাম, তিনি হয় ত তলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইলাম, একটি পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গের মাথার উপর তিনি ভাসিতেছেন। আমি জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য সাঁতরাইতে লাগিলাম; কিন্তু সেই ভীষণ তরঙ্গ প্রতিহত করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে কিছু সময় লাগিল; সেই সময়টুকু আমার নিকট অনন্ত কাল বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক, বহু কষ্টে আমি তাঁহার নিকটে আসিয়া বামহাত প্রসারিত করিয়া তাঁহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলাম; দেখিলাম, যুবতীর তখনও জ্ঞান আছে এবং তিনি ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সাঁতরাইতে জানেন?"

যুবতী বলিলেন, "ভাল জানি না। আমি ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি।"

আমি বলিলাম, "আমার পিঠে ভর দিয়া সাঁতরাইতে থাকুন, ভয় পাইবেন না, আমাদের উদ্ধারের জন্য জাহাজ হইতে বোধ হয় শীঘ্রই বোট আসিবে।"

মিস্ মে-বোর্ণ আর কোন কথা না বলিয়া আমাকে ধরিয়া অল্প অল্প সাঁতরাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভার ক্রমে আমার অসহ্য হইয়া

উঠিল। আমার আশঙ্কা হইল, যদি অবিলম্বে আমাদের কাছে বোট না আসে, তাহা হইলে আমরা দুই জনেই ডুবিয়া মরিব।

জাহাজ পূর্ব্বেই থামাইয়াছিল; অল্পক্ষণ পরে আমি দাঁড়ের ঝুপ-ঝাপ শব্দ শুনিতে পাইলাম; সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেনের সহকারী বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখা যাইতেছে, শীঘ্র বোট চালাও।"

আমি আমার সঙ্গিনীকে বলিলাম, "আর তিন চারি মিনিট যদি আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে বাঁচিবার আশা আছে।"

আমার সাঙ্গিনী বলিলেন, "আমার শরীর বড় অবসন্ন বোধ হইতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, বোধ হয়, বোট আসিতে আসিতে ডুবিয়া যাইব।"

আমার সঙ্গিনীর বস্ত্রাদি ভিজিয়া অত্যন্ত ভারী হইয়াছিল, কাপড়ের বোঝা সমেত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইল, তাহার উপর বরফভাঙ্গা শীতল স্রোত ক্রমাগত আমাদের অঙ্গে আঘাত করায় সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; শেষ আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না, আমার সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া দিলাম। ছাড়িয়া দিবামাত্র আমার সঙ্গিনী অতলস্পর্শ সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন। আমার মনে অত্যন্ত অনুতাপের সঞ্চার হইল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিলাম এবং আমার সঙ্গিনীর কেশরাশি আঁকড়াইয়া ধরিয়া তরঙ্গের উপর মাথা তুলিলাম; দেখিলাম, আমার সঙ্গিনীর চেতনা-লোপ হইয়াছে, কিন্তু তখনও বোট প্রায় ত্রিশ গজ দূরে। দেখিলাম, বোটের মাল্লারা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া আমাদের কাছে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জলের উপর দিয়া বোট যত বেগেই আসুক, ত্রিশ গজ আসিতে বড় কম সময় লাগে না, তাহার উপর সমুদ্র-তরঙ্গের সেই উদ্দাম নৃত্য। আমি সেই সংজ্ঞাহীনা যুবতীকে কতক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিব?

ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, প্রত্যেক সেকেণ্ড আমার নিকট শতবর্ষের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু আমি স্থির করিলাম, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, ডুবিতে হয়, দুজনেই ডুবিব, এবার আর আমার সঙ্গিনীকে ছাড়িব না। আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল, কেবল কর্ণ তখনও সজাগ রহিল। মনে হইল, বোট খুব নিকটে আসিয়াছে। বোটের উপর হইতে একজন কর্ম্মচারী বলিলেন, "আর কয়েক সেকেণ্ড ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন, তাহা হইলেই আপনারা উভয়ে নিরাপদ্ হইবেন।"

আরও কয়েক সেকেণ্ড চলিয়া গেল; কয় সেকেণ্ড, তাহা বলিতে পারি না, সময়ের পরিমাণ করিবার তখন আমার শক্তি ছিল না, আমার চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছিল,প্রবল শক্তিও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল,কেবল কাণে গেল,—"স্ত্রীলোকটিকে আগে উঠাও।" আর কোন কথা আমার স্মরণ নাই। মনে হইল,আমার অসাড় হস্ত হইতে যুবতী সমুদ্রগর্ভে খসিয়া পড়িলেন এবং আমার অবসন্ন জড়প্রায় দেহ সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতে লাগিল। মায়ের কোলে শিশুসন্তান যেমন নিদ্রিত হইয়া পড়ে,আমিও সেইরূপ নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন এমন সময় কে যেন আমাকে ধরিয়া তুলিল। তার পর আর আমার সংজ্ঞা রহিল না।

চেতনার সঞ্চার হইলে দেখিলাম, আমি জাহাজের উপরেই আছি, কিন্তু জাহাজের যে কোণে আমি আড্ডা লইয়াছিলাম, সেখানে নাই। একটি সুন্দর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্যাবিনে কে আমাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে। চক্ষু মেলিয়াই আমি দুই জন লোককে দেখিতে পাইলাম; তাহারা আমার শয্যা-প্রান্তে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল; ইহাদের একজন আমার

সমবয়স্ক, আর একজন প্রৌঢ়, মিস্ মে বোর্ণের সহিত অনেক সময় তাঁহাকে একত্র বেড়াইতে ও গল্প করিতে দেখিয়াছি।

আমার চেতনাসঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া আমার সমবয়স্ক যুবকটি,—(পরে জানিতে পারিলাম, তিনি জাহাজের ডাক্তার) আমাকে বলিলেন, "এখন আপনি কেমন আছেন?"

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "খুব ভাল আছি, কেমন করিয়া বলিব? তবে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই বোধ হয়, অনেকটা সুস্থ হইতে পারিব।"

হঠাৎ পূর্ব্বকথা আমার মনে পড়িল, আমি শিহরিয়া কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ কেমন আছেন? জল হইতে তাঁহাকে জাহাজে তুলিতে পারিয়াছিলেন ত?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হাঁ, তাঁহাকে ঠিক সময়েই জাহাজে তোলা হইয়াছিল, তাঁহার শরীর এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, সম্ভবতঃ জীবনের আর আশঙ্কা নাই। তোমার সাহসে ও বীরত্বেই তাঁহার জীবনরক্ষা হইয়াছে, তোমাকে আর কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? জাহাজের লোকগুলি তোমার কত প্রশংসা করিতেছে, তুমি একটু সারিয়া উঠিলেই জানিতে পারিবে।"

এই ভদ্রলোকটি মিস্ মে-বোর্ণের মাতুল, মিস্ মে-বোর্ণ ইংলণ্ডে মামার বাড়ীতে গিয়াছিলেন, ইনি ভাগিনেয়ীকে কেপকলোনিতে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "প্রত্যেক ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিয়াছি, কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট; আশা করি, এ কথা লইয়া আর উচ্চবাচ্য হইবে না। আমি কতক্ষণ এখানে আছি?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "প্রায় বারো ঘণ্টা হইবে, তোমাকে জাহাজে তুলিয়া এইখানেই রাখা হইয়াছে; তুমি বারো ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া-

ছিলে ; এরূপ দীর্ঘকাল তোমাকে অচেতন দেখিয়া আমরা সকলেই বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু ডাক্তার মহাশয়কে ধন্যবাদ, কেবল উহাঁরই চেষ্টা, যত্ন ও চিকিৎসার গুণে তুমি জীবনের রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়াছ।"

ডাক্তার তাঁহার প্রশংসাবাদে লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "এখন এ সকল কথা থাক্, ইহাকে এখন কিছু খাওয়াইতে হইবে।"—ডাক্তার আমার জন্য খানিকটা "বিফ-টি" প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, আমি তাহা গলাধঃকরণ করিয়া একবার উঠিয়া বসিবার ইচ্ছা করিলাম ; কিন্তু ডাক্তার আমাকে উঠিতে দিলেন না, আরও খানিকক্ষণ ঘুমাইতে বলিলেন। আমি আবার নিদ্রিত হইলাম।

দীর্ঘকাল নিদ্রার পর আমি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল হইলাম। আমি কিরূপে মিস্ মে-বোর্ণকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এইবার সে কথা শুনিতে পাইলাম। আমি মিস্ মে-বোর্ণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িবামাত্র কাপ্তেন জাহাজ থামাইবার জন্য কলঘরে গিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় কাপ্তেনের প্রধান সহকারী কয়েক জন খালাসী সংগ্রহ করিয়া একখানি বোট নামাইবার বন্দোবস্ত করেন, বোটের খালাসীরা জলে নামিয়া প্রথমে আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই, কয়েক মিনিটের পরে আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা বেগে আমাদের নিকট বোট লইয়া যায়। তাহারা প্রথমে মিস্ মে-বোর্ণকে বোটে তুলিয়া লয়, সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না, ক্রমে আমিও অচেতন হইয়া পড়ি, আমি বোধ হয় আর এক মুহূর্ত্ত পরে সমুদ্রগর্ভে তলাইয়া যাইতাম ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে খালাসীরা আমাকে টানিয়া বোটে তুলিয়া জাহাজে লইয়া আসে। জাহাজের কাপ্তেন খোলা ডেকের উপর আমাকে না রাখিয়া এই ক্যাবিনটি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন।

মিস্ মে-বোর্ণের মামা ও ডাক্তার আমার নিকট হইতে প্রস্থানের পর আমি কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, বলিতে পারি না, নিদ্রাভঙ্গে আমি উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ডাক্তার আসিয়া আরও কয়েক ঘণ্টা আমাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। ডাক্তারের উপদেশানুসারে সে দিন আমি আর উঠিলাম না।

পরদিন প্রভাতে প্রাভাতিক ভোজনের পর ডাক্তার আসিয়া আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনি এখন কেমন আছেন? বোধ হয়, আপনার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এখন আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি, আর শুইয়া থাকিতে পারিতেছি না, উঠিয়া একবার বেড়াইতে ইচ্ছা হইতেছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহাতে আমার আর আপত্তি নাই, কিন্তু উঠিবার পূর্ব্বে আপনার কিছু খাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু আহারের ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তারের আদেশে একজন খানসামা একখানা ডিসে কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিল। আহারের পর ডাক্তার বলিলেন, "আপনি এখন ডেকে চলুন, মহিলাগণ আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, আপনার কথা ভিন্ন তাঁহাদের মুখে অন্য কথা নাই।"

আমি বলিলাম, "এ কথা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম, আমার কথা লইয়া এত আন্দোলন আলোচনা হইতেছে, শুনিয়া আমি বড়ই কুণ্ঠিত হইতেছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "ইহাতে কুণ্ঠিত হইবার কি কারণ আছে? মিঃ ম্যানষ্টোন কতবার যে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আপনি তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আপনার

প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, আপনাকে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না।”

আমি জিজ্ঞসা করিলাম, “মিঃ ম্যান্‌ষ্টোন কে? আমি ত তাঁহাকে চিনি না।”

ডাক্তার বলিলেন, “তিনি মিস্ মে-বোর্ণের মামা, আমার সঙ্গে সে দিন তিনি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই ভদ্রলোকটিকে মিস্ মে-বোর্ণের সঙ্গে আপনি ডেকের উপর অনেক সময় বেড়াইতে দেখিয়াছেন।”

আমি বলিলাম, “এখন তাঁহাকে চিনিয়াছি, পূর্ব্বে আমি তাঁহার নাম শুনি নাই। আপনি তাঁহাকে বলিবেন, এই তুচ্ছ কথা লইয়া তিনি কোন-রূপ আন্দোলন না করেন। আমি তাঁহাদের যে উপকার করিয়াছি,এ জন্য যদি তাঁহারা আমাকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি এই পুরস্কার চাই যে. তাঁহারা এ সকল কথা ভুলিয়া যাউন, ইহাতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব।”

ডাক্তার সবিস্ময়ে বলিলেন, “দেখিতেছি, আপনি অদ্ভুত লোক। আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহা করিয়া অনেকেই রয়াল হিউমেন সোসাইটীর পদক লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত; অনেকে অন্য পুরস্কারলাভের ইচ্ছাও ত্যাগ করিত না।”

আমি বলিলাম, “ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু আমি ভিন্ন-রুচির লোক। এ ভাবে আমি পুরস্কৃত হইতে ইচ্ছা করি না; আমাকে লইয়া আন্দোলন আলোচনা যত কম হয়, তাহাই আমার বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক এ সকল কথার আর কাজ নাই। আশা করি, মিস্ মে-বোর্ণ এখন বেশ সুস্থ হইয়াছেন।”

ডাক্তার বলিলেন,“হাঁ,তিনি এখন উঠিয়া চলিতে পারিতেছেন। তিনি

আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, আশা করি, তাহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না।"

আমি বলিলাম, "না, সে জন্য আপনি ভয় করিবেন না। তবে তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেই আমি সুখী হইব, আমার কথা লইয়া কোনরূপ হৈ চৈ করা আমি পছন্দ করি না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি মে-বোর্ণের প্রাণরক্ষা করিয়া যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন, পৃথিবীতে তাহা সুলভ নহে। এ অবস্থায় আপনার কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বড়ই বিচিত্র বোধ হইতেছে।"

আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া ক্যাবিনের বাহিরে আসিবার জন্য উঠিয়াছি, এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন মিস্ মে-বোর্ণের মাতুলকে সঙ্গে লইয়া আমার ক্যাবিনে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন বলিলেন "মিঃ রেক্সফোর্ড, আশা করি, আপনি ভাল আছেন।"

আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ মহাশয়, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। ডাক্তার আমাকে উঠিয়া বেড়াইবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। আমি মনে করিতেছি, জাহাজে আমি যেখানে ছিলাম, আজই সেই স্থানে যাইব।"

কাপ্তেন বলিলেন, "এই বিষয় লইয়াই আমি আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। প্রথম কথা এই যে, পরশ্ব রাত্রে আপনি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জাহাজের আরোহিগণ, এমন কি, মাঝি-মাল্লারা পর্য্যন্ত ধন্য ধন্য করিতেছে। আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত জাহাজে কাপ্তেনী করিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও এমন বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখি নাই। আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের সকলেরই হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এ জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, আপনি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে অন্য কোন কথা বলিবেন না। ইতিমধ্যে

আমি এত 'প্রশংসা লাভ করিয়াছি যে, তাহার অতিরিক্ত প্রশংসার আমি অধিকারী নহি।"

মিস্ মে-বোর্ণের মাতুল মিঃ ম্যান্‌ষ্টোন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন,"তুমি যাহা করিয়াছ, সেই জন্য আমি ও আমার ভাগিনেয়ী উভয়েই যদি তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ না দিই, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় পদার্পণ করিয়াই তোমার এই অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বের আমূল বিবরণ আমার ভগ্নীপতির গোচর করিব।"

কাপ্তেন বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, মিঃ ম্যান্‌ষ্টোন যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন, তিনি তাহা করিবেন সন্দেহ নাই। আপাততঃ আমার অনুরোধ এই যে, আপনি যত দিন জাহাজে থাকিবেন, এই ক্যাবিনেই বাস করুন। আপনি আপনাকে প্রথম শ্রেণীর আরোহী বলিয়াই মনে করিবেন, আমাদের জাহাজের কোম্পানীর পক্ষ হইতে আমি আপনাকে এ অনুরোধ করিতেছি, অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

মিঃ ম্যান্‌ষ্টোন বলিলেন, "আমি এ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করি।"

আমি কি উত্তর দিব,ভাবিয়া পাইলাম না। আমি এই জাহাজে আশ্রয় লইয়া পলাতক নরহন্তার ন্যায় গোপনে দেশান্তরে পলাইতেছি, আমাকে লইয়া জাহাজে সকলে যেরূপ হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আমার ধরা পড়িবার আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে ছদ্ম-নাম ধারণ করিয়াই যে বাঁচিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষণকাল চিন্তার পর আমি বলিলাম,"আমার প্রতি আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিতেছেন, সেই জন্য আপনাদিগকে উপযুক্ত ধন্যবাদদানের ভাষা আমার নাই। আমি আপনাদের নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ, তাহা আমি

প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, আমার প্রতি আপনারা যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জাহাজে আমি যে স্থানে পূর্ব্বে বাস করিতেছিলাম, আমি সেই স্থানেই বাস করিতে চাই, ইহাতে আপনারা আপত্তি করিবেন না। আমি বিশেষ কোন কারণেই ডেকের টিকিট লইয়াছিলাম, এখন স্থান-পরিবর্ত্তনে আমার ইচ্ছা নাই।"

কাপ্তেন বলিলেন, "কিন্তু আমরা আপনার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ আছি, সেই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের উপলক্ষ্য হইতে আপনি কেন আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চান? কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে নিশ্চয়ই আমাদের অধিকার আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনারা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমাকে প্রথম শ্রেণীর আরোহীরূপে গণ্য করিয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন, আপনাদের গুণগ্রাহিতা আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ইহার অধিক আপনারা আর কিছু চাহিবেন না।"

মিস্ মে-বোর্ণের মামা বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত অধিক বিনয়ী, এত বিনয়ী ভাল নয়।"

আমি যাহাতে সেই ক্যাবিন পরিত্যাগ না করি, এ জন্য কাপ্তেন ও মিস্ মে-বোর্ণের মামা আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন. কিন্তু আমি কোনরূপেই তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। যখন তাঁহারা দেখিলেন, আমি কোন মতেই আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না, তখন তাঁহারা আমার সহিত করকম্পন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার কতকগুলি কাপড় লইয়া সেই কামরায় উপস্থিত হইলেন, আমাকে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক্সফোর্ড, আপনার পরিচ্ছদ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমার ইচ্ছা, আপনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই পরিচ্ছদ পরিধান করুন। আপনার শরীর ও আমার শরীরের

গঠন প্রায় একরূপ; সুতরাং আমার পরিচ্ছদ আপনার বেমানান হইবে না। পোষাক করিয়া আপনি ডেকে চলুন, ডেকের খোলা বাতাসে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন।”

আমি ডাক্তারের পোষাকে সজ্জিত হইয়া তাঁহার সহিত ক্যাবিন ত্যাগ করিলাম। ডাক্তারের পোষাক আমার গায়ে ঠিক লাগিয়াছিল। আমি ডেকে উপস্থিত হইবামাত্র আরোহীরা মহা সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন ও শতমুখে আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি যেন জাহাজের সকল লোকের প্রাণ বাঁচাইয়াছি।

আরোহিগণের ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া পুলক-কম্পিত-বক্ষে আমি পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম এবং ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলাম। অল্পক্ষণ পরে কাপ্তেনের প্রধান সহকারী আমার নিকটে আসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন কথাতেই আমার মন লাগিতেছিল না, আমি ক্রমাগত ভাবিতেছিলাম, জাহাজের লোকগুলি যদি কোন উপায়ে আমার গুপ্ত ইতিহাস জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কি মনে করিবে? বিশেষতঃ সকল কথা শুনিলে মিস্ মে-বোর্ণের মনে আমার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা জন্মিবে, তাহা ভাবিয়াই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কুণ্ঠিত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্ণে আমি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া চুরুট টানিতেছি ও অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় হরিকেন ডেকের উপর মিস্ মে-বোর্ণকে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম। তিনি ক্ষণকাল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তার পর ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মিস্ মে-বোর্ণ আমার নিকট আসিবামাত্র আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রসারিত-করে তাঁহার করগ্রহণ করিলাম। তিনি গম্ভীর-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"মিঃ রেক্সফোর্ড,পরশু রাত্রে আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আজ এই প্রথম আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। আপনার অনুগ্রহেই আমি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, এ কথা কখনও ভুলিতে পারিব না; আমি যত দিন বাঁচিব, পরমেশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিব।"

মিস্ মে-বোর্ণের এ কথার কি উত্তর দিব,তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাহা হউক, সময়োচিত দুই একটি কথা বলিয়া, তিনি কিরূপে জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

মিস্ মে-বোর্ণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কি রকম করিয়া যে সমুদ্রে পড়িলাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিন সন্ধ্যার সময় আহারাদির পর হরিকেন ডেকের রেলিঙে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া মিস্ ডর্সলি ও মিঃ স্পাইলারের সহিত গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় কাঠের রেলিং

বোধ হয় আমোরে ভরে ভাঙ্গিয়া গেল; নীচেই সমুদ্র, সঙ্গে সঙ্গে আমি জলে পড়িলাম; জলে পড়িয়া ক্ষণকাল পরে আমি ভাসিয়া উঠিলাম; ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজ পূর্ণবেগে আমার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে আপনি আমার সাহায্যের জন্ত সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িলেন, তখন আমার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। আপনি না থাকিলে সমুদ্র হইতে আমার উঠিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; সমুদ্রগর্ভেই আমার দেহ সমাহিত হইত, এই চিন্তাও আমার পক্ষে দুঃসহ।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে মিস্ মে-বোর্ণের সর্ব্বাঙ্গ বায়ু-তাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্তায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "আপনি মৃত্যুমুখ হইতে যেরূপ রক্ষা পাইয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে পুনর্জন্ম বলিতে হইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম, বোট আমাদের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই আমরা তলাইয়া যাইব; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এমন বিপদের মধ্যেও আপনি অত্যন্ত অচঞ্চল ছিলেন।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়িয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া লাভ কি? যাহা হউক, আমার পিতা যখন আপনার এই অপূর্ব্ব সাহসের কথা শুনিবেন, তখন তিনি আপনার নিকট কিরূপ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ভিন্ন তাঁহার পুত্র-কন্তা কেহই নাই; যদি আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তিনি যে সেই শোক সংবরণ করিতে পারিতেন, ইহা আমার মনে হয় না।"

আমি বলিলাম, "পরমেশ্বর যে আমাকে আপনার প্রাণরক্ষার উপলক্ষ্য করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইহা আমার পরম ভাগ্যের কথা, এ জন্ত আমি তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি যাহা করিতে পারিয়াছি, তাহা এমন গুরুতর ব্যাপার বলিয়া আপনারা কেন মনে

করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যাহা করিয়াছি, সেরূপ সঙ্কটকালে প্রত্যেক ভদ্রলোকই তাহা করিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন,"না, সকলে তাহা করিতে পারিত না, পরের জন্য নিজের জীবন এ ভাবে বিপন্ন করিবার শক্তি সকলের নাই। আপনি যাহাই মনে করুন, আপনি এ কথা নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনি মে-বোর্ণের জীবন দান করিয়াছেন, ইহা কখনও ভুলিবার কথা নহে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক বাদানুবাদ না হওয়াই আমার বাঞ্ছনীয় মনে হইল; কিন্তু একটা কথা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল। মিস্ মে-বোর্ণের মুখ আমার অপরিচিত নহে, কিন্তু কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে না পারিয়া সে কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনাকেও আমি ঠিক এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম। আপনার মুখ আমার অপরিচিত নহে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, স্মরণ হইতেছে না। আমরা যে দিন জাহাজে আসি, তাহার পূর্ব্বদিন আমার এক মামার বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ী সাউদামটনের কয়েব মাইল দূরে অবস্থিত। সমস্ত দিন ঘুরিয়া পরিশ্রান্তভাবে রাত্রি দশটার সময় আমি শয়ন করি; শয়ন করিবামাত্র আমার নিদ্রাকর্ষণ হয়। যখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল,তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা; জাগিয়া আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম, সম্মুখের প্রাচীরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, সেখানে একটি যুবকের মলিন মুখ দেখিতে পাইলাম। যুবকটি একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া ছিল। আমার মনে হইল, আমি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, না হয় ঘরে ভূত আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল, আমি আর তাহা দেখিতে পাইলাম না, তাহার পর হইতে ক্রমাগত আমার মনে হইয়াছে, এই যুবকের

মুখ কি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি ? তাহার মুখ যে আমার পরিচিত, ইহা কোনরূপেই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তাহার পর এই জাহাজে উঠিয়া যে দিন প্রথম আপনাকে দেখিতে পাইলাম, সে দিন আপনার মুখ দেখিবামাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কারণ, পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নঘোরেই হউক আর জাগিয়াই হউক, যে মুখ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তাহার সহিত আপনার মুখের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, আপনিই সেই যুবক। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের আপনি কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি ?"

আমি বলিলাম, "এ অতি অদ্ভুত রহস্য, আমি ইহার কোন কারণই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আপনার মুখ কোথায় দেখিয়াছি, বলি শুনুন। আপনি যে দিনের ঘটনা বলিলেন, সে দিন রাত্রে আমি লণ্ডনের রাজপথ দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ আমার সম্মুখে কয়েক হাত দূরে, শূন্যে বায়ুমণ্ডলে, আপনার মুখ উদ্ভাসিত দেখিতে পাইলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, তাহার পর জাহাজে চাপিয়া আপনাকে দেখিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই মুখখানি আপনার ভিন্ন আর কাহারও নহে। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা জীবনে সচরাচর ঘটে না।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "পরমেশ্বর হয় ত এইরূপে কোন বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি. সকল সময় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমার রক্ষার জন্যই যে আপনি বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়া, এই জাহাজে আসিয়াছিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

মিস্ মে-বোর্ণের সহিত এইরূপে আলাপের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। প্রথম পরিচয়ের পর তাঁহার সহিত অনেকবার নানা বিষয়ে

আলাপ হইয়াছে। জাহাজের অনেকে মনে করিত, পিতার একমাত্র আদরিণী দুহিতা মিস্ মে-বোর্ণ কিছু উদ্ধতা ও গর্ব্বিতা; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যখনই আমি আলাপ করিয়াছি, তখনই তাঁহাকে বিনয়ী ও শিষ্টাচারে অভ্যস্তা দেখিয়াছি। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী আমার বড়ই প্রীতিকর বোধ হইত। জীবনে আমি যে কখনও সুখের মুখ দেখিয়াছি, কেহ যে আমাকে সম্মান করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে বা বিশ্বাস করিয়াছে, ইহা স্মরণ হয় না; আমার মধুময় জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম মিস্ মে-বোর্ণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়া আমার হৃদয়-মরুভূমি যেন সহসা সবল ও শীতল হইয়া উঠিল। মিস্ মে-বোর্ণের প্রতি আমার হৃদয়ে যেরূপ শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল, জীবনে কোন স্ত্রীলোককে সে ভাবে শ্রদ্ধা করিতে আমি কখনও শিখি নাই। আমার দুর্ভাগ্য জীবনের সেই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটকালে মিস্ মে-বোর্ণের সদয় ব্যবহার দেখিয়া ও সহৃদয়তাপূর্ণ কথা শুনিয়া কৃতজ্ঞতাভরে এক একবার তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইত। যদি আমি জাহাজের কাপ্তেনের প্রধান সহকারীর কক্ষে আমার পুরাতন বন্ধুর ফটো দেখিতে না যাইতাম, তাহা হইলে মিস্ মে-বোর্ণের সমুদ্রে পতনের সময় তাঁহার কাতর আর্ত্তনাদ আমি শুনিতে পাইতাম না; সুতরাং তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টায় সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িবারও সুযোগ পাইতাম না; মিস্ মে-বোর্ণ সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় সমুদ্রগর্ভেই প্রাণত্যাগ করিতেন। আমার অদৃষ্টের গতি-পরিবর্ত্তনের ইহাই একটি উপলক্ষ্য ?

এই জাহাজের কাপ্তেন আমার ব্যবহারের জন্য একটি ক্যাবিন ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেও তাঁহার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ আমি রক্ষা করিলাম না দেখিয়া জাহাজের আরোহিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; আমি কি কারণে যে কাপ্তেনের প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম, তাহা তাঁহারা

বুঝিতে না পারিয়া, ইহা আমার নিঃস্বার্থ পরোপকার ও মহত্ত্বের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; আমি পূর্ব্ববৎ ডেকের আরোহী থাকিলাম বটে, কিন্তু আমার প্রতি জাহাজের সকল লোকই এমন সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, সে জন্য সময় সময় আমি বড় কুণ্ঠা বোধ করিতাম, আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর কামরা ছাড়িয়া অনেকেই আমার কাছে আসিয়া বসিতেন এবং আমার সহিত আলাপে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতেন।

একদিন প্রভাতে প্রাভাতিক ভোজনের পর স্বস্থানে বসিয়া আমি ভাবিতেছি,—জাহাজ টেনেরিকে পৌছিলে, লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া সেখানকার পুলিস যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে, তাহা হইলে কি উপায়ে আমি আত্মরক্ষা করিব? কিছুই উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আমার দুশ্চিন্তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; আমি বিষণ্ণভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে কাহার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মিস্ মে-বোর্ণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের কাপ্তেন আমার দিকে আসিতেছেন।"

আমার দিকে হাত বাড়াইয়া মিস্ মে-বোর্ণ সহাস্যে বলিলেন,"নমস্কার মিঃ রেক্সফোর্ড, দেখিতেছি, আপনি প্রকৃতির একজন প্রিয় উপাসক; প্রত্যহ সকালে আপনার দিকে চাহিলেই দেখিতে পাই, আপনি তন্ময় হইয়া সমুদ্রে কি দেখিতেছেন, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ, আমি যে কথা নিজেই জানি না, সে কথার উত্তর আপনাকে কিরূপে দিব?"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনি কিছু দেখিতে

পান,—হয় জলাধীশ বরুণ-দেবকে, না হয় সমুদ্র-বিহারিণী ও সমুদ্রবাহিনী কোন সুন্দরীকে দেখিয়া থাকেন। আপনি যে কিছু দেখেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, "হাঁ, বোধ হয় কিছু দেখি; আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন, আমি কিছু দেখি; কিন্তু কি দেখি? সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হয়, আমার জীবন যেন এই সমুদ্রের মত, অশ্রুর লবণাম্বু-রাশি আমার এই ব্যর্থ জীবনকে যেন কোন্ অকূলে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমি আমার এই ব্যর্থ হতাশ জীবন লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতেছি। শৈশবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু সেখানে টিকিতে পারিলাম না, বিদ্যালয় ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত আমার পরিচয় হইল না, সংসারে মানুষ যাহা চায়—সুখ, স্বচ্ছন্দতা, অর্থ, মান, সম্ভ্রম—এই সকল লাভের জন্য কত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতাম, কিন্তু মরুভূমিতে মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকের মত নিষ্ফল আশার পশ্চাতে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল পরিশ্রান্ত হইলাম, সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, অপমান, লজ্জা, ভয়; পশ্চাতে চাহিলাম, তীব্র অনুশোচনা, গভীর মর্ম্মদাহ, ভীষণ বিভীষিকাময়!—আমি সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের এই সকল নিষ্ফল চিন্তার আলোচনা করি, যেন উন্মুক্ত জলধির বিপুল বিস্তারে আমার দুর্ভাগ্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। এ চিত্র আপনার কেমন বোধ হয়?"

মিস্ মে-বোর্ণ ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বয়স অল্প, আপনার জীবনে এমন কি দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে যে, এই বয়সেই আপনি এত হতাশ ও পরিতপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন? আমি আপনার

যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি, আপনি নিজের উপর সর্ব্বদাই অবিচার করেন।”

আমি বলিলাম, “আপনার এ অনুমান সঙ্গত নহে, এত দুঃখ-কষ্টেও যদি আমার জীবনে ধিক্কার জন্মিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এত দিন আমি বাঁচিতাম না। আমি আমার অতীত স্মৃতি ভুলিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে, ইহাই আমার ক্ষোভের প্রধান কারণ।”

মিস্ মে-বোর্ণ আমার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া আগ্রহ-ভরে বলিলেন, “মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনার কথার ভাবে বোধ হই-তেছে, আপনার জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত বিষাদময় কাহিনীপূর্ণ, সে সকল কাহিনী কি আপনি আমাকে বলিতে পারেন না? বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া যে আমি এ সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না; আমার বিশ্বাস, আমি চেষ্টা করিলে আপনার কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি। আপনি আমাকে কিরূপ কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আপনার কোনরূপ উপকারের চেষ্টা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না? আমি আপনার সকল কথা শুনিতে চাই।”

আমি বলিলাম, “আমার জীবনে এমন কোন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা আপনার নিকট উল্লেখযোগ্য নহে, সেই সকল কথা বাদ দিয়া অন্য সকল কথাই আপনাকে বলিতে পারি। অন্যকে যে সকল কথা বলিতে আমার মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাও আপনাকে বলিতে বাধা নাই, সেই সকল কথা আপনি আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, তবে এইটুকু বলিতে পারি, আমার সকল কথা

শুনিয়া যেন আমার সম্বন্ধে আপনার মনে কোনরূপ মন্দ ধারণা না জন্মে।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "না, তাহা নিশ্চয়ই জন্মিবে না, আপনার সম্বন্ধে আপনি যে সকল কথা বলা সঙ্গত মনে করেন, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারেন।"

তখন আমি আমার বাল্যকাল হইতে আমার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপে তাঁহার গোচর করিলাম, অষ্ট্রেলিয়ায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিলাম, কেবল বারট্রাণ্ডের প্রসঙ্গ গোপন করিলাম। উপসংহারে বলিলাম, 'অষ্ট্রেলিয়ায় আমার দীর্ঘকালের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল দেখিয়া ও আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তির কিয়দংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছি শুনিয়া সেখান হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম, মনে করিলাম, লণ্ডনেই স্থায়ীভাবে বাস করিব, কিন্তু সেখানেও দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলাম না, অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইংলণ্ডও আমার অসহ্য হইয়া উঠিল, সেই জন্য এখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিয়াছি। দেখি, যদি সেখানে কোন সুবিধা করিতে পারি। আমার জীবনবৃত্তান্ত সকলই বলিলাম, আপনিও সকল শুনিলেন, ইহা কি অত্যন্ত বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়া আপনার মনে হয় না?"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনার জীবন-কাহিনী অত্যন্ত দুঃখজনক সন্দেহ কি? মিঃ রেক্সফোর্ড, জন্মাবধি আপনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন দেখিতেছি, আপনার জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম।"

আমি বলিলাম, "জন্মাবধি এমন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিতে অতি অল্পলোককেই দেখা যায়, আমি বড়ই হতভাগ্য।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে চিরদিন কাহারও ভাগ্য প্রতিকূল থাকে না, একদিন আপনি সুখের মুখ দেখিতে পারেন,

আপনার ন্যায় বহুগুণ-সমন্বিত ব্যক্তির এত হতাশ হওয়া উচিত নহে, প্রসন্নমনে ও দ্বিগুণ উৎসাহে জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

আমি হতাশভাবে বলিলাম, "বাল্যকাল হইতে জীবনের সহিত যুদ্ধে আমি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, আমার উৎসাহ উদ্যম সকলই নষ্ট হইয়াছে, এত দিনের চেষ্টাতেও কোন ফল হইল না, বোধ হয়, আর আশা নাই। যাহা হউক, মিস্ মে-বোর্ণ, আপনি যখন বলিতেছেন, তখন আমি আর একবার শেষবার চেষ্টা করিব, যদি ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল-ইচ্ছাই তাহার মূল বলিয়া জানিব। আপনার মুখে যেরূপ আশার কথা শুনিলাম, জীবনে কখনও কেহ আমাকে এ ভাবে আশ্বস্ত করে নাই. আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।"

মিস্ মে-বোর্ণ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না, আমাকে ধন্যবাদ দিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু আপনি আর এ ভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিবেন না। আপনি যদি পুনর্ব্বার হতাশভাবে দিনপাত করেন, তাহা হইলে আমি ভয়ঙ্কর রাগ করিব, আমি এখন চলিলাম, আমার মামা আমাকে ডাকিতেছেন।"

আমি বলিলাম, "বিদায়! পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

মিস্ মে-বোর্ণ প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। আমি স্থির করিলাম, ভবিষ্যতে যদি আমি ধরা না পড়ি, তাহা হইলে নূতন স্থানে গিয়া আমি নূতনভাবে জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিব,—প্রাণপণ পরিশ্রমে জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিব, মনুষ্য-সমাজের মঙ্গল-সাধন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে এবং এইরূপে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, ইহাতে আমি ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিব।"

এই সময় আমরা মাদিরা ত্যাগ করিয়া টেনেরিকের অদূরে উপস্থিত হইলাম, আর দুই দিনের মধ্যেই জাহাজ টেনেরিকে পৌঁছিতে পারিবে, এরূপ বিশ্বাস হইল।

সেই দিন রাত্রে আহারাদির পর চুরুট টানিতে টানিতে আমি শয়ন করিতে চলিলাম, অন্যদিন অপেক্ষা সে দিন একটু সকালে শয়ন করিতে গিয়াছিলাম, রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া ডেকের উপর আসিলাম। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের বিকাশ, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল, আমি ডেকের কিনারায় দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিতে লাগিলাম। সেই সময় সমুদ্রের যে অংশ দিয়া জাহাজ চলিতেছিল, সেই অংশে প্রচুর পরিমাণে ফস্ফরাস্ ছিল, সেই জন্য বোধ হইতে লাগিল, জাহাজ অগ্নিময় তরঙ্গ-রাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, জাহাজের দুই পাশের জলরাশি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই জল মধ্যে মধ্যে ডেকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, অসংখ্য উজ্জ্বল হীরকখণ্ড জাহাজ-গাত্রে প্রতিহত হইয়া প্রতি মুহূর্তে চূর্ণ হইতেছে। অন্ধকারের মধ্যে জাহাজের আকার অনেক বড় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেখিলাম, জাহাজের দক্ষিণাংশে একটি বন্দরে সেই নিশীথ রাত্রে আলোকস্তম্ভগুলি মস্তকে আলোকশিখা ধারণ করিয়া স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে এবং কয়েক জন প্রহরী সেখানে নিঃশব্দে পাহারা দিতেছে। আমাদের জাহাজ তখন ঘণ্টায় ষোল মাইল করিয়া চলিতেছিল। আমি প্রায় একঘণ্টা কাল এই ভাবে দাঁড়াইয়া নৈশ সমুদ্রের মুক্ত শোভা নিরীক্ষণ করিলাম, আমার পুনর্ব্বার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তখন আমি সিঁড়ি দিয়া নীচে আমার শয়নের স্থানে অগ্রসর হইলাম। ঘড়ীতে ঠং করিয়া একটা বাজিয়া গেল; কিন্তু আমি অধিক দূর অগ্রসর

হইবার পূর্ব্বেই একটা ভয়ানক শব্দ করিয়া জাহাজ হঠাৎ থামিল, আমি পড়িতে পড়িতে একটা রেলিং ধরিয়া সামলাইয়া লইলাম।

পরমুহূর্ত্তেই জাহাজে যেরূপ তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত, কিন্তু জাহাজ থামিয়াও থামিল না, মন্থর-গমনে আবার চলিতে লাগিল। ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া এরূপ গণ্ডগোল ও কোলাহলের কারণ জানিবার জন্য আমি কলঘরের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় জনকতক খালাসী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জাহাজ ডুবিতেছে, জাহাজ ডুবিতেছে!" তৎক্ষণাৎ জাহাজের গতিরোধ করা হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখন কর্ত্তব্য কি?

জাহাজের কাপ্তেন উন্মত্তের ন্যায় আমার অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জাহাজের উপর যে যেখানে আছ, সেইখানে স্থিরভাবে থাকো. যে আমার আদেশ অমান্য করিবে, তাহাকেই গুলী করিয়া মারিব।"—তার পর তিনি ছুতার-মিস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া, জাহাজের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরীক্ষার জন্য নীচে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে আরোহীরা সকলেই ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া স্থির রাখা অসম্ভব হইল। আমি সেখানে না দাঁড়াইয়া দ্রুতবেগে হরিকেন ডেকে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া, জাহাজ যে ডুবিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। অল্পক্ষণ পরে মিস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া কাপ্তেন নীচে হইতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহারা কি মতামত প্রকাশ করেন, তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

জাহাজের যে ক্যাবিনে সমুদ্রের নক্সা থাকে, তাহার দ্বারদেশে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল, কাপ্তেন সেইখানে অগ্রসর হইয়া আরোহিগণকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানাইতে হইতেছে যে, এই জাহাজ একটি মগ্ন শৈলে আহত হওয়ায় ইহার তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, জাহাজে আর অধিকক্ষণ বাস করা নিরাপদ্ নহে, শীঘ্রই ইহা ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু আপনারা ভীত বা ব্যাকুল হইবেন না; কারণ, আমাদের এই জাহাজে যতগুলি বোট আছে, তাহাতে সকলেরই স্থান হইতে পারে। কতক্ষণের মধ্যে যে আমাদের জাহাজ পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তবে যে ভাবে জল উঠিতেছে, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে যে জাহাজ ডুবিয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা নাই। টেনেরিক এখান হইতে একশত মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা বোটে চড়িয়া সামান্য পথ অতিক্রম করিতে পারিব, মহিলাগণ সকলেই ডেকের উপর থাকুন, পুরুষেরা সব কামরায় প্রবেশ করিয়া যিনি যে পরিমাণ শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা লইয়া আসুন। রাত্রি যেরূপ শীতল, তাহাতে উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে মুক্ত-সমুদ্রে বোটের উপর বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

কাপ্তেনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুরুষেরা দ্রুতবেগে ক্যাবিনের দিকে ধাবিত হইলেন। আমি একরূপ সন্ন্যাসী বলিলেও চলে, আমার সঙ্গে বিশেষ কোন লটবহর ছিল না। যদি এই বিপদ্‌কালে কাহারও কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, এই ভাবিয়া আমিও ক্যাবিনের দিকে চলিলাম। জাহাজের আরোহিগণ এরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, যিনি যাহার ক্যাবিন পাইলেন, সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমিও একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিলাম; সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় একপার্শ্বে কর্ক-নির্ম্মিত এক্‌জোড়া জামা দেখিতে পাইলাম; আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতবেগে ডেকের দিকে অগ্রসর

হইলাম; চলিতে চলিতে একটি আলোকিত কামরার মুক্তদ্বারপথে দেখিতে পাইলাম, সেই কামরার মধ্যে টেবিলের উপর একটি বৃহদাকৃতি বোতল রহিয়াছে। কামরায় কোন লোক ছিল না, আমি বোতলটি তুলিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ ডেকের দিকে অগ্রসর হইলাম। এই সকল কাজ শেষ করিতে আমার বোধ হয়, এক মিনিট সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দেখিতে পাইলাম, জাহাজ জলের মধ্যে অনেক দূর বসিয়া গিয়াছে, সমুদ্রের জল তাহার প্রায় কানাকানি হইয়া উঠিয়াছে। ডেকের উপরেই আমি মিস্ মে-বোর্ণকে দণ্ডায়মান দেখিলাম, তিনি একটি আট বৎসর-বয়স্কা বালিকার হাত ধরিয়া কম্পমান-হৃদয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। এই বালিকাটি বেলী নাম্নী একটি বিধবার একমাত্র সন্তান; মিস্ মে বোর্ণ এই বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

আমি মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ, আমি একটা ক্যাবিনের মধ্যে এই সকল গরম কাপড় পাইয়াছি; আর সময় নাই, আপনি শীঘ্র কতকগুলা কাপড় পরিয়া লউন, সকলের উপর এই কর্কের জ্যাকেটটি পরুন, দৈবাৎ জলে পড়িলে ডুবিবার ভয় থাকিবে না; আরও একটি কর্কের জ্যাকেট আছে, তাহা এই মেয়েটির গায়ে হইবে না, কিন্তু ইহা উহার কাঁধে জড়াইয়া দিলে যথেষ্ট উপকারের আশা আছে, উহার গায়ে আমি সেই জ্যাকেটটি জড়াইয়া দিতেছি।

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনি কি করিবেন? কর্কের আর একটা জামা আপনি খুঁজিয়া আনুন, নতুবা আপনি বিপন্ন হইতে পারেন।"

মিস্ মে-বোর্ণের কথা শেষ হইতে না হইতে আর একটা শব্দ হইল। বোধ হইল, জলের তোড়ে জাহাজের নীচে কিয়দংশ ফাঁসিয়া গেল, তাহার পর জাহাজ দ্রুত ডুবিতে লাগিল। দেখিলাম, বোটের জন্য আর

অপেক্ষা করিলে চলে না, আমি আমার সঙ্গিনীদ্বয়কে টানিয়া লইয়া জাহাজের কিনারায় আসিলাম। তখন জল ডেকের প্রায় সমান হইয়া আসিয়াছিল। আমি মিস্ মে-বোর্ণকে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িতে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া জলে পড়িলেন, কিন্তু সেই আট বৎসরের মেয়েটি কোন মতেই লাফাইয়া পড়িতে সম্মত হইল না, সে কয়েক হাত দূরে সরিয়া গিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, "ও মা, কোথায়, মা কোথায়" বলিয়া আকুলভাবে চারিদিকে চাহিল। আমি দেখিলাম, আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না; আমি উভয় হস্তে তাহার কটিদেশ ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; তাহার পর স্বয়ং সমুদ্রবক্ষে লম্ফপ্রদান করিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই সকল কাজ শেষ হইয়া গেল।

জলে পড়িয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম;—দেখিলাম, প্রকাণ্ড জাহাজ ডুবিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। জাহাজের ডেক পর্য্যন্ত ডুবু ডুবু হইয়াছে। আমি সন্তরণ করিয়া আট দশ হাত দূরে না যাইতেই জাহাজ ডুবিয়া গেল, সেই সঙ্গে আমিও জাহাজের দিকে আকৃষ্ট হইলাম। প্রথমে কিছু দূর ডুবিলাম, কত দূর ডুবিয়াছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে এ কথা নিশ্চয় যে, আর একটু অধিক ডুবিলেই আর উঠিতে পারিতাম না।

জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল কতকগুলা ভাঙ্গা তক্তা ভাসিতেছে। বোটের সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন দিকে একখানি বোটও দেখিতে পাইলাম না; জাহাজের অন্য কোন আরোহীকেও দেখা গেল না। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কি জলমগ্ন হইয়াছে?—এ চিন্তাও আমার নিকট দুঃসহ বোধ হইল। আমি ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতে করিতে কয়েক হাত দূরে আমার

সঙ্গিনীদ্বয়কে দেখিতে পাইলাম। যদি তাহাদের গাত্রে কর্কের জ্যাকেট না থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ তাহারা নিশ্চয়ই ডুবিয়া যাইত। আমি সাঁতরাইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম।

মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, এখন আমরা কি করিব? এ মেয়েটি বোধ হয় বাঁচিবে না, ও অত্যন্ত হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, অথচ কোন দিকে বোট দেখিতে পাইতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আরও কিছুক্ষণ সাঁতরাইতে হইবে, আপনাদের অঙ্গে যে জ্যাকেট আছে, তাহার সাহায্যে ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন, ভয় করিবেন না। আমরাই যে কেবল তিন জন জলে পড়িয়াছি, এরূপ অনুমান হয় না, বোধ হয়, আরও অনেকে আমাদের মত জলে পড়িয়া সাঁতরাইতেছে।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "মামা কোথায়, মামা? তিনিও কি জলে পড়িয়াছেন? হায় হায়! এ কি হইল, পরমেশ্বর কি করিলেন!"

আমি এ কথার আর কি উত্তর দিব? নিঃশব্দে নৌকার সন্ধানে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। কর্কের জামা গায় থাকায় আমার সঙ্গিনীদ্বয় বিনা চেষ্টায় ভাসিতে লাগিল, কিন্তু দীর্ঘকাল এমন অসহায়ভাবে সমুদ্রে ভাসিলে গুরুতর বিপদের আশঙ্কা, এ ভাবে তিল তিল করিয়া মৃত্যু-হওয়া অপেক্ষা একেবারে ডুবিয়া মরা অনেক ভাল; কিন্তু আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া মিস্ মে-বোর্ণকে অধিকতর আতঙ্কিত করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমি এক হস্তে বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম, "ঠিক যে স্থানে জাহাজ ডুবিয়াছে, সাঁতরাইয়া চলুন সেই স্থানে যাই। সেখানে কোন বোট থাকিলেও থাকিতে পারে, অন্ততঃ যদি একটা মাস্তুল কি কোন তক্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার উপর নির্ভর করিয়া হাঁপ ছাড়িতে পারিব।"

সে সময় আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমার বর্ণনা করিবার শক্তি নাই, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। প্রায় পনের মিনিট কাল আমরা জীবন্মৃত অবস্থায় লক্ষ্যহীনভাবে কখনও ডুবু ডুবু হইয়া, কখনও ভাসিয়া সন্তরণ করিলাম; কিন্তু নিকটে বা দূরে আর জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ পাইলাম না, এমন কোন কাষ্ঠখণ্ডও দেখিলাম না, যাহার উপর ভর দিয়া আমরা তিনটি প্রাণী ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পারি। আমরা জীবনাশায় হতাশ হইয়া, আমাদের অন্তিমকাল সমাগতপ্রায় ভাবিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছি, এমন সময় অদূরে কি একটা শাদা জিনিস দেখিতে পাইলাম। মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। নিকটে গিয়া দেখিলাম, একখানি বোট জলে ডুবিয়া উল্টা হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আমরা ব্যগ্রভাবে বাহু বিস্তার করিয়া তাহার তলদেশ চাপিয়া ধরিলাম। বোটখানি নিতান্ত ছোট নহে,তাহার তলদেশ জলের উপর জাগিতেছিল, আমরা কোনরূপে তাহার উপর উঠিয়া বসিলাম ও বালিকাটিকে তাহার উপর টানিয়া তুলিলাম। বুঝিলাম, শীঘ্র আর আমাদের ডুবিবার আশঙ্কা নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বোটের উল্টা পিঠে বসিয়া আমরা কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিলাম। আমরা এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারিলাম না,তখন পর্য্যন্ত বালিকা বেলীর সংজ্ঞাহীন দেহ আমার ক্রোড়ে ছিল। পাছে সে জলে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে আমি তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাই নাই। আমরা বসিয়া বসিয়া চারিদিকে দখিতে লাগিলাম, জাহাজের বিভিন্ন অংশ আমাদের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু মনুষ্যদেহ একটিও দেখিতে পাইলাম না। একটি ভাঙ্গা দাড় ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি আবার জলে নামিয়া তাড়াতাড়ি তাহা ধরিলাম ; এই ভাঙ্গা দাঁড়ই অকূল সমুদ্রে বোট চালাইবার একমাত্র অবলম্বন হইল।

কিন্তু বোটের উল্টা পিঠে কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায় ? বুঝিলাম, জাহাজের অন্যান্য সঙ্গীরা যে ভাবে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে, আমাদিগকেও অবিলম্বে সেই ভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা তিনটি প্রাণী এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কিছুমাত্র আহার্য্য দ্রব্য বা পানীয় জল নাই। এ অবস্থায় দুই এক দিনও আমাদের প্রাণধারণের আশা নাই। আমাদের একমাত্র ভরসা, প্রভাতে কোন জাহাজ আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া যদি অনুগ্রহ করিয়া তুলিয়া লয় ; কিন্তু এ সকল পথে সর্ব্বদা জাহাজ গতিবিধি করে না।

অনেকক্ষণ পরে মিস্ মে-বোর্ণ প্রথমে কথা কহিলেন ;—বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আমাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, এই মেয়েটির শুশ্রূষা

করিতে না পারিলে ইহাকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব হইবে। উহার চৈতন্য সম্পাদন করা যায় কিরূপে?"

আমি বলিলাম, "আমরা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না। মেয়েটি অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, সহজে যে উহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে, তাহা বোধ হয় না, কিন্তু আর সময় নষ্ট করা হইবে না।"

আমি বালিকাকে আমার কোল হইতে নামাইয়া নৌকার উল্টা পিঠে যে সংকীর্ণ স্থানটুকু ছিল, তাহার উপর রাখিলাম। তাহার পর আমরা উভয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার হাত, পা, বুক, পিঠ ডলিতে লাগিলাম। যে যে উপায়ে চেতনাসঞ্চার করিতে হয়, তাহা সকলই অবলম্বন করিলাম, কিন্তু কোন ফল পাইলাম না। হঠাৎ সেই মদের বোতলটার কথা আমার মনে পড়িল, ক্যাবিন হইতে তাহা লইয়া আমি পকেটে পূরিয়াছিলাম; পকেটে হাত পূরিয়া দেখিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তাহা পকেটেই আছে, সন্তরণের সময় তাহা পকেট হইতে বাহির হইয়া জলে পড়ে নাই। বোতলটা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ছিপি খুলিলাম, বোতল হইতে কিছু পরিমাণ মদ্য হাতে ঢালিয়া তাহাতে জিহ্বা স্পর্শ করিলাম;—দেখিলাম, জিনিসটা খারাপ হয় নাই, তাহার স্বাদ অবিকৃত আছে। স্বাদে বুঝিলাম, ইহা ফরাসী দেশে প্রস্তুত অতি উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডী। আমি বালিকার মুখ খুলিয়া তাহার মুখের মধ্যে প্রায় এক আউন্স ব্রাণ্ডী ঢালিয়া দিলাম,তাহার পর বোতলের কর্ক আঁটিয়া পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিলাম।

মিস মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আপনারও দুই এক আউন্স খাওয়া উচিত।"

আমি বলিলাম, "ইহা এখন আমাদের নিকট মহামূল্যবান্ সামগ্রী, আমি এত পরিশ্রান্ত হই নাই যে, ইহার কিয়দংশ পান করিয়া ভবিষ্যতের

সঞ্চয় নষ্ট করিব। বরং আপনি একটু খান।"—মিস্ মে-বোর্ণকেও একটু ব্রাণ্ডী পান করাইলাম।

কয়েক মিনিট পরে মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আমার শরীর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে, বালিকাটিও বোধ হয় অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, আসুন, আর একবার উহার হাত, পা, বুক, পিঠ ডলিয়া দিই।"

কিয়ৎকাল বালিকার শুশ্রূষা করিতে করিতে বালিকার চেতনা-সঞ্চার হইল, কিন্তু দেখিলাম সে অত্যন্ত দুর্ব্বল; এই ভয়ানক বিপদে আমাদের দেহই যখন ক্লান্তিভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন সেই আট বৎসরের শিশুর অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভবযোগ্য।

কতক্ষণ আমরা সেই রাত্রে বোটের উল্টা পিঠে বসিয়া ছিলাম, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না; রাত্রিটুকু শতাব্দীর ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। আমরা নীরবে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কতবার মনে হইল, এ কাল-রাত্রির আর অবসান হইবে না, প্রভাত-সূর্য্যের মুখ আমরা আর দেখিতে পাইব না। রাত্রে আরও দুইবার মিস্ মে-বোর্ণকে ও সেই বালিকাকে ব্রাণ্ডী পান করাইলাম, তাহাদের পক্ষে তাহা অমৃত তুল্য হিতকর বোধ হইল। বোতলটি না পাইলে, বোধ হয়, সেই রাত্রেই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইত।

অনেকক্ষণ পরে অনেক দূরে "গুম্ গুম্" শব্দ শুনিতে পাইলাম। মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূরে গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইতেছি, এ কিসের শব্দ?" আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ লক্ষ্য করিয়া উদ্যত-কর্ণে অবস্থান করিলাম। প্রথম ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিলাম না, পরে আমার মনে হইল, নিকটে কোথাও পাহাড় আছে, সমুদ্র-তরঙ্গ তাহাতে প্রতিহত হওয়াতে এইরূপ শব্দ হইতেছে। আমি

আমার সঙ্গিনীকে সে কথা বলিলাম, কিন্তু এই পাহাড় বা দ্বীপ কত দূরে আছে, তাহা অনুমান করা সহজ হইল না। আমরা প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়া আসিল; নিশীথিনীর কৃষ্ণাবরণ যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে প্রতি মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে চরাচর আলোকিত হইয়া উঠিল, সেই উষালোকে আমরা পরস্পরের মুখ দেখিতে পাইলাম। মিস্ মে-বোর্ণের মুখ দেখিয়া তাঁহার শোচনীয় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কিছু কিছু পরিচয় পাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার মুখখানি মার্ব্বেলের মত শাদা হইয়া গিয়াছে, দেহে রক্তের চিহ্নমাত্রও নাই, তাঁহার বয়স একরাত্রে যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। আমার হাত-পা দেখিয়া বুঝিলাম, আমারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বালিকাটির অবস্থা দেখিয়া আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইল, সে মিস্ মে-বোর্ণকে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

রাত্রে বেশ বাতাস ছিল, প্রভাতে বাতাস বন্ধ হইয়া গেল; সমুদ্র পুষ্করিণীর জলের মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। পূর্ব্ব-রাত্রের গুম্ গুম্ শব্দ তখন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমদিকে চাহিতেই আনন্দে আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইয়া উঠিল; পশ্চিমদিকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। বোধ হইল, তাহার নিকটে আরও তিন চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপটির একপ্রান্তে একটি পাহাড়, পাহাড়টি প্রায় পাঁচশত ফিট উচ্চ। আমি বুঝিলাম, সমুদ্র-তরঙ্গ সেই গিরিপৃষ্ঠে প্রতিহত হওয়াতেই এইরূপ গম্ভীর শব্দ হইতেছে।

আমি সোৎসাহে মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ, ঐ দিকে

চাহিয়া দেখুন, একটা দ্বীপ দেখা যাইতেছে, আমরা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারি।”

মিস্ মে-বোর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে দ্বীপটির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, বোধ হয়, আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে।”—তাহার পর হঠাৎ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বহু কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিলাম।

মিস্ মে-বোর্ণ অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়া বলিলেন, “কা’ল আহারের সময় কাপ্তেন বলিতেছিলেন, অদূরে সালভেজ দ্বীপপুঞ্জ নামক কয়েকটি দ্বীপ আছে। ইহা বোধ হয়, সেই দ্বীপপুঞ্জ, কিন্তু আমরা কিরূপে ওখানে যাইব? আমার আশঙ্ক হইতেছে, নৌকা হয় ত অন্যদিকে ভাসিয়া যাইবে।”

আমি বলিলাম, “আপনি ভয় পাইবেন না, যেমন করিয়া হউক, ঐ দ্বীপে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে।”

আমি বোটের একধারে সরিয়া বসিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ভাঙ্গা দাঁড়-খানির সাহায্যে দ্বীপের অভিমুখে নৌকা বাহিতে লাগিলাম; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিলাম, কাজটি বড় কঠিন ও শ্রমসাধ্য। আমি এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম যে, আমার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। যাহা হউক, প্রাণের দায়ে যথাসাধ্য চেষ্টায় বোটের মাথা ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর আমরা দ্বীপ হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে দেখিতে পাইলাম, দ্বীপের পাড় অত্যন্ত উচ্চ, নৌকা হইতে নামিয়া দ্বীপের উপর উঠা অত্যন্ত কঠিন, এমন কি, অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেখিতে পাইলাম, দ্বীপের একটি প্রান্ত সরু ও ঢালু হইয়া ক্রমে জলে আসিয়া মিশিয়াছে;

সেই দিক্ দিয়া ভিন্ন দ্বীপে উঠিবার উপায় নাই দেখিয়া ধীরে, ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

অবশেষে আমরা দ্বীপের এত নিকটে আসিলাম যে, জলের নীচে বালুকারাশি আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িল, সেখানে জল তিন হস্তের অধিক গভীর নহে। আমরা আশ্বস্ত-চিত্তে আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া বোট হইতে জলে লাফাইয়া পড়িলাম ;—দেখিলাম, সেখানে জল এক বুকের অধিক নহে। জলে নামিয়া বোটখানি টানিয়া তীরের নিকট ভিড়াইলাম, এক কোমর পর্য্যন্ত জলে তাহাকে টানিয়া আনিতে পারিলাম, উল্টা বোট আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। তখন আমি মিস্ মে-বোর্ণকে কোলে করিয়া তীরে রাখিয়া আসিলাম। তাহার পর বালিকাটিকে নামাইলাম। আমি যে বহু কষ্টেও দুইটি বালিকার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি,' ইহা ভাবিয়া প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

সঙ্গিনীদ্বয়কে তীরে রাখিয়া আমি বোটখানি সোজা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরভাগ জলে পূর্ণ ছিল বলিয়া আমি তাহা উল্টাইতে পারিলাম না ; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টানাটানি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, বোটখানি যদি কোনরূপে ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে এই দ্বীপেই আমাদের ইহ-জীবনের অবসান হইবে, এখান হইতে উদ্ধারলাভের কোন উপায় করিতে পারিব না ; কিন্তু কিরূপেই বা ইহা সোজা করি, আর কিরূপেই বা ইহাকে তীরে আটকাইয়া রাখি? অনেক চিন্তা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না।

মিস্ মে-বোর্ণ অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া

বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনি ভাবিতেছেন কি? আপনি যতই চেষ্টা করুন, জোয়ার থাকিতে আপনি এ বোট সোজা করিতে পারিবেন না; বোটের মাথায় যে দড়িগাছটি আছে, তাহা দ্বারা দাঁড়টি বাঁধিয়া দাঁড়টি একটু জোরে বালির মধ্যে পুতিয়া রাখুন, জোয়ারের জল যখন নামিয়া যাইবে, তখন বোটে আর জল থাকিবে না, যেখানে বোট আছে, সেই স্থানটি ডাঙ্গা হইবে, তখন বোটখানি সোজা করা কঠিন হইবে না।"

আমি বলিলাম, "এই সহজ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। কি আশ্চর্য্য! মিস্ মে-বোর্ণ, আপনার বুদ্ধি-কৌশলে আমার কাজ অনেক সহজ হইয়া পড়িল।"

মিস্ মে-বোর্ণ মৃদু হাস্যে বলিলেন, "জানেন ত, ক্ষুদ্র ইঁদুরও কখন কখন সিংহের উপকার করিতে পারে।"

বোটখানি দাঁড়ে বাঁধিয়া দাঁড়ের অগ্রভাগ বালুকারাশিতে প্রোথিত করিলাম; তাহার পর আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলাম। আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, এই নির্জ্জন দ্বীপে কিরূপে আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহ করিব, এই চিন্তায় বাহির হইলাম।

আমার সঙ্গিনীদ্বয়কে বোটের অদূরে বসাইয়া রাখিয়া, দ্বীপের যে অংশে পাহাড় ছিল, সেই অংশে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের উপর উঠিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটি গুহা আবিষ্কারে সমর্থ হইলাম। স্থির করিলাম, যে পর্য্যন্ত এই কারাগার হইতে উদ্ধার লাভ করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত এই স্থানেই বাস করিব। পাহাড়ের পাদদেশে অনেক খড় জন্মিয়াছিল, আমি কতকগুলি খড় উপড়াইয়া আনিয়া সেই গুহার মধ্যে একটি শয্যা রচনা করিলাম। কিন্তু খড়গুলি বড় শক্ত, সেই জন্য স্থির করিলাম, কতকগুলি সামুদ্রিক শৈবাল জল হইতে তুলিয়া রৌদ্রে

শুকাইয়া তাহা খড়ের উপর বিছাইয়া দিব, তাহার উপর শয়ন করিলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

অতঃপর পানীয় জলের ও খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে ধাবিত হইলাম। অনেকক্ষণ ঘূরিতে ঘূরিতে সেই পাহাড়ের একটি অধিত্যকার অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র প্রস্রবণ দেখিতে পাইলাম, সেই প্রস্রবণের জল একটি সংকীর্ণ পয়োনালা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছিল, সেই জল মুখে দিয়া দেখিলাম, যদিও তাহা ঈষৎ লবণাক্ত, তথাপি তাহা পানের অযোগ্য নহে। সেই পয়োনালার চারিদিকে অনেক শুষ্ক গুল্ম দেখিতে পাইলাম, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারিলাম না, পাহাড়ের মধ্যে এক স্থানে অনেকটা জল বাধিয়া ছিল, সেই জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিংড়িমাছ ভাসিতে দেখিলাম; ভাবিলাম, কতকগুলি চিংড়িমাছ ধরিয়া তাহা দ্বারা ঝোল রাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাহাড় হইতে নামিয়া আমি মিস্ মে-বোর্ণের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট গিয়া যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা অবিকল সমস্ত বলিলাম, তাহার পর বালিকাটিকে কোলে লইয়া পূর্ব্ববর্ণিত গুহার দিকে অগ্রসর হইলাম। মিস্ মে-বোর্ণ আমার অনুসরণ করিলেন। গুহার মধ্যে বালিকাটিকে শয়ন করাইয়া ও মিস্ মে-বোর্ণকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া আমি খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে চলিলাম। পাহাড়ের মধ্যে যে স্থানে জল বাধিয়া ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া কাপড় ছাঁকা দিয়া কতকগুলি চিংড়িমাছ ধরিলাম; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এত চিংড়িমাছ সংগ্রহ হইল যে, তাহাতেই আমাদের দুবেলা আহার চলিতে পারে।”

মাছগুলি লইয়া গুহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম, মিস্ মে-বোর্ণ গুহার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, আমি চিংড়িমাছগুলি তাঁহার পদপ্রান্তে ঢালিয়া দিয়া বলিলাম, “পরমেশ্বর আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া

চাহিয়াছেন, কি খাইয়া প্রাণরক্ষা করিব, তাহাই ভাবিয়া অধীর হইয়াছিলাম; সৌভাগ্যক্রমে এই চিংড়িমাছগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "কিন্তু ইহা রাঁধিবার উপায় কি? ইহা ত কাঁচা খাওয়া যাইবে না।"

আমি বলিলাম, "না, কাঁচা খাইবার ইচ্ছা নাই; আমি আগুন করিয়া রাঁধিবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আগুন করিবেন কিরূপে? সঙ্গে দেশালাইয়ের বাক্স আছে?"

আমার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে টিনের বাক্স-মোড়া একটি ক্ষুদ্র জাপানী দেশালাইয়ের বাক্স ছিল; টিনের বাক্সটি খুলিয়া দেখিলাম, যদিও তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করে নাই, কিন্তু দেশালাইয়ের কাঠিগুলি অত্যন্ত নরম হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "কাঠিগুলির যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে শুকাইয়া না লইলে ইহা জ্বলিবে না।"

দেশালাইয়ের কাঠিগুলি আমি রৌদ্রে ছড়াইয়া দিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনি অনেক কাজ করিয়াছেন, মাছগুলি আমি বাছিতেছি।"—মিস্ মে-বোর্ণ চিংড়িমাছগুলি বাছিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে আমি আমার পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া কতকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম এবং সমুদ্রতীর হইতে একখানি প্রকাণ্ড ঝিণুক আনিয়া তাহাতে চিংড়িগুলি সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম।

আহারাদির পর বালিকার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

আমি বলিলাম, "একবার পাহাড়ের উপর যাইব, কোন দিক্ দিয়া

কোন জাহাজ যাইতেছে কি না, তাহা লক্ষ্য করাই আমার প্রধান কার্য্য।”—আমার কথা শুনিয়া মিস্ মে-বোর্ণ আমার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। বালিকা ঘুমাইতেছিল, শীঘ্র তাহার নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আমি তাঁহার গমনে বাধা দিলাম না।

আমরা উভয়ে পাহাড়ের উপর অনেক দূর উঠিলাম এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুবিস্তীর্ণ লবণাম্বুরাশির দিকে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু কোন দিকে কোন জাহাজের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; কেবল দেখিলাম, শত শত ঈগল পক্ষী সমুদ্রবক্ষে উড়িয়া উড়িয়া যখন শ্রান্ত হইতেছে, তখন পাহাড়ের প্রান্তভাগে দল বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতেছে। মস্তকের উপর সুনীল আকাশে মেঘের কোন চিহ্ন নাই।

আমি সবিষাদে বলিলাম, “কোন দিকেই ত জাহাজ দেখিতেছি না।”—নিষ্ফল ক্রোধে আমি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে লাগিলাম। যদি মিস্ মে-বোর্ণ সেখানে না থাকিতেন, আমি হয় ত হতাশ-হৃদয়ে পর্ব্বত পৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতাম।

মিস্ মে-বোর্ণ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “মিঃ রেক্সফোর্ড, এত সাহস-প্রদর্শনের পর আমরা প্রথম চেষ্টাতেই জাহাজ দেখিতে পাইলাম না বলিয়া আপনার এ ভাবে হতাশ হওয়া উচিত নহে, আমার ন্যায় ভীরু-প্রকৃতির নারী যখন এখনও হতাশ হয় নাই, তখন পুরুষ হইয়া আপনি কেন হতাশ হইবেন?”

আমি বলিলাম, “মিস্ মে-বোর্ণ, আপনার কথায় আমি বড় লজ্জা পাইলাম, আমি শিশুর ন্যায় এমন সাহস হারাইলাম কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।”

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন এখন আমাদের আর কোন উপায় নাই। আসুন, আমরা উভয়ে নতজানুভাবে

তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি। তিনি অগতির গতি, তাঁহার দয়াতেই আমরা এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি; আমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ না থাকিলে আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতাম না।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার সহিত একত্র বসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিব, আমি বড় পাপী, আমার প্রার্থনা যে তিনি শুনিবেন, এরূপ আশা নাই।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনিও কি কথা বলিতেছেন? পরমেশ্বর চিরকরুণাময়, মহাপাপীও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হয় না। যদি সত্যই আপনি গুরুতর পাপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও অকপট-চিত্তে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি আপনার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন।"

মিস্ মে-বোর্ণ জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে বসিলেন, আমিও তাঁহার পাশে বসিলাম। আমাদের পদতলে সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে, মস্তকের উপর সুনীল আকাশ দিগন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, কোন দিকে জন প্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই, এমন স্থানে এমন ভাবে পূর্ব্বে আর কেহ কখনও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। মিস্ মে-বোর্ণ গভীর ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে যে প্রাথনা করিতে লাগিলেন, আমি কলের মত তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলাম। সে কথাগুলি এখন আমার মনে নাই, কিন্তু এমন আন্তরিকতাপূর্ণ প্রার্থনা আর কখনও আমার কর্ণগোচর হয় নাই।

প্রার্থনাশেষে আমরা উঠিয়া গুহার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, মিস্ মে-বোর্ণ ধীরে ধীরে বালিকার পাশে উপবেশন করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন বালিকাটি কেমন আছে?" মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আবার অজ্ঞান হইয়া, পড়িয়াছে দেখিতেছি। মিঃ রেক্সফোর্ড, ইহাকে কিরূপে বাঁচাইব?"

আমি বলিলাম, "আমি ত কোন উপায় দেখিতেছি না, উহাকে কি আর একটু ব্রাণ্ডী দিব? বোতলে এখনও একটু অবশিষ্ট আছে।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "দিয়া দেখুন, যদি কিছু উপকার হয়। আমার বোধ হইতেছে, ইহাতে কোন উপকার হইবে না, এখন ইহার রীতিমত চিকিৎসার আবশ্যক; উপযুক্ত চিকিৎসা ভিন্ন ইহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন।"

আমি বালিকার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া গলার মধ্যে অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডী ঢালিয়া দিলাম; তাহার পর তাহার চেতনাসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে বালিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ।"—তার পর বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইথার, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ? আমি তোমার দিদি।"—বালিকা কোন কথা না বলিয়া ক্ষুদ্র হাতখানি দিয়া তাহার দিদির হাত ধরিল।

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "এখন তুমি কেমন আছ?"

বালিকা তাহার মস্তকের এক পাশে হাত দিয়া বলিল, "এইখানে বড় বেদনা। দিদি, মা কোথায়?"

বালিকার কথা শুনিয়া আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, আমার চক্ষুতে জল আসিল, আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া গুহার বাহিরে আসিলাম। কয়েক মিনিট পরে মিস্ মে-বোর্ণ আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন। দেখিলাম, অশ্রু-প্রবাহে তাঁহার মুখখানি ভাসিতেছে, তিনি কম্পিতকণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "ইথারকে আমি এখনও কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলি নাই; কিন্তু সত্য কথা তাহাকে বলিতেই হইবে। মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনি কি মনে করেন, আমরা দুই জন ভিন্ন জাহাজের আর কোন লোক জীবিত নাই?—আপনার কিরূপ অনুমান?"

আমি বলিলাম, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আমাদের মত কেহ বাঁচিয়া থাকিতেও পারে, কিন্তু যদি কেহ বাঁচিত, তাহা হইলে জাহাজডুবীর পর তাহাকে দেখিতে পাইতাম। জাহাজডুবীর পর জনপ্রাণীর সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইল না, তখন কেহ বাঁচিয়া আছে, এ আশা কিরূপে করিতে পারি? জাহাজে এতগুলি ভাল লোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, আর মহা পাপিষ্ঠ নরাধম আমি বাঁচিয়া রহিলাম। পরমেশ্বরের এ কি রহস্য, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "যদি আপনি না বাঁচিতেন, তাহা হইলে আমাদের বাঁচিবার কোন আশা ছিল না, আমাদের দুইটি নিরাশ্রয় নারীর জীবনরক্ষার ভার পরমেশ্বর আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। এ সকল কথা থাক্, আপাততঃ আহারের কি বন্দোবস্ত করা যায়, তাহাই আলোচনা করা যাউক। তখন আমরা যাহা খাইয়াছি, সেরূপ খাদ্যদ্রব্যে জীবনধারণ অসম্ভব।"

আমি বলিলাম, "সমুদ্রে যথেষ্ট মাছ আছে, কোন উপায়ে কিছু মাছ ধরিতে পারিলে আমি অনেক নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু আপাততঃ তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না, অন্ততঃ ফাঁদ পাতিয়া গোটাকতক পাখী ধরিতে পারিলেও তাহা ঝল্‌সাইয়া ক্ষুন্নিবারণ করা যাইত।"

চিংড়িমাছের ঝোল তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল, আমরা কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ অবশিষ্টাংশ একটা ঝিণুকে করিয়া ইথারকে খাওয়াইতে লইয়া গেলেন। আমি একটা বড় ঝিণুকে করিয়া ঝরণা হইতে জল আনিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দিলাম। তাহার পর আমি আহার্য্য-সংগ্রহে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় মিস

মে-বোর্ণকে বলিলাম, "আপনি আগুন করিয়া পরিধেয় বস্ত্রগুলি শুকাইয়া রাখিবেন।"

চিংড়িমাছের উপর আমাদের আর ভক্তি ছিল না। আমি যেখানে চিংড়ি ধরিয়াছিলাম,সেই স্থানের নিকট দিয়া একটি গলি-পথ ধরিয়া পাহাড়ের আর এক প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম, বহুসংখ্যক সামুদ্রিক পক্ষী অসংখ্য বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ডিম পাড়িয়াছে। আমি এত ডিম একত্র কখনও দেখি নাই। আমি আমার দুই পকেট ও রুমাল বোঝাই করিয়া ডিম সংগ্রহ করিলাম। আমার মনে আনন্দের সীমা রহিল না। বুঝিলাম, এই বিপদে যিনি জীবন রক্ষা করিয়াছেন, অনাহারে তিনি কখনই আমাদিগকে প্রাণে মারিবেন না। আমি প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম; তার পর সানন্দ-চিত্তে গুহার দিকে ফিরিলাম।

হঠাৎ আমার মনে হইল, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, মিস্ মে-বোর্ণকে আমি একাকিনী অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত? কোন্ দিক্ হইতে কিরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। অস্বচ্ছন্দ-চিত্তে গুহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তখনও আগুন জ্বলিতেছে, মিস্ মে-বোর্ণ গুহার দ্বারে বসিয়া আছেন।

আমি মিস্ মে-বোর্ণকে ডিমগুলি দেখাইলাম, সুবৃহৎ টাটকা ডিমগুলি দেখিয়া তাঁহার আমোদের সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ আমরা দুইটি ডিম সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলাম; দেখিলাম, ডিমগুলি অখাদ্য নহে।

ইহার পর বোটখানি কি অবস্থায় আছে, তাহা দেখিবার জন্য সমুদ্র-তীরে চলিলাম;—দেখিলাম, ভাঁটায় জল অনেক নামিয়া গিয়াছে,বোটের মধ্যে আর এক বিন্দুও জল নাই। আমি বোটখানি ধরিয়া অল্প চেষ্টাতেই

সোজা করিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু বোটখানি জলের মধ্যে কিরূপে যে উল্টাইয়া গিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমি গুহাদ্বারে পুনর্ব্বার অগ্নি প্রজ্বালিত করিলাম। স্থির করিলাম, সমস্ত রাত্রি আগুন জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। সেই নির্জ্জন দ্বীপে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল না বটে, কিন্তু রাত্রে যদি কোন জাহাজ সেই দ্বীপের নিকট দিয়া যায়, তাহা হইলে জাহাজের আরোহিগণের দৃষ্টি এই দ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য অগ্নির আবশ্যকতা অনুভব করিলাম। আগুন জ্বালিয়া আমি আরও কতকগুলি খড় কাটিয়া আনিলাম এবং শুষ্ক সামুদ্রিক শৈবাল দ্বারা পুরু করিয়া বিছানা পাতিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। এই নির্জ্জন দ্বীপে আমাদের প্রথম রাত্রি আরম্ভ হইল। কে বলিবে এই রাত্রির অবসান হইবে কি না।

মিস্ যে-বোর্ণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন, গুহাদ্বারে একটা কোণের মত স্থান ছিল, সেই স্থানে কতকগুলি ঘাস বিছাইয়া আমি শয়ন করিলাম। কখন্ যে নিদ্রিত হইলাম, তাহা স্মরণ নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের পূর্ব্বেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রভাতে কি করিব, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আহারের চিন্তাই সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হইল। পূর্ব্বদিনের কতকগুলি ডিম সঞ্চিত থাকিলেও কেবল ডিমের উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত করা কঠিন, পাখী ধরিবার উপযুক্ত ফাঁদও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; ভাবিলাম, যদি কিছু মাছ ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে আহারের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বোট হইতে সূতা সংগ্রহ করা কঠিন নয়, কিন্তু বঁড়শী কোথায় পাওয়া যায়? একটা চুলের কাঁটা পাইলেও কাজ চলিতে পারে, কিন্তু মিস্ মে-ল্যোর্ণের মাথায় একটিও চুলের কাঁটা ছিল না, জাহাজ ডুবিবার সময় তাঁহার চুল খোলা ছিল। সাধারণ পিন হইলেও কাজ চলিতে পারিত, কিন্তু তাহাও মিলাইতে পারিলাম না। অবশেষে হঠাৎ আমার মনে হইল, আমার গলায় যে নেকটাই ছিল, তাহাতে একটা সোনার কাঁটা আছে। আমি তৎক্ষণাৎ নেকটাই হইতে কাঁটাটা খুলিয়া লইয়া তাহা বাঁকাইয়া একটি বঁড়শী প্রস্তুত করিলাম; তাহার পর বোটের নিকট উপস্থিত হইয়া, জাহাজে কতকগুলি ছোবড়া ছিল, তাহা হইতে সরু সূতার মত টানিয়া বাহির করিলাম। এই সূতা প্রায় ত্রিশ ফিট লম্বা হইবে। সূতায় বঁড়শী বাঁধিয়া মৎস্যানুসন্ধানে সমুদ্রতীরে চলিলাম। এমন বঁড়শীতে আর কেহ কখনও মাছ ধরিয়াছে কি না বলিতে পারি না।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বোটে উঠিয়া সমুদ্রে বোট ভাসাইয়া দিলাম, প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়া পূর্ব্বদিনের চিংড়িমাছের

টোপ দিয়া বঁড়শী গাঁথিয়া তাহা একটু দূর-জলের মধ্যে ফেলিয়া স্তা ধরিয়া বসিয়া থাকিলাম। বসিয়া থাকিতে থাকিতে পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনে সমুদিত হইল। আমি যে জিলবার্ট পেনি থরণ্, এ কথা যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় লণ্ডন, আর কোথায় এই জন-মানবশূন্য ক্ষুদ্র দ্বীপে এই ভাবে জীবন-যাপন! মনুষ্য-জীবনে কিছুই অসম্ভব বা বিচিত্র নহে।

হঠাৎ আমার স্তায় টান লাগিল। বুঝিলাম, মাছ বাধিয়াছে। প্রায় আধ সের একটি মাছ, অল্প চেষ্টায় নৌকার উপর তুলিতে পারিলাম। মাছটি ছাড়াইয়া লইয়া টোপ গাঁথিয়া আবার বঁড়শী ফেলিলাম। এইরূপে পনের মিনিটের মধ্যে পাঁচটি মাছ উঠিল। আমার মনে এত আনন্দ হইল যে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছি, এ সংবাদেও তত আনন্দিত হইতাম না। মিস্ মে-বোর্ণ ও তাঁহার সঙ্গিনী বালিকার আহারের আয়োজন সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে ভাবিয়া আমি আরও অধিক আনন্দিত হইলাম।

যথাস্থানে বোট বাঁধিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম, মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম, "দেখুন দেখি, কেমন সুন্দর মাছ!"

মিস্ মে-বোর্ণ অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বা! চমৎকার মাছ ত! মাছগুলি আপনি কি করিয়া ধরিলেন? স্তা-বঁড়শী কোথায় পাইলেন? সকালে উঠিয়া আপনাকে না দেখিয়া আমি বড় চিন্তিত হইয়াছিলাম।"

স্তা-বঁড়শী কিরূপে সংগ্রহ করিলাম, তাহা মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম; তার পর বালিকা কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিলাম।

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "তাহার অবস্থা ভাল নহে, বরং আরও খারাপ বোধ হইতেছে। রাত্রে অনেকবার সে প্রলাপ বকিয়াছিল, এখন জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া আছে, তাহার ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।"

আমি মাছ কুটিতে কুটিতে বলিলাম, "মেয়েটার জন্য, যে কি করা যাইবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "উহাকে সুস্থ করা বোধ হয় আমাদের সাধ্যাতীত। আমার বোধ হইতেছে, জাহাজ ডুবিবার সময় উহার মাথায় কোন রকমে আঘাত লাগিয়াছিল, মাথার বেদনাতে সে অস্থির হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমরা কোন জাহাজে আশ্রয় না পাইলে আর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না।"

মিস্ মে বোর্ণ বলিলেন, "এরূপ সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই বোধ হয় তাহার মৃত্যু হইতে পারে, উহার শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিতেও আমার হৃৎকম্প হইতেছে।"

আমি কি বলিয়া মিস্ মে-বোর্ণকে সান্ত্বনা দান করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন জাহাজ আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই বালিকার মৃত্যু হইবে; কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই। রন্ধন শেষ করিয়া আমি বালিকাকে দেখিবার জন্য গুহায় প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, তাহার তখন অজ্ঞান অবস্থা, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে, ধাত নাই বলিলেও চলে, এক একবার অতিকষ্টে মাথা নাড়িতেছে ও যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট শব্দ করিতেছে। তাহার সে অবস্থা দেখিলে হৃদয়হীন পিশাচের মনেও দয়ার সঞ্চার হইত।

মধ্যাহ্নকালেও বালিকার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু অপরাহ্নে তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। আমরা স্থির করিলাম, পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করিব।

কোনরূপে সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। রাত্রির অধিকাংশ সময় আমি

বালিকার তৃণ-শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কাটাইলাম; শেষ রাত্রে মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিয়া স্বয়ং তাহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। তখন আর রাত্রি অধিক ছিল না, দুশ্চিন্তায় ভাল নিদ্রা হইল না; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া সে দিনের মত কয়েকটি মৎস্য সংগ্রহের জন্য বোটে চলিলাম।

সে দিনও কয়েকটি মাছ পাইলাম, একটু বেলা হইলে মাছ লইয়া গুহাদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মিস্ মে-বোর্ণ বালিকার পাশে ঘাসের উপর বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আমার বোধ হইতেছে, বালিকার আর জীবনের আশা নাই, আজ রাত্রি বোধ হয় কাটিবে না; আমার প্রধান দুঃখ এই যে, মেয়েটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে।"

আমি মিস্ মে-বোর্ণকে সান্ত্বনাদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; তাহার পর বালিকার কাছে গিয়া বসিলাম;—দেখিলাম, তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রাণ-বিহঙ্গ যে কোন মুহূর্ত্তে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিতে পারে। তাহার হাত-পা ঠাণ্ডা, অতিকষ্টে নিশ্বাস পড়িতেছে।

সমস্ত দিন কোনরূপে কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পর বালিকা কিছু অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার গায়ে হাত দিয়া বুঝিলাম, তাহার জ্বর আসিয়াছে, রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থিরতা থামিয়া গেল। বুঝিলাম, মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বালিকার ইহলীলা শেষ হইল। দুই দিন পূর্ব্বে তাহার স্নেহময়ী জননী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যে অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন, আজ সে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সেই চিররহস্যপূর্ণ অজ্ঞাত-রাজ্যে যাত্রা করিল! আমি ধীরে

ধীরে তাহার নয়নপল্লব মুদিত করিয়া তাহার জীর্ণ ও শীর্ণ হাত দুখানি বুকের উপর রাখিয়া দিলাম। রাত্রিশেষে মিস মে-বোর্ণ পরিশ্রান্ত-দেহে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। বালিকার পার্শ্বত্যাগ করিয়া আমি গুহা-দ্বারে আসিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, সব শেষ হইয়াছে।"

আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না, কেবল মাথা নাড়িলাম। মিস্ মে-বোর্ণ বাক্‌রুদ্ধ-কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "চলুন, একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসি।"—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি বালিকার মৃত্যু-শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। মিস্ মে-বোর্ণ ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া বালিকাকে দেখিলেন, তাহার পর বালিকার শিয়রপ্রান্তে নত-জানুভাবে বসিয়া গদ্গদচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন; আমিও সেই উপাসনায় যোগদান করিলাম। উপাসনা শেষ হইলে আমরা উভয়ে গুহার বাহিরে আসিলাম।

এই দুই দিন যাবৎ সকল সময়েই আমার দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে থাকিত, ইহা একরূপ আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, গুহা হইতে বাহির হইয়া আমি অভ্যাসমত সমুদ্রের দিকে চাহিলাম; হঠাৎ সমুদ্রের দূর-প্রান্তে জাহাজের পাইলের মত কি দেখিলাম; কিন্তু তাহা যে জাহাজ, এ কথা মনে করিতে আমার সাহস হইল না; সুতরাং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইয়া মিস্ মে-বোর্ণের নিকট কোন আশার কথা বলা সঙ্গত মনে করিলাম না। কিন্তু আমার ন্যায় মিস্ মে-বোর্ণও সমুদ্র-প্রান্তে শুভ্র পাইল দেখিয়াছিলেন, অল্পক্ষণ পরে সমগ্র পাইল আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তখন আর আমাদের কোন সন্দেহ রহিল না।

মিস মে-বোর্ণ ব্যাকুলভাবে আমাকে বলিলেন, "একখান জাহাজ

আসিতেছে দেখিতেছি, দেখিয়া আশার সঞ্চার হইতেছে। এ জাহাজে আমাদের উদ্ধারলাভ করা কি সম্ভব?"

আমি বলিলাম,"জাহাজের লোকেরা যাহাতে আমাদের দেখিতে পায়, তাহার একটা উপায় করিতে হইবে। এ জাহাজ চলিয়া গেলে কে জানে, কত দিন আমাদিগকে এখানে পড়িয়া থাকিতে হইবে?

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "কিন্তু কিরূপে উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন? কোন উপায় থাকে ত বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমরা যতগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া আগুন জ্বালি, অগ্নিশিখা যাহাতে আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, সেই অগ্নিশিখা দেখিয়া জাহাজের লোকের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু জাহাজের লোকেরা আগুন দেখিতে পাইলেও এ দ্বীপের নিকট জাহাজ ভিড়াইতে পারিবে না, সুতরাং তৎপূর্ব্বেই বোটে চড়িয়া আমাদিগকে জাহাজের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এখন ইহাই আমাদের উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায়।"

আমরা আর বিলম্ব না করিয়া গুহার অদূরে পাহাড়ের উপর বহু পরিমাণে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজের সম্পূর্ণ আয়তন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এ দিকে আমরাও কাঠে আগুন ধরাইলাম। কিন্তু এই দ্বীপত্যাগের পূর্ব্বে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক মনে করিলাম; মৃত বালিকার জন্য সমাধি খননের আর সময় ছিল না, সে জন্য স্থির করিলাম, তাহার মৃতদেহ যে গুহায় ছিল, সেই গুহাটিকেই তাহার সমাধিতে পরিণত করিয়া গুহাদ্বার প্রস্তর দ্বারা পূর্ণ করিব। দ্বিতীয় কাজ, মাছ রাঁধিয়া কিছু খাইতে হইবে; আমরা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলাম, তাহাতে উদর পূর্ণ না করিলে দীর্ঘকাল

বোট বাহিয়া জাহাজের নিকট যাইতে পারিব, এরূপ বিশ্বাস ছিল না। আমি মিস্ মে-বোর্ণকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বেচ্ছায় রন্ধনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া গুহার মুখ বন্ধ করিতে লাগিলাম। আমরা ইতিপূর্ব্বে শুষ্ক ঘাসে আগুন লাগাইয়া ছিলাম, তাহা কাঠে ধরিয়া অগ্নিশিখা আকাশে উঠিল, অগ্নিশিখা বোধ হয়, বিশ ফিট উচ্চ হইয়াছিল।

জাহাজ আসিতে আসিতে আমরা ভোজন শেষ করিলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত জাহাজ আমাদের দ্বীপের অভিমুখেই আসিতেছিল। আমার আশঙ্কা হইল, যদি জাহাজের লোকেরা আমাদের সাঙ্কেতিক আলোক দেখিতে না পাইয়া জাহাজের গতি পরিবর্ত্তিত করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; সুতরাং তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া আমরা বোটের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উভয়ে বোটে উঠিয়া তাহা সাগর-জলে ভাসাইয়া দিলাম। বোট কয়েক মাইল বাহিয়া বহিঃসমুদ্রে গিয়া আমরা জাহাজের সম্মুখে পড়িব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় বোট চালাইতে লাগিলাম, কিন্তু বোটখানি অত্যন্ত ভারী, তাহার উপর প্রভাতেই রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি গলদ্ঘর্ম্ম হইলাম। জাহাজখানি তখনও অনেক দূরে ছিল, কিন্তু তাহার সর্ব্বায়তন মুক্ত সমুদ্রে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। আমার বোধ হইল, জাহাজখানিতে তিন হাজার টন মাল বোঝাই হইতে পারে। ইহা আমার স্বজাতির জাহাজ বলিয়াই বোধ হইল। যে জাতির জাহাজই হউক, আমাদের প্রতি জাহাজের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাহারা কখনই আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবে না। ক্রমে আমরা যেখানে আসিলাম, সে স্থান হইতে জাহাজের দূরত্ব ছয় মাইলের অধিক বোধ হইল না। জাহাজ তখনও গতি পরিবর্ত্তিত না করায় ও

দ্বীপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় আমার অনুমান হইল, জাহাজের লোকেরা আমাদের সাঙ্কেতিক আলোক দেখিতে পাইয়াছে। আমি অধিকতর উৎসাহিত হইয়া সবেগে বোট চালাইতে লাগিলাম। সহসা মিস্ মে-বোর্ণ কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি, কি হইয়াছে ?"

মিস্ মে-বোর্ণ হতাশভাবে বলিলেন, "ঐ দেখুন, জাহাজ গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, আমাদের সঙ্কেত উহারা দেখিতে পায় নাই। সর্ব্বনাশ হইল, জাহাজ ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল।"

আমি দাঁড় তুলিয়া জাহাজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনের ভাব তখন কিরূপ হইল, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানেন, বাক্যে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। বুঝিলাম, জাহাজের লোকেরা আমাদের সঙ্কেত দেখিতে পায় নাই। এখন যদি কোন উপায়ে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারি, তাহা হইলে এ অকূল সমুদ্রে আমাদের রক্ষার আর কোন উপায় নাই; ভগ্নমনোরথ হইয়া যদি আমরা দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করি,তাহা হইলেও মৃত্যু নিশ্চয়। কয় দিন এ ভাবে কাটিবে ? সুতরাং স্থির করিলাম, যেরূপে হউক, জাহাজের অনুসরণ করিতে হইবে। আমি উন্মত্তের ন্যায় আবার দাঁড় টানিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় বাতাসের বেগ প্রবল ছিল না, সমুদ্রও নিস্তব্ধ ছিল, বোট বিনা বাধায় অগ্রসর হইল; কিন্তু এরূপ ভারী বোট চালাইয়া দূরস্থ জাহাজের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া একান্ত অসম্ভব। ইহা উন্মত্তের কার্য্য, তাহা জানিয়াও আমি প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ একদৃষ্টে দূরগামী জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একঘণ্টা কাল দাঁড় টানিয়া আমি এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম যে, আর দাঁড় টানিবার সামর্থ্য রহিল না, আমার মন নিরাশায় পূর্ণ হইল, জাহাজ বহু দূরে চলিয়া গেল। নিরাশায় আমি

উন্মত্তবৎ হইয়া মনে করিলাম, সমুদ্রের জলে লম্ফ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করি, তিল তিল করিয়া মরিতে হইবে, ইহা অসহ্য।

মিস্ মে-বোর্ণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, আমাকে উৎসাহ-দানের জন্য বলিলেন, "বন্ধু, বিপদে অধীর হইবেন না। এবার আমরা নিরাশ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের সকল আশা শেষ হইয়াছে, এরূপ নহে, হয় ত শীঘ্রই আর একখানা জাহাজ আসিতে পারে। এ জাহাজ ধরিবার যখন আর সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের দ্বীপে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত।"

মিস্ মে-বোর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া আমি মন সংযত করিলাম এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া বোটের মাথা ঘুরাইয়া দিলাম; কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলাম, ঘন কুজ্ঝটিকায় দ্বীপটি আচ্ছন্ন হইয়াছে। জাহাজের কাপ্তেন বোধ হয় পূর্ব্বেই দূর হইতে কুজ্ঝটিকার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় জাহাজের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনি দ্বীপটি দেখিতে পাইতেছেন কি?"

আমি বলিলাম, "না, কোথায় যে স্থল আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গাঢ় কুয়াশায় সব ঢাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা যে দিকে অগ্রসর হইয়াছি, ঠিক সেই দিক্ ধরিয়া চলিলে ও পাহাড়ের গাত্রে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতশব্দ শুনিলে, দ্বীপে উপস্থিত হইতে বোধ হয় অসুবিধা হইবে না।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "কুয়াশা ক্রমেই চারিদিক্ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মিঃ রেক্সফোর্ড, আমার বড় ভয় হইতেছে, কিছু কালের মধ্যেই বোধ হয়, আমরাও এই কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইব। জাহাজও পাইলাম না, দ্বীপেও বোধ হয় পৌছিতে পারিব না। এখন উপায়?"

আমি নিরুপায়ভাবে মিস্ মে-বোর্ণের মুখের দিকে চাহিলাম বিপদে তাঁহাকে কোন দিন ত এমন অধীর দেখি নাই। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া আমি বলিলাম,"এখন হতাশ হইলে সর্ব্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত হইবে। আমরা যে ভাবে দাঁড় টানিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, দ্বীপ হইতে আমরা পাঁচ ছয় মাইল দূরে আসিয়াছি। এই কুয়াশার মধ্যেই অন্ততঃ দুই ঘণ্টা দাঁড় বাহিয়া যাইতে হইবে,তাহার পর দ্বীপে উপস্থিত হইতে পারি উত্তম, না পারি,তখন যাহা কর্ত্তব্য হয়,করা যাইবে।"—আমি প্রাণের দায়ে দাঁড় টানিতে লাগিলাম, কর্ণ উত্থত করিয়া রহিলাম, কিন্তু পাহাড়ে সমুদ্র-তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া যে শব্দ হয়, তাহা শুনিতে পাইলাম না। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, —সমাধিক্ষেত্রের ন্যায় নিস্তব্ধ। কি হইবে, কি করিব, আমার এ সকল কথা চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

ক্রমে সূচিভেদ্য গাঢ় কুজ্ঝটিকাজালে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই অন্ধকারের মধ্যেই আশাহীন, লক্ষ্যহীন হইয়া আমি দাঁড় টানিতে লাগিলাম; শেষে আর পারিলাম না, দাঁড় তুলিয়া শ্রান্তদেহে হতাশভাবে বসিয়া পড়িলাম। বোট তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

অপরাহ্ণকালে, বেলা তখন বোধ হয় চারিটা, কুয়াশা ক্রমে কমিতে লাগিল। তখন যে আমরা কোথায় গিয়া পড়িয়াছি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, বোধ হয়, আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট বোট দ্বীপ হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। এ সময়ে মিস্ মে-বোর্ণের মুখে একটি কথাও শুনিতে পাই নাই, তাঁহার মুখে তখন বিষাদ বা ভয়ের কোন লক্ষণ ছিল না। দ্বীপত্যাগ করিয়া জাহাজের অনুসরণে ধাবিত হইয়া যে কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম; এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে আপনি সহস্রবার ধিক্কার দিলাম।

আরও আধ ঘণ্টা চলিয়া গেল, কুয়াশার শেষ চিহ্ন অদৃশ্য হইল, অপ-

রাত্রের সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম ;—দেখিলাম, আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি, কোথায় যাইতেছি,জানি না,সঙ্গে কিছুই আহার্য্যদ্রব্য নাই, একবিন্দু পানীয়-জল নাই, অথচ শীঘ্র যে কোন দিক্ হইতে সাহায্য পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই। তখন আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা পাঠক কল্পনা করুন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেহই কোন কথা কহিলাম না। অনেকক্ষণ পরে মিস্ মে-বোর্ণ ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমরা কি করিব, আমাদের বাঁচিবার উপায় কি ?"

আমি বলিলাম, "ঈশ্বর বলিতে পারেন। আমার চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়াছে, দ্বীপটি যে কতদূরে আছে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, এখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, আর দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই চরাচর অন্ধকারে আবৃত হইবে,আহার ও পানীয়-জল ব্যতীত জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমিই দায়ী, যদি দ্বীপ না ছাড়িতাম, তাহা হইলে অন্ততঃ আশ্রয়স্থানটুকুরও অভাব হইত না।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনি নিজের বুদ্ধিকে নিন্দা করিবেন না, দ্বীপত্যাগের জন্য কেবল আপনিই দায়ী নহেন, সেখান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য আমিও অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলাম। আমরা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ভীত হইয়া কোন ফল নাই ; আমার বিশ্বাস, পরমেশ্বর পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

আমি সবিস্ময়ে বালিকার মুখের দিকে চাহিলাম, তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাসহীনতায় ও কাপুরুষতায় লজ্জা হইল, কিন্তু কোন্ দিকে যাইব ? যদি পূর্ব্বদিকে সোজা চলিয়া যাই এবং অনাহারে ও পানীয়-

জলের অভাবে কয়েক দিন জীবনধারণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে হয়ত আমরা আফ্রিকার উপকূলে কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে উপস্থিত হইতে পারি; যদি পশ্চিমে যাই,তাহা হইলে কোথায় গিয়া পৌঁছিব,বলিতে পারি না। কারণ, সেদিকে অকূল সমুদ্র ; শতাধিক মাইল দক্ষিণে সম্ভবতঃ কেনারি দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত আছে, কিন্তু বায়ু অনুকূল হইলেও ততদূর যাইবার সামর্থ্য নাই। আমার বঁড়শী ও সূতা সেই দ্বীপে ফেলিয়া আসিয়াছি, আর তাহা সঙ্গে থাকিলেও কোন লাভ ছিল না।

মিস্ মে-বোর্ণের অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি বোটের এক পাশে জড়ের মত বসিয়া ছিলেন,দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বোধ হয় তিনি নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে একটু অন্যমনস্ক করিবার জন্য দুই চারিটি কথা বলিলাম। কি বলিলাম, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে প্রফুল্ল করিতে পারিলাম না। ক্রমে পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, তথাপি বৃষ্টির আশায় আমি পুনঃ পুনঃ আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলাম।

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন,"মিঃ রেক্সফোর্ড, সাহসই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন, আপনি অধীর হইবেন না। আমি এখনও বিশ্বাস করি, পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

সকল আশার অবসানেও ঈশ্বরের উপর এইরূপ নির্ভরের ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম—মুগ্ধ হইলাম। আমি অনেক পূর্ব্বেই আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম ; আমাদিগকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; তবে মৃত্যু যাহাতে কষ্টকর না হয়, এই চেষ্টাই এখন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল।

বোট অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল, আমি মিস্ মে-ব্যোর্ণকে শয়নের জন্য দুইবার অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শয়ন করিলেন না, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও আমার নিদ্রা আসিল না। ক্রমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আমাদের বোটখানি সীমাহীন সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাত্রের প্রথমাংশে সমুদ্রে বায়ুর বেগ প্রবল ছিল না, রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, বায়ুর বেগ ততই প্রবল হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গরাশি উত্তাল হইয়া উঠিল। সমুদ্রের সেই অবস্থায় বোটকে তরঙ্গ-চালিত হইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া আমি পুনর্ব্বার দাঁড় ধরিলাম এবং আমার সঙ্গিনীকে হাইল ধরিতে বলিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ আমার অনুরোধে হাইল ধরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে কিছুমাত্র আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশিত হইল না। প্রায় এক ঘণ্টা আমাদের বোট উচ্ছ্বসিত উদ্যমে সমুদ্র-তরঙ্গের উপর ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। আমি পুনর্ব্বার পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। এ দিকে প্রতি মুহূর্ত্তে সমুদ্রের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, তাহাতে নূতন ভয় বা বিপদের সম্ভাবনায় অধিকতর ব্যাকুল হইবার কারণ ছিল না; ভাবিলাম, দুইবার জলে ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়াছি, তৃতীয়বার না বাঁচিতেও পারি।

হঠাৎ মিস্ মে-বোর্ণ বোটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাতরস্বরে আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আমার অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছে, একটু জল না পাইলে আর প্রাণ বাঁচে না।"

বুঝিলাম, মিস্ মে-বোর্ণ যতক্ষণ পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু এখন যন্ত্রণা তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়াছে, এ অবস্থায় তাঁহার জলে লাফাইয়া পড়াও বিচিত্র নহে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া আমার কাছে বসাইলাম, আমি এরূপ সতর্কতাবলম্বন না করিলে যে তিনি কি করিয়া ফেলিতেন, বলিতে পারি না।

মিস্ মে-বোর্ণ আমার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

আমিও অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলাম, পিপাসায় তাঁহার কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তখন তাঁহাকে উৎসাহবাক্যে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। আমি বড় বিপদেই পড়িলাম, একদিকে উন্মত্ত সমুদ্র, হাইল ছাড়িলে কোথায় গিয়া পড়িব স্থির নাই, অন্যদিকে পিপাসায় উন্মত্তপ্রায় মিস্ মে-বোর্ণ, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন।' যাহা হউক, অবশেষে ঈশ্বরের অনুগ্রহে দেখিলাম, মিস্ মে-বোর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া বসিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া নির্জীব প্রস্তরমূর্ত্তির মত বোধ হইতে লাগিল। আমি এক একবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলাম, এক একবার ফেন-কিরীট-মুকুটিত উদ্দাম সমুদ্র-তরঙ্গের দিকে চাহিতে লাগিলাম, এক একবার বা অগণ্য নক্ষত্র-পরিপূর্ণ শোভাময় অনন্ত নীলাম্বরের দিকে চাহিলাম। ইংলণ্ড-পরিত্যাগের পর ক্রমাগত নূতন নূতন বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু পরমেশ্বরেব কৃপায় সকল বিপদ্ হইতেই উদ্ধার লাভ করিয়াছি, সে কি এই অকূল আটলাণ্টিকে অনাহারে ও নিরুপায়ভাবে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য?

মিস্ মে-বোর্ণ তাহার পর আর কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করিলেন না; কিয়ৎকাল পরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন; তাঁহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমার জানুর উপর ধীরে ধীরে তাঁহার মাথা তুলিয়া রাখিলাম। আজ এই মহা সঙ্কটের মধ্যেও আমি একটি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব

করিতেছিলাম; যাঁহাকে আমি ভালবাসি, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থানে তাঁহাকে এত নিকটে পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত একটিও প্রেমের কথা বলা হয় নাই। না হউক, মৃত্যু-তরঙ্গ যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে, তখন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম আমার কর্ণমূলে অমর-সঙ্গীত গাহিতেছিল ও তাহাতে আমি যে সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলাম, তাহা হইতে আমাকে কে বঞ্চিত করিবে? যদি কখনও এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেও যে মিস্ মে-বোর্ণকে বিবাহ করিয়া সুখী হইব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আমি এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারি নাই যে, কি ভীষণ পাপে আমার জীবন কলুষিত, আমি নরহন্তা, আমি স্বহস্তে মনুষ্য বধ করিয়াছি, মিস্ মে-বোর্ণের প্রণয়লাভে আমার কি অধিকার আছে? মিস্ মে-বোর্ণ কুবেরদুহিতা, তাঁহার পিতা আমার ন্যায় ছদ্মনামধারী পরের সহিত কেন তাঁহার বিবাহ দিবেন? তাঁহাকে বিবাহ করিব, এরূপ উচ্চাভিলাষ আমার অন্তরে ক্ষণকালের জন্যও উদিত হয় নাই; কিন্তু এই মধুরপ্রকৃতি, প্রেমময়ী, ধৈর্য্যময়ী নবযুবতী জীবনের সঙ্কটাপেক্ষা অধিক সঙ্কটকালে আমার সঙ্গিনী হইয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিবার অধিকার বিধাতা আমাকে দান করিয়াছেন, মানুষের তাহা হরণ করিবার সাধ্য নাই।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী ম্লান হইয়া আসিল, বায়ুর বেগ মন্দীভূত হইল, বুঝিলাম, নিশাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। ক্রমে সমুদ্র-তরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিল, বোট ডুবিবার ভয় দূর হইল।

ধীরে ধীরে আকাশের সমুদয় নক্ষত্র অদৃশ্য হইল। পূর্ব্বাকাশে উষার আগমনচিহ্ন পরিস্ফুট হইল। সেই আলোকে বোটখানি তাহার আকারের দ্বিগুণ দেখাইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক পূর্ব্বাকাশের প্রান্তভাগে আত্মপ্রকাশ করিল। সূর্য্যো-

দয়ের এমন মধুর শোভা জীবনে আমি দেখি নাই। সমগ্র প্রকৃতি যেন উৎসাহপূর্ণ ও সজীব বোধ হইতে লাগিল; কেবল সেই ক্ষুদ্র বোটের উপর আমরা দুইটি প্রাণী মৃতকল্প।

একটু বেলা হইলে মিস্ মে-বোর্ণ চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন, তাহার পর আমার উরু-উপাধান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। দেখিলাম,আমার পা নাড়িবার সাধ্য নাই, তাহা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে কি বলিবার চেষ্টা করিলেন,কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে আমি উঠিয়া আবার দাঁড় ধরিলাম, কিন্তু দেখিলাম, আমার শরীরে কিছুমাত্র শক্তি নাই, উঠিয়া দাঁড়াইতেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমার পদদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমি সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটিল। আমি নতমস্তকে কি চিন্তা করিতেছিলাম, স্মরণ নাই; মিস্ মে-বোর্ণও দুই হাতে মাথা রাখিয়া কি ভাবিতেছিলেন। আমি মাথা তুলিতেই বহু দূরে দিক্‌চক্রবালসীমায় পেন্সিলের দাগের মত কয়েকটি দাগ দেখিতে পাইলাম। বোধ হইল, একখানি জাহাজ আসিতেছে। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? আমি চক্ষু মুদিলাম। যখন চাহিলাম,তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না। দেখিলাম, সত্যই একখানি জাহাজ দ্রুতগতি আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হঠাৎ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ও উন্মাদনায় আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ তখনও নতমস্তকে চিন্তা করিতেছিলেন, জাহাজখানি আরও নিকটে না আসা পর্য্যন্ত এই সুসংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম না। অনেকক্ষণ পরে, জাহাজখানি যখন আরও নিকটে আসিল, তখন তাহার চিমনি হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরিত হইতে

দেখিলাম। এ জাহাজখানি প্রিন্সেসের প্রায় দ্বিগুণ। আমি তাহার ডেক পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলাম, তখন জাহাজখানি বোধ হয় আমাদের বোট হইতে প্রায় তিন মাইল মাত্র দূরে ছিল।

আমি মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। বোধ হয়,এবার আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারিব, ঐ দেখুন, এক খানি জাহাজ।"

আমার কথা শুনিয়া মিস্ মে-বোর্ণ একবার জাহাজের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; প্রায় পনের মিনিট এই ভাবে কাটিলে, কি করিব, বুঝিতে না পারিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। এখন যদি এই জাহাজখানির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য, অথচ মিস্ মে-বোর্ণকে এ ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া কিরূপে উঠিব? এই সময়ে জাহাজখানি প্রায় এক মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল, জাহাজের আরোহিগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর; আমি এ অবসর ত্যাগ করিতে পারিলাম না; আমার কোটটি ছিঁড়িয়া একটি লম্বা নিশানের মত করিলাম, তাহার পর দাঁড়ের মাথায় তাহা বাঁধিয়া দাঁড়টি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দুই হস্তে আলোড়িত করিতে লাগিলাম। পরমুহূর্ত্তেই জাহাজে বংশীধ্বনি হইল। এ পর্য্যন্ত আমি অনেক বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি, অনেক মধুর স্বরলহরী আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে দিন সেই জাহাজের বাঁশীর স্বর আমার যেমন মিষ্ট লাগিয়াছিল, আর কখনও কোন স্বর এমন মধুর বোধ হয় নাই। আমার বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, প্রাণ যেন আমার চক্ষুতে আসিয়া আশ্রয় লইল, জাহাজখানি সম্মুখে চলিতেছিল, বংশীধ্বনির পর পাশের দিকে

চলিয়া আমাদের অভিমুখে আসিতে লাগিল, আমি এইবার তাহার নাম পড়িতে পারিলাম। জাহাজখানির নাম "কিং অব্ কার্থেজ।"

জাহাজ প্রায় এক শত গজ দূরে থাকিতে একজন কর্ম্মচারী ডেকের উপর রেলিঙের কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বোটে কে আছ, শুন, তোমরা আমাদের কাছে আসিতে পারিবে, না বোট পাঠাইব ?"

আমার কণ্ঠস্বর ততদূর পৌঁছিবে না বুঝিয়া কোন কথা বলিলাম না, দাঁড় বাহিয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন একজন খালাসী আমার বোট লক্ষ্য করিয়া একগাছি রশি ফেলিয়া দিল, আমি তাড়াতাড়ি রশি-গাছটি ধরিয়া ফেলিলাম; বোট ক্রমে জাহাজের গায়ে ভিড়িল।

জাহাজের একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল,"হাঁটিয়া উঠিয়া আসিতে পারিবে ?"

আমি ভগ্নস্বরে বলিলাম, "অগ্রে এই বালিকাকে রক্ষা করুন, আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব। শীঘ্র ইহাকে লইয়া যান, নতুবা ইহার জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে।"

জাহাজের দুই জন কর্ম্মচারী মিস্ মে-বোর্ণকে ধরাধরি করিয়া জাহাজে তুলিল, আমি কম্পিতপদে মাতালের মত টলিতে টলিতে রেলিং ধরিয়া ডেকের উপর উঠিলাম। আমাদের বিপদের কাহিনী শুনিবার জন্য আরোহিগণ দল বাঁধিয়া আমার চারিদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল; আমি একবার শূন্যদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া ডেকের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

চেতনাসঞ্চার হইলে দেখিলাম, আমি একটি সুন্দর সুসজ্জিত ক্যাবিনে শায়িত আছি। ক্ষণকাল পরে একটি দীর্ঘাকৃতি লাল-দাড়িওয়ালা ভদ্র-

লোক আমার নিকটে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আপনি এখন শয়ন করিয়া থাকুন, দীর্ঘকাল বিশ্রাম করা আপনার পক্ষে আবশ্যক; আমি আপনার জন্য একটু স্থপ আনিয়াছি, এটুকু খাইয়া আপনি ঘুমাইবার চেষ্টা করুন।"

তাঁহার হাতে প্রায় এক গ্ল্যাস স্থপ ছিল, তাহা পান করিয়া আমি তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি এখন কোন কথা কহিবেন না, আপনি আরও কিছু কাল বিশ্রামের পর আপনার যত কথা বলিবার থাকে বলিবেন।" আমি অগত্যা নির্ব্বাকে রহিলাম। ভদ্রলোকটি প্রস্থান করিলে, অল্পক্ষণ পরেই আমার নিদ্রা আসিল।

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সেই ভদ্রলোকটি আবার আমার নিকটে আসিলেন; সহাস্যে বলিলেন, "এখন আপনার যত কথা বলিবার থাকে, বলুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সঙ্গিনী কেমন আছেন?"

আগন্তুক বলিলেন, "তাঁহার অবস্থা শোচনীয়, কিন্তু আপনি চিন্তিত হইবেন না, তাঁহার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, আপনি আর কি জানিতে চান?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ জাহাজ, শাল্‌ভেজ দ্বীপপুঞ্জ এখান হইতে কত দূর? জাহাজডুবী হওয়ায় আমরা সেই দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিলাম।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমাদের জাহাজের নাম কিং অব্ কার্থেজ; কাপ্তেনের নাম কাপ্তেন্ ব্লকম্যান; আপনার শেষ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিব না, কারণ, সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা আমার

বিদ্যার বাহিরে; আমি এই জাহাজের ডাক্তার। যাহা হউক, জানিয়া আসিয়া আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।"

ক্ষণকাল পরে তিনি আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "শাল্‌ভেজ দ্বীপপুঞ্জ এখান হইতে সত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব্ব।"

আমি বলিলাম, "আমরা যে জাহাজে আসিতেছিলাম, তাহার নাম ফিজি প্রিন্সেস্, সেই জাহাজ শাল্‌ভেজ দ্বীপপুঞ্জের নিকটে আসিয়া জলমগ্ন হয়। কা'ল প্রভাতে একখানি জাহাজ দেখিয়া একখানি বোটে আমরা সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করি; কিন্তু হঠাৎ কুয়াশা হওয়ায় মধ্য-সমুদ্রে আসিয়া আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হই, সে জাহাজও ধরিতে পারিলাম না, দ্বীপেও ফিরিতে পারিলাম না, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আমরা ভাসিয়া চলিয়াছিলাম, অবশেষে আপনারা আমাদের উদ্ধার করিয়াছেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনারা ভয়ানক বিপদ্ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছেন, আপনার এরূপ কষ্ট সহ্য না হইলে আপনাদের জীবিত দেখিতে পাইতাম না, আপনাদের জাহাজডুবীর পর জাহাজের অন্য কোন লোক রক্ষা পায় নাই?"

আমি বলিলাম, "আমরা তিন জন ভিন্ন আর যে কেহ রক্ষা পাইয়াছে, তাহা বোধ হয় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনাদের দুই জনকে ত দেখিতেছি, আর এক জন কোথায়?"

আমি বলিলাম, "তৃতীয়টি আটবৎসরের একটি বালিকা। জাহাজ ডুবিবার সময় বোধ হয়, তাহার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তার পর নানা প্রকার অনিয়মে তাহার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠে, আমরা যে দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেই দ্বীপেই তাহার মৃত্যু হয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "এমন শোচনীয় কাহিনী সর্ব্বদা শ্রবণ করা যায়

না, আপনাদের অবস্থার কথা শুনিয়া কষ্ট হয়; আপনার সঙ্গিনীটি যে বাঁচিয়াছেন, ইহাই বিচিত্র। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন কিছু কাল পূর্ব্বে আমাকে আপনাদের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।"

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গিনী যুবতীটি মিস্ মে-বোর্ণ; শুনিয়াছি, তাঁহার পিতা কেপকলোনির মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণখনির স্বত্বাধিকারী সুবিখ্যাত মিঃ মে-বোর্ণ নহেন ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ইনি তাঁহারই কন্যা, ফিজি প্রিন্সেস্ ডুবিয়া গিয়াছে, এ কথা শুনিলে বৃদ্ধ মনে গুরুতর আঘাত পাইবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "সম্ভব বটে, কিন্তু ফিজি প্রিন্সেস্ যে সময়ে কেপ-টাউনে পৌঁছিত, আমরাও প্রায় সেই সময়েই সেখানে পৌঁছিব; আমাদের এই জাহাজে প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিতে পাইলে বৃদ্ধের আর কোন উৎকণ্ঠার কারণ থাকিবে না। আপনাকে আর বেশী কথা কহিতে দিব না। আপনি যতখানি পারেন, ব্রথ খাইয়া শুইয়া থাকুন, আরও খানিকটা নিদ্রার আবশ্যক। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন।"

ডাক্তারের উপদেশানুসারে, আমি ব্রথ খাইয়া আবার শুইয়া পড়িলাম, সন্ধ্যার পর আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তাহার একটু পরেই ডাক্তার আসিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি পোষাক করিয়া এখন একবার ডেকে গিয়া বসিতে পারেন, ডেকেই আপনার আহারের স্থান হইয়াছে।"

তাঁহার কথানুসারে আমি ডেকে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, জাহাজের প্রথম শ্রেণীর আরোহিগণ প্রায় সকলেই ডেকে আসিয়া বসিয়াছেন। আরোহীরা আমার বিপদের কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও আমার শরীরের অবস্থা-বিবেচনায় ডাক্তার আমাকে অধিক কথা কহিতে

নিষেধ করিলেন। ডেকে আসিয়া আমি মিস্ মে-বোর্ণের সংবাদ লইলাম; শুনিলাম, তিনি ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। আহারাদির পর ফিজি প্রিন্সেস্ কিরূপে ডুবিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জাহাজের কাপ্তেন আমার নিকট জানিয়া লইলেন।

কথাপ্রসঙ্গে কাপ্তেন বলিলেন, "মিঃ মে-বোর্ণ আপনার নিকটে যে কিরূপ কৃতজ্ঞ হইবেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; আপনি তাঁহার কন্যাকে যে ভাবে বাঁচাইয়াছেন, তাহাতে অচিরে আপনার সৌভাগ্যোদয় হইবে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে অনেকেই আপনার সৌভাগ্যের ঈর্ষা করিবে। আপনার নামটি কি, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমার বুকের মাঝে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল, যাঁহাদের নিকট আমি এত উপকার পাইলাম, যাঁহারা আমার প্রাণদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁহাদের নিকট কিরূপে মিথ্যাকথা বলিব, ইহা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের কাজ; কিন্তু উপায় নাই, সত্যকথা বলিলে নর-হত্যাপরাধে ভবিষ্যতে আমার বিড়ম্বিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সুতরাং কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আমার নাম রেক্সফোর্ড।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রুসবরির সুবিখ্যাত রেক্সফোর্ড-পরিবারের সহিত কি আপনার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে?"

আমি বলিলাম, "তাহা ঠিক বলিতে পারি না, বাল্যকাল হইতেই আমি ইংলণ্ডের বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছি, পিতৃবংশের কোন সংবাদ রাখি না।"

কাপ্তেন বলিলেন, "নামটা খুব সাধারণ নাম নহে, এ জন্যই আপনাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সার জর্জ্জ রেক্সফোর্ড আমাদের কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর; তিনি অতি চমৎকার লোক। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি সেই বংশের কেহ হইবেন। আমি এখন চলিলাম, আপনি বেশী

ঠাণ্ডা লাগাইবেন্ না, ক্যাবিনে যান। আমাদের জাহাজে এবার যাত্রীর সংখ্যা বড় অধিক, একটি কামরাও খালি নাই, এজন্য আপনাকে ভাল কামরায় স্থান দিতে পারি নাই। যাহা হউক, জাহাজের যে কামরায় সমুদ্রের মানচিত্র আছে, সেই কামরায় আপনার বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, একটা বিছানাও পাঠাইয়া দিয়াছি, সেখানে বোধ হয়, আপ-নার থাকিবার অসুবিধা হইবে না।"

আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ মহাশয়, আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম, আমাদের জন্য আপনাকে অনেক অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে।"

কাপ্তেন বলিলেন, "না না, সে কথা আপনি মনে করিবেন না, ইহা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য,আমাদের সকলেরই এইরূপ বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

কাপ্তেন প্রস্থান করিলেন, আমিও আমার কামরায় প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম। অবিলম্বে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল,পরদিন বেলা আটটার সময় আমি জাগিয়া উঠিলাম। ক্ষণকাল পরে ডাক্তার আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছেন?"

আমি বলিলাম, "আজ বেশ ভাল আছি, আর কোন অসুখ নাই, মিস্ মে-বোর্ণ কেমন?"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি প্রায় সুস্থ হইয়াছেন, তিনি প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বেশ সুস্থ হইয়াছেন কি না, এ কথা জানি-বার জন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ। আপনিও ভাগ্যবান্ পুরুষ।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনার ভ্রম হইল, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ পর্য্যন্ত কোন দিন আমি অদৃষ্টের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতে যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহাতেই অকৃতকার্য্য হইয়াছি। বাল্যে ব্যাট-বল খেলিতে

গিয়া আমিই সর্ব্বপ্রথমে আউট হইতাম ; ফুটবল খেলিতে গিয়া দলের মধ্যে আমিই আহত হইতাম ; অক্সফোর্ডে লেখা-পড়া শিখিতে গিয়া অকারণে কর্ত্তৃপক্ষের অনেক কটূক্তি সহ্য করিয়া কলেজ ছাড়িলাম ; পিতার সহিত মতভেদ হওয়ায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। যৌবনে বিদেশে একাকী আমি কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। আমার অদৃষ্টে সুখ থাকিলে আজ আমি কোটিপতি হইতে পারিতাম, তাহার যথেষ্ট সুযোগও ঘটিয়াছিল ; কিন্তু হঠাৎ আমি অসুস্থ হওয়ায় অন্য লোকে আমার সেই সুযোগ হরণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইল। অবশেষে স্বদেশে ফিরিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই আমি দৈববিড়ম্বনায় দেশত্যাগে বাধ্য হইলাম।”

ডাক্তার বলিলেন, “আমার বোধ হইতেছে, এত দিনে আপনার দুর্ভাগ্যের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। মিঃ মে-বোর্ণের প্রাণাধিকা কন্যা জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়াছিল, আপনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছেন, ইহা আমি শুনিয়াছি ; তাহার পর সেই জাহাজ ডুবিলে পুনর্ব্বার আপনি সেই বালিকার প্রাণরক্ষা করিলেন ; অবশেষে নানা বিপদ্ হইতে আমরা আপনাদের উদ্ধার করিলাম। মিঃ মে-বোর্ণ আপনার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ, বুঝিতে পারিতেছেন। বালিকার পিতা এই ঋণ-পরিশোধে কখনই ত্রুটি করিবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও গৌরবপূর্ণ। এ সকল কথা এখন থাক্ ; আমি শীঘ্রই আপনার খাবার এইখানে পাঠাইয়া দিব, তাহার পর এই জাহাজে কয়েক জন আরোহীর সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিব, আপনাদের দুই জনের সহিত আলাপ করিবার জন্য জাহাজের অনেকেই বড় আগ্রহবান্।”

ডাক্তার প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরে আমার কামরাতেই আমার খাবার আসিল। আহার শেষ হইলে ডাক্তার আসিয়া আমাকে ডেকে লইয়া

চলিলেন। সে সময় ডেকের উপর জাহাজের অধিকাংশ আরোহীকেই দেখিতে পাইলাম। এ সকল আরোহীর মধ্যে দুই জন পাদরী ছিলেন, দুই তিন জন ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে দেখিলাম; কয়েক জন সৈনিক কর্ম্মচারীও ছিলেন;—দেখিলাম, মহিলার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে, অনেকগুলি বালক-বালিকাও আছে। ডাক্তার অনেকের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমার আরোগ্যলাভে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই জাহাজের উপরেই মিস্ মে-বোর্ণের তিনটি মহিলা-বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যখন জাহাজে তোলা হয়, তখন তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই। কিং অফ্ কার্থেজ ফিজি প্রিন্সেস অপেক্ষা অনেক ভাল জাহাজ এবং ইহা অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলিতে পারে।

অপরাহ্নকালে আর একবার আমি ডেকে বেড়াইতে আসিলাম। এ পর্য্যন্ত একবারও আমি মিস্ মে-বোর্ণকে দেখিতে পাই নাই, তাঁহার কামরাটি কোন্ দিকে, এ কথা পর্য্যন্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই। আমি যখন ডেকে আসিলাম, তখন বৈকালিক চা চলিতেছিল, আমিও এক পেয়ালা চা উপহার পাইলাম। চা-পান শেষ হইলে, জাহাজের কাপ্তেন আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ক্যাবিনে যাই, তাহা হইলে তিনি আমাকে একটি জিনিস দেখাইতে পারেন। আমি উঠিয়া কাপ্তেনের অনুসরণ করিলাম। একটি ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া তিনি আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন; আমি দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলাম, মিস্ মে-বোর্ণ সেই কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ এখানে! কাপ্তেন সাহেব যে তাঁহার ক্যাবিন আপনার ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা আমি

জানিতাম না। যাহা হউক, আপনি এখন কেমন আছেন? আশা করি, অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "হাঁ, আমি অনেক সুস্থ হইয়াছি; শীঘ্রই বোধ হয়: স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিব। মিঃ রেক্সফোর্ড, আমি কাপ্তেন ব্লকম্যান্‌কে আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম; স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আমি সাধারণের সম্মুখে বাহির হইবার পূর্ব্বে আপনার নিকট প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে, আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, সে কথা কখনও বিস্মৃত হইবার নহে; আপনি একাধিকবার আমার প্রাণ দান করিয়াছেন; এ ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব?"

আমি বলিলাম, "আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হউন, তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছি মনে করিব। আমার অন্য প্রার্থনা নাই।"

কিন্তু সত্যই কি আমার অন্য প্রার্থনা ছিল না? ঈশ্বর জানেন, এই কয় দিন বিপদের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া আমি এই বালিকাকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলাম; এ সময় আমার মনের ভাব তাঁহার নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিলে এমন কি দোষের কাজ হইত? কিন্তু আমি সে কথা বলিলাম না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তথাপি আমার জিহ্বা আমি সংযত করিলাম। আমরা দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

অনেকক্ষণ পরে মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, ফিজি প্রিন্সেস্ জাহাজে আপনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনি চাকরীর সন্ধানে যাইতেছেন; এ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে যদি আমার তাহা অনধিকারচর্চ্চা হয়, তাহা হইলে আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনার কথার ভাবে আমি ইহাও

বুঝিয়াছিলাম যে, সেখানে আপনার কোন মুরব্বী নাই,কোনরূপে আপনার সাহায্য করেন,এরূপ লোক একজনও নাই। আমার নিকট অঙ্গীকার করুন, আমার বাবা যদি আপনাকে কোনরূপ সাহায্য করেন,তাহা গ্রহণে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আমার বাবা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কোন সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না; আপনি যে তাঁহার কন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আপনার চেষ্টা ভিন্ন তিনি যে আমাকে পাইতেন না, এ কথা তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না।"

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ, পুরস্কারের লোভে আমি আপনার জীবনরক্ষায় প্রবৃত্ত হই নাই।"

কথাটা বলিয়াই আমার মনে হইল, হয় ত এতটুকু রূঢ়তা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত।

আমার কথা শুনিয়া মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন,"পুরস্কারের লোভে আপনি আমার প্রাণরক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই, এ কথা আমার অপেক্ষা আর কে অধিক ভাল জানে? আমি আপনাকে পুরস্কারের লোভ প্রদর্শন করি নাই, সে ভাবে আপনাকে অপমানিত করা আমার অসাধ্য। বোধ হয়, আমি আমার অভিপ্রায় আপনাকে ঠিক বুঝাইতে পারি নাই, আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না। আপনার নিকট আমি যে অশেষ ঋণে আবদ্ধ, সেই ঋণ আমি কিরূপে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিশোধ করিতে পারি,তাহা জানাই আমার অভিপ্রায় ছিল। বাবা আপনাকে ভাল চাকরী দিবার জন্য তাঁহার শক্তিশালী বন্ধুগণকে অনুরোধপত্র দিতে পারেন, এমন কি, তিনি আপনাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন, ইহা আপনার পক্ষে যথেষ্ট ফলদায়ক হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

আমি নরহত্যার অপরাধে ধরা পড়িবার ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া

বহু দূরে আফ্রিকায় পলায়ন করিতেছি। সেখানে উপস্থিত হইয়া সভ্যতা-সংস্পর্শ-শূন্য কোন আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। কেপকলোনির কোন শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের সংস্রব আমার পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য। আমার মনেব ভাব বুঝিতে পারিলে, আমার গুপ্ত রহস্য অবগত থাকিলে মিস্ মে-বোর্ণ কখনই আমার নিকট এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেন না। যাহা হউক, মিস্ মে-বোর্ণের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দেওয়া আমি সঙ্গত বোধ করিলাম না; তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিলাম, "আমি, এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন কথা ঠিক করিতে পারি নাই, কেপকলোনিতে উপস্থিত হইয়া আপনাকে আমার অভিপ্রায় জানাইব।"

সেই দিন হইতে আমাদের সমুদ্রযাত্রা বেশ সুখকর বোধ হইতে লাগিল। জাহাজের কর্ম্মচারিগণ আমাদের প্রতি আদর-যত্নে কোন দিন কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, যে সকল যাত্রী জাহাজ ভাড়া দিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় সকল বিষয়েই আমাদের স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, আমিও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে ত্রুটি করি নাই।

জাহাজ ক্রমে যত কেপ্‌টাউনের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আমারও দুশ্চিন্তা তত বৃদ্ধি হইতে থাকিল। জাহাজের সকলেই আমাকে ভালবাসিতেছেন, আমার প্রতি মিস্ মে-বোর্ণের অখণ্ড বিশ্বাস, এ অবস্থায় যদি দৈবাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে, আমি নরহন্তা, রাজদণ্ডভয়ে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা ভিন্ন আর আমার কি উপায় আছে?

আমরা যে দিন কেপ্‌টাউনে পৌছিব, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ডেকের উপর রেলিঙে ভর দিয়া আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম; কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মিস্ মে-বোর্ণ একটি সম্ভ্রান্ত-মহিলার সহিত গল্প করিতেছিলেন।

মহিলাটি প্রস্থান করিলে মিস্ মে-বোর্ণ আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে দিন সন্ধ্যাকালে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। জাহাজের একজন মহিলা যাত্রী একটি কারুকার্য্য-শোভিত গরম গাত্রবস্ত্র মিস্ মে-বোর্ণকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হওয়ায় মিস্ মে-বোর্ণকে চমৎকার সুন্দরী দেখাইতেছিল।

মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে বলিলেন, "আর একদিন মাত্র বাকী, কা'ল আমরা কেপ্ টাউনে পৌঁছিব। আপনি আমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে আছে ত?"

মনে বিলক্ষণ ছিল, তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা মিস্?"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "বাবা আপনার জন্য চাকরীর জোগাড় করিয়া দিলে তাহা আপনাকে লইতেই হইবে; আপনি অসম্মত হইতে পারিবেন না।"

আমি বলিলাম, "এ কথা আমি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছি, আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। আমি ত আপনাকে একাধিকবার বলিয়াছি,—আমার জীবন ঠিক অন্য লোকের জীবনের মত নহে, আমার অতীত জীবন পাপকলঙ্কিত ও ঘোর অন্ধকারপূর্ণ। ঈশ্বর জানেন,আমি আমার অতীতকালের জন্য কত অনুতাপ করিয়াছি; কিন্তু অনুতাপ যতই আন্তরিকতাপূর্ণ হউক, স্মৃতির দংশনজ্বালা হইতে আমাকে উদ্ধার করা তাহার সাধ্য নহে। যত শীঘ্র সম্ভব, সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে আমি দূরে যাইব; কেপকলোনিতে উপস্থিত হইবামাত্র আমি ট্রান্সভালে যাত্রা করিব; সেখানে নূতন করিয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিব। আশা করি, এবার পরমেশ্বর আমার সহায় হইবেন, আশা করি, এবার আমি সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে পারিব।"

মিস্ মে-বোর্ণ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বর আপনার আশা পূর্ণ করুন।"

আমি ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে চিরসুখিনী করুন।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে যদি আপনার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি,তবে তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার বিষয় হইবে।"

আমি মিস্ মে-বোর্ণের হাতখানি ধরিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিলাম, "মিস্ মে-বোর্ণ,আগামী কল্য আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করিব, হয় ত জীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না, আপনার সাহচর্য্যে আমি কত সুখী হইয়াছিলাম, তাহা বোধ হয়, আপনি ধারণা করিতে পারিবেন না। আপনার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমার মনে সুখ ছিল না,আমার আশা ছিল না, জীবনধারণ আমার নিকট বিড়ম্বনা-পূর্ণ মনে হইত ; কিন্তু আপনার সাহচর্য্যে মনে হইতেছে, এখন আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি, ঈশ্বরের অপার করুণায় আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আমি আপনার ন্যায় পবিত্র-হৃদয়া রমণীর ছায়া-স্পর্শেরও যোগ্য নহি, তথাপি আমি আপনাকে যত ভালবাসিয়াছি, জীবনে কোন রমণীকে তত ভালবাসিতে পারিব না। আপনার নিকট চির-বিদায় লইবার পূর্ব্বদিন এ কথা স্বীকার করিয়া বোধ হয় আমি ভাল করিলাম না, এ কথা স্বীকার করিয়া বোধ হয় আমি আপনার অপমান করিলাম, আপনি দয়া করিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি যে আপনাকে ভালবাসি,এ কথা আপনি বিস্মৃত হইবেন,যদি কোন সুখের দিন,কোন আনন্দের দিন আমার কথা আপনার মনে পড়ে, তাহা হইলে মনে করিবেন, পৃথিবীতে আমার ন্যায় হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। আমার ভালবাসার অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করিবেন।"

মিস মে-বোর্ণ আমার কথা শুনিয়া পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি কোন অপরাধ করেন নাই, তবে কেন অনর্থক মার্জ্জনার কথা বলিতেছেন? আপনি আমাকে ভালবাসেন, ইহা আমার পক্ষে গৌরবের কথা, অহঙ্কারের বিষয়।"

মিস্ মে-বোর্ণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর পুনর্ব্বার বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আপনি বলিলেন,আমাকে ভালবাসেন,কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে জন্য আপনি আত্ম-তিরস্কার করিলেন, আপনি দরিদ্র বলিয়াই কি এরূপ করিলেন? আপনি দরিদ্র না হইয়া যদি ধনবান্ হইতেন, তাহা হইলে আমাকে আপনার ভালবাসা অসঙ্গত হইত না, এরূপ যদি আপনি মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনি অবিচার করিতেছেন, এ কথা আমি অনায়াসে বলিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "না, আপনার সম্বন্ধে আমার এরূপ হীন ধারণা নাই।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আপনি স্বীকার করিয়াছেন, আপনি আমাকে ভালবাসেন।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এ কথা মিথ্যা নহে, মানুষ কোন রমণীকে কখনও ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।"

মিস্ মে-বোর্ণ নিম্নস্বরে বলিলেন, "আমি যদি বলি,আমিও আপনাকে ভালবাসি, তাহা হইলে কি আপনি সুখী হইবেন?"

আমি অধীরস্বরে বলিলাম, "পরমেশ্বর যেন তাহা না করেন, আমাকে আপনি ভালবাসিবেন না, আমি আপনার প্রেমের যোগ্য নহি।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন,"আপনি কেবল আমার প্রেমের নহে, আমার পূজার যোগ্য। আপনি কেন সর্ব্বদা এ ভাবে আত্ম-তিরস্কার করেন?"

আমি বলিলাম, "কারণ, অনুশোচনার অনলে আমার হৃদয় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে, কি কলঙ্কের কালিমায় আমার জীবন আচ্ছন্ন, তাহা আপনার অনুমান করিবার সামর্থ্য নাই।"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "তাহা আমি জানিতে চাহি না, কিন্তু আমি আপনার যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার ন্যায় পরহিতব্রতপরায়ণ মহাত্মা মনুষ্যলোকে বিরল।"

আমি বলিলাম, "এ সকল কথা লইয়া অধিক বাদানুবাদ করা আমার পক্ষে প্রীতিকর নহে, আমি কিরূপ নরাধম, তাহা আমি ভিন্ন অন্যে কি জানিবে? আমার পাপের কাহিনী আমি আপনাকে বলিতে পারিব না; কিন্তু হয় ত একদিন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতে পারে, আপনার তাহা কর্ণগোচর হওয়াও অসম্ভব নহে; তখন আপনি এইটুকু মনে করিবেন, আমি যাহাই হই, আপনার প্রতি ভদ্র-ব্যবহারে আমি কোন দিন সাধ্যানুসারে ত্রুটি করি নাই।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মিস্ মে-বোর্ণ অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে আমাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমিও আপনাকে ভালবাসি; তথাপি আপনি বলিতেছেন, আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি চলিয়া যাইবেন। যদি আপনার মত-পরিবর্তনের উপায় না থাকে, তবে তাহাই হউক; কিন্তু আমরা যেন পরমেশ্বরের করুণায় বঞ্চিত না হই।"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাই হউক, কিন্তু সহসা আমার কণ্ঠরোধ হইল, দুই বিন্দু অশ্রু আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল; তাহা লুকাইবার জন্য আমি মুখ ফিরাইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিলাম, কত কষ্টে যে আত্ম-সংবরণ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। মনস্থির করিয়া দৃষ্টি ফিরাইলাম, দেখিলাম, মিস্ মে-বোর্ণ আর সেখানে নাই, তিনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছেন।"

নবম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় আমাদের জাহাজ কেপ্ টাউনের অদূরবর্ত্তী টেব্‌লবে নামক উপসাগরে উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে দুশ্চিন্তা ও ভয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। আমার মনে হইল,হয় ত সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমি যে এই জাহাজে আছি, তাহা কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি আমার আশঙ্কা হইল, হয় ত পুলিসের লোক আমার সন্ধানে বন্দরে প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেলা অধিক হইলে, জাহাজ বন্দরে ভিড়িল, আমি ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম; পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম মিস্ মে-বোর্ণ। মিস মে-বোর্ণ আমার পাশে আসিয়া বলিলেন,"মিঃ রেক্সফোর্ড, একটি বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা কি, তাহা আপনাকে অগ্রে বলিব না, চলুন, আপনি তাহা পূর্ণ করিবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনি কোন্ বিষয়ে অনুরোধ করিবেন, তাহা জানিবার পূর্ব্বে কিরূপে অঙ্গীকার করিব? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব।"

মিস্ মে-বোর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "কোন অসম্ভব কার্য্য করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব না। আমি বলিতেছিলাম, সম্ভবতঃ বাবা আমার সন্ধানে এখানে আসিবেন না, আপনি আমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবেন। দোহাই আপনার, আপনি 'না' বলিবেন না। আমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করা কি আপনার পক্ষে অসম্ভব?"

মিস্ মে-বোর্ণ আমার দিকে এমন কাতর-দৃষ্টিতে চাহিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন হইল, কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সুবিখ্যাত ধনপতি মিঃ মে-বোর্ণের প্রাণাধিকা কন্যার আমি জীবন রক্ষা করিয়াছি,এ কথা কেপ্‌টাউনের সম্ভ্রান্ত-সমাজের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইবে না ; এই ব্যাপার লইয়া আমার প্রকৃত পরিচয়ও প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে, সুতরাং অতি সহজেই আমি ধরা পড়িব।

এই সকল কথা ভাবিয়া আমি মিস্ মে-বোর্ণকে বলিলাম, "দেখুন, আমার নিজের উপর আমার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। এখন আমি ঘটনা-চক্রের দাস। আমি কেপ্‌টাউনে বোধ হয় অধিকক্ষণ থাকব না ; এত তাড়াতাড়ি এই স্থান পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যক, সে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না ; আমার অধিকক্ষণ এখানে থাকা অসম্ভব, ইহাই বিশ্বাস করুন।"

আমার কথা শুনিয়া মিস্ মে-বোর্ণের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমার কথায় তিনি হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন বুঝিয়া আমি বড় মর্ম্মাহত হইলাম ; ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, আমি তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিব। যদি ধরা পড়িতেই হয়,তাহা হইলে মিঃ মে-বোর্ণের আশ্রয়ে ধরা পড়াই ভাল। কারণ, তিনি যেরূপ শক্তিসম্পন্ন লোক, তাহাতে হঠাৎ কোন বিপদ্ ঘটিলে তাঁহার সাহায্যে অনেক উপকার হইতে পারে। আমি মিস্ মে-বোর্ণকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

জাহাজের আরোহিগণ একে একে জাহাজ ত্যাগ করিলেন, আমি ও মিস্ মে-বোর্ণ জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য বহু ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম,

ডাক্তারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া জাহাজ হইতে নামিলাম; সন্ধান লইয়া জানিলাম, মিঃ মে-বোর্ণ তাঁহার কন্যার সন্ধানে বন্দরে আসেন নাই।

আমরা শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারীদের হাতে পড়িলাম না, কারণ, আমাদের সঙ্গে কোন জিনিসপত্র ছিল না; আমরা একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ কোচ্ম্যানকে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিলেন; গাড়ী নানা পথ ঘুরিয়া মিঃ মে-বোর্ণের বাসভবনের অভিমুখে চলিল। আমি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইতে সাহস করিলাম না; গাড়ীর মধ্যে এক কোণে বসিয়া প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারের সুপ্রশস্ত সুবৃহৎ অট্টালিকাগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আমার প্রথম পদক্ষেপণ; প্রত্যেক দৃশ্য আমার নিকট সুন্দর ও নূতন বোধ হইতে লাগিল, মৃত্যুর চির-অন্ধকারপূর্ণ গুহাদ্বার হইতে আমরা জনপূর্ণ, আলোকপূর্ণ নগরে ফিরিয়া আসিয়াছি।

একটা পথের মোড়ে আসিয়া গাড়ী যে পথে প্রবেশ করিল, তাহার উভয় পার্শ্বে সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী, বৃক্ষের ছায়ায় পথটি আচ্ছন্ন। বোধ হইল, যেন আমরা কোন কুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিতেছি। কিছু দূর গিয়া একটি প্রশস্ত ফটকের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল, আমি তৎক্ষণাৎ নামিয়া দেখিলাম,সম্মুখেই সুবিস্তীর্ণ একটি তেতালা অট্টালিকা। অট্টালিকার সম্মুখে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। বাড়ীটি দেখিয়াই বুঝিলাম, গৃহস্বামী মহা ধনবান্ ব্যক্তি। মিস্ মে-বোর্ণ ইংলণ্ড অপেক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকা কি জন্য অধিক পছন্দ করেন, তাহা তাঁহার পিতার বাসভবন দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম।

আমি গাড়ী হইতে নামিলে মিস্ মে-বোর্ণ আমার অনুসরণ করিলেন। আমাদের নামিবার অব্যবহিত পরেই একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ফটক পার

হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিলেন। তাঁহার বয়স যাট বৎসরের কম নহে; কিন্তু দেখিয়া বেশ সবল ও সুস্থ বোধ হইল। বোধ হইল যেন, সে দেহে এখনও যৌবনের উৎসাহ বর্ত্তমান। বৃদ্ধ আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিস্ মে-বোর্ণ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ইনিই মিঃ মে-বোর্ণ। পিতা ও কন্যার আলাপের সময় আমার ন্যায় একজন অপরিচিত ব্যক্তির তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ মে-বোর্ণ আমার কাছে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমার কন্যার মুখে শুনিলাম আপনি তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আপনাকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না, কিন্তু আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনার নিকট কত দূর উপকৃত, তাহা অন্য লোকের বুঝিবার সাধ্য নাই।"

মিঃ মে-বোর্ণ এরূপ কৃতজ্ঞতাভরে ও উচ্ছ্বাসের সহিত এই কথাগুলি বলিলেন যে, তাহার উত্তরে আমি কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। মিঃ মে-বোর্ণ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন;—বলিলেন, "আসুন, আমার গৃহে আপনি অতিথি, এই শুভদিনের জন্য অন্তরের সহিত পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"—তাহার পর তিনি তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি, এমন সময় কোচ্ম্যান আমাকে ডাকিয়া ভাড়া চাহিল।

গাড়ীর ভাড়া দেওয়া হয় নাই, এ কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলাম, হঠাৎ আমার মনে পড়িল, আমার পকেটে কিছুই নাই, আমার সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, ফিজি প্রিন্সেসের

সঙ্গে সঙ্গে তাহা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। আমি সম্বলহীন। ক্ষণকালের জন্য আমি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোচ্‌ম্যানকে কি বলিব, স্থির করিতে পারিলাম না; কিন্তু মিঃ মে-বোর্ণ অবিলম্বেই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া কোচ্‌ম্যানের প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেন; তাহার পর এ কথা তিনি পূর্ব্বে বিবেচনা করেন নাই বলিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমরা তিন জনেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম।

মিঃ মে-বোর্ণ আমাদিগকে প্রথমেই ভোজনাগারে লইয়া গেলেন। টেবিলে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ছিল, আমরা আর বিলম্ব না করিয়া আহারে বসিয়া গেলাম। মিঃ মে-বোর্ণ আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্স-ফোর্ড, এখন আমি আপনাদের বিভ্রাটের সকল কথা আদ্যোপান্ত শুনিতে চাই। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলাম যে, মনে হইতেছিল, আমার ন্যায় হতভাগা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই, এখন দেখিতেছি, আমার উপর পরমেশ্বরের বড়ই অনুগ্রহ। আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে সুস্থদেহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আজ আমার আনন্দের সীমা নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের জাহাজডুবীর সংবাদ কি আপনি শুনিয়াছিলেন?"

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "গত রাত্রে টেনেরিফ হইতে আমি এক টেলিগ্রাম পাই, তাহাতে জানিতে পারি, ফিজি প্রিন্সেসের সেখানে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান নাই। আমার কন্যা আমাকে বলিয়াছে, কিং অব্ কার্থেজ জাহাজে আপনারা আশ্রয় পাইয়াছিলেন; কিং অব কার্থেজ আজ এখানে আসিবে, তাহা আমি জানিতাম। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম,

আজ মধ্যাহ্নে সেই জাহাজে গিয়া ফিজি প্রিন্সেসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব। আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, আপনারা এই জাহাজেই আসিতেছেন। মিঃ রেক্সফোর্ড, এই কয় দিন যে আমি কি উদ্বেগে কাটাইয়াছি, তাহা আপনি ধারণা করিতে পারিবেন না।"

আমি বলিলাম, "আপনার উদ্বেগ আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "এখন আপনি আপনার বিপদের কাহিনী বলুন, কোন কথা বাদ দিলে চলিবে না।"

আমি জাহাজডুবীর পর হইতে কিং অব্ কার্থেজে আশ্রয়-গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম। মিঃ মে-বোর্ণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিলেন। আমার কথা শেষ হইলে তিনি তাঁহার কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আগ্‌নেস্, মিঃ রেক্সফোর্ড সকল কথাই ত আমাকে বলিয়াছেন ?"

মিস্ মে-বোর্ণ বলিলেন, "না, উনি অর্দ্ধেকও বলেন নাই; স্পেনীয় উপকূলে আমি হঠাৎ জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া যাই, উনি তৎক্ষণাৎ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়েন এবং বহু কষ্টে আমাকে উদ্ধার করেন, সে কথা উনি আপনাকে বলেন নাই। তার পর যখন জাহাজ ডুবিয়া যায়, তখন উনি কর্ক-নির্ম্মিত জামা স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন; এরূপ না করিলে হয় ত আমার জীবনরক্ষা হইত না; তাহার পর উনি শেষ পর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ দয়া ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।"

কন্যার কথা শুনিয়া মিঃ মে-বোর্ণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, ধন্য আপনার সাহস! ধন্য আপনার বীরত্ব! আপনি আমার কন্যার প্রাণদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে আমার কাছে উপস্থিত

করিয়াছেন, আপনার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। চির-জীবনের জন্য আমি আপনার বন্ধু হইয়া রহিলাম। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার গৃহ আপনার গৃহ বলিয়া মনে করিবেন; বাক্যে আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অসম্ভব; কিন্তু এমন সময় আসিতে পারে, যখন কার্য্যে আমি এই কৃতজ্ঞতা কোন না কোন উপায়ে প্রকাশ করিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "আপনি আমার নিকট যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি যে ভাবে আপনার গৃহে আমার অভিনন্দন করিয়াছেন, সে জন্য আমিও আপনার নিকট অল্প কৃতজ্ঞ নহি।"

ফিজি প্রিন্সেস্ জাহাজে মিঃ মে-বোর্ণের পত্নীর সহোদর আসিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে বৃদ্ধ বড়ই শোকাকুল হইলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে জলযোগের পর মিঃ মে-বোর্ণের সহিত গোপনে আমার সাক্ষাৎ হইল। কেপ্ টাউন-পরিত্যাগের জন্য আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম, আমি মিঃ মে-বোর্ণকে আমার মনের কথা বলিলাম এবং তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

মিঃ মে-বোর্ণ একটা চুরুট ধরাইয়া ধূম্রপান করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আমি সরলভাবে আপনার নিকট আমার মনের কথা বলিতেছি। আমি আমার কন্যার নিকট যাহা শুনিয়াছি ও আপনার কথার ভাবে যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে অনুমান হইতেছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনি চাকরীর চেষ্টায় আসিয়াছেন, আমার এ অনুমান কি সত্য নহে?"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান যথার্থ, যত সত্বর আমাকে একটা চাকরী জোটাইয়া লইতে হইবে।"

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "কিরূপ চাকরী আপনার পছন্দ? কিরূপ

কার্য্যে আপনার অভিজ্ঞতা আছে, এ সকল কথা আমি জানিতে চাই। বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া যে আমি এ কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না, আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি, এরূপ আমার শক্তি আছে।”

আমি বলিলাম, “কিরূপ চাকরী করিব, সে সম্বন্ধে কোন কথা চিন্তা করি নাই ; পৃথিবীতে বহু স্থানে আমি ঘুরিয়াছি এবং নানা প্রকার কাজে হাত দিয়াছি, তন্মধ্যে খনির কার্য্যেই আমার অধিক অনুরাগ।”

মিঃ মে-বোর্ণ সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বটে, আপনি খনির কাজ জানেন ?”

আমি বলিলাম “হাঁ, কিছু কিছু জানি. সোনার খনিতেই আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে।”

মিঃ মে-বোর্ণ তখন সোনার খনির কাজ সম্বন্ধে আমাকে দুই একটি প্রশ্ন করিলেন,আমার উত্তর শুনিয়া বোধ হয়,তিনি সন্তুষ্ট হইলেন ; তাহার পর তিনি পকেটবুক খুলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পাতা উল্টাইলেন।

অনন্তর পকেটবুক বন্ধ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “মিঃ রেক্সফোর্ড, দেখিতেছি, আপনি ঠিক সময়েই এখানে আসিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আপনি আমার কিছু উপকার করিতে পারেন ; সঙ্গে সঙ্গে আপনিও উপকৃত হইতে পারেন।”

আমি বলিলাম, “কি করিতে হইবে, বলুন, সাধ্য হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই করিব।”

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, “আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে আমার কতকগুলি সোনার খনি আছে, বুলুওয়াও নামক স্থান হইতে পঁচাশী মাইল দূরে মাস্‌নাল্যাণ্ডে সংপ্রতি আমার একটি স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়াছি, সেই

খনিতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ আছে, তার কাজও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। সেই খনির কাজ চালাইবার জন্য আমার একজন বিশ্বাসী ও সুদক্ষ ম্যানেজারের আবশ্যক; এ দেশের খনির ব্যবসায়ে এত লোক লিপ্ত আছে যে, একজন দক্ষ ম্যানেজার সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, যাহারা অতি চতুর ও দক্ষ, তাহারাই অধিক স্বার্থপর। এই কারণে কোন দক্ষতার বিচারে আমি কোন লোককে এই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করি নাই। বিশেষতঃ সেই খনির প্রতি নানা কারণে আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়াছে, অথচ আমার এখান হইতে নড়িবার যো নাই, সেই জন্য আমি জানিতে চাই, আপনি কি এই চাকরী লইতে সম্মত আছেন?"

বলা বাহুল্য, আমি আনন্দের সহিত মিঃ মে-বোর্ণের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; আমি যেরূপ চাকরী চাই, এই চাকরীটি ঠিক সেইরূপ। আমি সম্মতি-জ্ঞাপন করিলে মিঃ মে-বোর্ণ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর তিনি আমাকে ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। আমি এই চাকরী-গ্রহণে সম্মত হইয়াছি, শুনিয়া মিস্ মে-বোর্ণ অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনি এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন যে, আমার ভয় হইতে লাগিল, মিঃ মে-বোর্ণ হয় ত ভাবিতেছেন, আমি তাঁহার কন্যার সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়াই এইরূপ চাল চালিয়াছি। কিন্তু সে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। আমার মত লোকের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমার ও তাঁহার—কাহারও অবিদিত ছিল না।

সেই দিনই স্থির হইয়া গেল, কেপ্‌টাউনে আর বিলম্ব না করিয়া পরদিনই আমি আমার নূতন কার্য্যে যোগদানের জন্য যাত্রা করিব।

আমি কেপ্‌টাউন-ত্যাগের জন্য যেরূপ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহাতে এই প্রস্তাব আমার নিকট অত্যন্ত প্রীতিকর হইল, কিন্তু তথাপি মিস মে-বোর্ণকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া আমার মনে এক এক-বার কষ্ট হইতেছিল। জাহাজের উপর একদিন আমি মিস্ মে-বোর্ণকে মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মত লোকের পক্ষে তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করা কিরূপ অসম্ভব, তাহা বুঝিয়া ইহার পর একদিনও আমি এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলি নাই; কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে বাধ্য হইয়া আবার কথাটা তুলিতে হইল।

সেই দিন সায়ংকালে আহারাদির পর ড্রয়িংরুমের বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আমরা তিন জনে গল্প করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে মিঃ মে-বোর্ণের একজন চাপরাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একজন প্রতিবেশী কোন কার্য্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া মিঃ মে-বোর্ণ দর্শকটির সহিত সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করিলেন, আমি ও আগ্‌নেস্ মাত্র সেখানে বসিয়া রহিলাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি আগ্‌নেস্‌কে আমার প্রতি তাঁহার পিতার দয়া ও অনুগ্রহের কথা বলিলাম ও সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। মিস্ মে-বোর্ণ আমার কথা শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমি তাঁহাকে এই ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলি-লেন, "আপনি কা'ল এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি কেন বিষণ্ণ হইয়াছি?"

আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস্, আমাকে যাইতেই হইবে, না যাইয়া উপায় কি? আমি একদিন আপনার নিকট পাগ্‌লামী করিয়াছিলাম, সে কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে চিরসুখিনী করুন।"

আগনেস্ প্রীতিভরে বলিলেন, "তুমি জান, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস, ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে; তথাপি তুমি নির্ব্বিকারচিত্তে এখান হইতে চলিয়া যাইতেছ, এ তোমার কিরূপ প্রেম, আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

আগ্নেসের কথায় আমার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় অভিমান উপস্থিত হইল, কিন্তু কষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া আমি সংযতস্বরে বলিলাম, "যদি আমি কখনও তোমার প্রেমের যোগ্য হই, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে, তোমাকে আমি কিরূপ ভালবাসি, এখন তোমাকে আমার ইহার অধিক কিছুই বলিবার নাই।"

মিস্ মে-বোর্ণ আমাকে বলিলেন, "চিরজীবনই কি আমরা এই ভাবে দূরে দূরে বাস করিব?"

আমি বলিলাম, "পরমেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারেন না। যদি তাহাই তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে এইরূপই হইবে।"

মিস্ মে-বোর্ণ আর কোন কথা না বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিলেন; আমিও নির্ব্বাক্‌ভাবে অন্ধকারপূর্ণ বাগানের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর মিস্ মে-বোর্ণের ক্ষুদ্র হাত দুইখানি আমার হাতের মধ্যে লইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম, "আগ্নেস্, তোমার সহিত আমার মিলন কত দূর অসম্ভব, তাহা তোমাকে বুঝাইবার আমার শক্তি নাই। ইহার কারণও আমি তোমাকে বলিতে পারিব না, এই গুপ্তকথা চিরদিন আমার অন্তরে আবদ্ধ থাকিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিবে না, যদি কিছু দিন—অন্ততঃ কয়েক মাস পূর্ব্বেও হইত, তাহা হইলে হয় ত তোমার সহিত আমার মিলনের আশা থাকিত, কিন্তু ঘটনাস্রোতে পড়িয়া সে আশায় আমি চিরবঞ্চিত হইয়াছি। আমার এ কথা শুনিয়া তুমি আমাকে হৃদয়হীন মনে করিও না, দয়া করিয়া এ কথা

স্মরণ রাখিও, আমি বড়ই দুর্ভাগ্য; স্মরণ রাখিও, জীবনে আমি অন্য কোন রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না। এখন হইতে আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে, তোমার প্রতি আমার প্রেম সমস্ত কলঙ্ক ও অপমান হইতে আমাকে অক্ষয় ধর্ম্মের ন্যায় রক্ষা করিবে। যদি কোন দিন তুমি শুনিতে পাও, আমি সম্মান ও যশ উপার্জ্জন করিয়াছি, তবে জানিও, তাহা তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় প্রেমের ফল। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"—আমি আবেগভরে একবার মিস্ মে-বোর্ণের মুখ-চুম্বন করিলাম।

অল্পক্ষণ পরে মিঃ মে-বোর্ণ সেই বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন; পিতা ও পুত্রীতে নানা কথার আলোচনা হইতে পারে ভাবিয়া আমি সেখান হইতে উঠিলাম; তাঁহাদিগকে বলিলাম, "আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এখন একটু বিশ্রাম করিব।"—আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে জলযোগের পর আমি মিঃ মে-বোর্ণের সহিত নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। সেই সময় বাজার হইতে আমার আবশ্যকীয় কতকগুলি জিনিসপত্র কিনিয়া লইলাম। আমার অর্থাভাবের কথা স্মরণ করিয়া মিঃ মে-বোর্ণ আমাকে আমার ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়াছিলেন, এই টাকা হইতে আমি জাহাজ-কোম্পানীকে আমার ভাড়া দিলাম; তাঁহারা ভাড়া লইতে প্রথমে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদিগকে ভাড়া লইতে হইল। আমি একটি বন্দুক, একটি পিস্তল ও আগ্‌নেস্‌কে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার-দানের জন্য একটি সোণার লকেট কিনিয়া লইলাম।

বেলা বারোটার সময় আমি মিঃ মে-বোর্ণের গৃহে ফিরিলাম, টিফিনের পর আগ্‌নেসের নিকট বিদায় লইলাম। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

সঙ্কটকালে যাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি এবং যাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিয়াছি, তাঁহার নিকট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিদায় লইতে মনে যে কষ্ট হইল, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। আগ্‌নেস্ আমাকে তাঁহার একখানি সুন্দর রুসীয় লেদারে বাঁধান ফটো উপহার দিলেন, আমি তাহা মহামূল্যবান্ সম্পত্তির ন্যায় মহা আদরে গ্রহণ করিলাম এবং দুই ঘণ্টা পরে জোহান্সবর্গে যাত্রা করিবার জন্য ট্রেণে চাপিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমার কেপ্‌টাউন-পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। এই ছয় মাস আমার জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের সময় বলিয়া মনে করিতে পারি। আমার চাকরীর মত সুখের চাকরী অধিক লোকের ভাগ্যে জোটে না, ইহা নিশ্চয়; সেখানে বাসের জন্য যে বাড়ীটি পাইয়াছিলাম, তাহা যেমন পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, সেইরূপ আরামদায়ক; আমার সঙ্গীগুলিও বেশ মনের মত হইয়াছিল। আমি কেপ্‌টাউনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, নগরের বহু দূরে সভ্যতা-সংস্পর্শশূন্য জনবিরল পল্লীতে বাস করিব। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল। আমি যেখানে ছিলাম, তাহার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন নগর ছিল না। সপ্তাহে একবারমাত্র আমরা ডাক পাঠাইতাম এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর সদর হইতে আমাদের রসদ যাইত। দিবসের অধিকাংশ সময় আমাকে খনির মধ্যে কাটাইতে হইত, সুতরাং সেখানে কোন নূতন লোক উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাতের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। এতদ্ভিন্ন সংবৎসরে পাঁচ ছয় জন বিদেশী ভদ্রলোকও সেখানে যাইত কি না সন্দেহ।

আমি যে খনির ভার পাইয়াছিলাম, তাহার নাম "আফ্রিকার গৌরব।" কিছু দিন কাজ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, এই নামটি বড় নিরর্থক নহে, এমন লাভজনক খনি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি; এই খনির সেয়ার কিনিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইতে পারে ভাবিয়া আমি তাড়াতাড়ি কতকগুলা সেয়ার কিনিয়া ফেলিলাম। কিছু দিনের

মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, আমি বেশ সুবিবেচনার কাজ করিয়াছি, আমি ধনী বলিয়া পরিগণিত হইলাম।

একটা কথা ভাবিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। আমার সম্বন্ধে আমার স্বদেশে কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য হয় নাই, সংবাদপত্র-পাঠে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এখন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রোডিসিয়ায় আমি যখন প্রথম উপস্থিত হই, তখন আমি চতুর্দ্দিকে বিপদের ছায়া দেখিতাম; রাত্রে মুক্ত-প্রান্তরে তৃণটি নড়িলে বা বায়ুভরে বৃক্ষপত্র শন্‌শন্ করিলে মনে করিতাম, ঐ বুঝি কে আমাকে ধরিতে আসিতেছে। এমন কি, নিজের ছায়া দেখিয়া অনেক সময় আমি চমকিয়া উঠিতাম. কিন্তু যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, অথচ পুলিস আমার কোন সন্ধান লইল না, তখন আমার ভয় ক্রমে দূর হইয়া গেল; অবশেষে আমার পূর্ব্বাপরাধের কথা আর মনেই রহিল না। তখন আমার মনে আশা হইতে লাগিল, হয় ত ভবিষ্যতে ঈশ্বর আমাকে সুখী করিতে পারেন, সম্ভবতঃ আমার কথা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া মিঃ মে-বোর্ণ সপ্তাহের পর সপ্তাহে তাঁহার পত্রে আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন আমার কর্ম্মানুরাগ ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এত দিন পরে ভাগ্যদেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; তখন একবারও কল্পনা করি নাই যে, আমার বিপদ্ তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই; কিছুদিনের মধ্যেই আমার মাথার উপর বিপদের মেঘ আবার ঘনাইয়া আসিয়াছিল; সে কথা পরে বলিতেছি।

এই খনিতে আমার কার্য্যকাল সাত মাস পূর্ণ হইলে, একদিন মিঃ

মে-বোর্ণের পত্রে জানিতে পারিলাম, এক সপ্তাহমধ্যে তিনি রোডিসিয়ার খনিগুলি দেখিতে আসিবেন, এরূপ মনস্থ করিয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি আমাদের খনিতেও আসিবেন, তাহার সম্ভাবনা আছে। পত্রে তিনি এ কথাও লিখিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা আগ্‌নেস্ তাঁহার সঙ্গে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বাসের জন্য একটি বাড়ী সাজাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন।

সেই দিন আমি কলঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া একজন দফাদারের সহিত কোন কাজের কথা বলিতেছিলাম, সেই সময় আমাদের একজন সরকার আমাকে ডাকের চিঠিপত্র দিয়া গেল। প্রভুর পত্র পাঠ করিয়া আমার মনে কি ভাবের সঞ্চার হইল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে, আগ্‌নেস্ কয়েক দিনের মধ্যেই আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, আবার তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া কাণ জুড়াইতে পারিব। আগ্‌নেস্ আমাকে তাঁহার যে ফটোখানি দিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদা আমি কাছে কাছে রাখিতাম। আমি আগ্‌নেসের সুখ ও সুবিধার জন্য যতটুকু বন্দোবস্ত করা সম্ভব, শীঘ্রই তাহা শেষ করিলাম।

একদিন আমি আমার অধীনস্থ স্কচ্ ওভারসিয়ার ম্যাকিনন্‌কে মিঃ মে-বোর্ণের আগমনের সম্ভাবনা জানাইলাম, আগ্‌নেস্‌ও যে তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন, সে কথাও তাহার নিকট গোপন করিলাম না। আমার কথা শুনিয়া ম্যাকিনন্ মাথা নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কাজটা বড় ভাল হইতেছে না, এখন এ অঞ্চলের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মিঃ মে-বোর্ণ তাঁহার কন্যা সঙ্গে করিয়া না আসিলেই ভাল হইত। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, নেটিভগুলা শীঘ্রই একটা গণ্ডগোল উপস্থিত করিবে। মিঃ মে-বোর্ণ ভাল কাজ করিতেছেন না।"

আমি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তোমার পদে পদে ভয়, নেটিভগুলার ভয়েই তুমি অস্থির; তুমি কতবার বলিলে, তাহারা গোলমাল উপস্থিত করিবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দিন কোনরূপ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ত দেখিলাম না।"

আমার কথা শুনিয়া ম্যাকিনন্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার কথা আপনি অবিশ্বাস করিলে, তাহাতে বিশ্বাস উৎপাদন করা আমার পক্ষে অসম্ভব; আমি দৈবজ্ঞ, আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, আপনাকে ইহা বলিতেছি না। দেখিয়া শুনিয়া আমার যাহা বিশ্বাস হইয়াছে, তাহাই আপনাকে বলিলাম। কয়েক মাস হইতে এই দেশের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার গোলমাল চলিতেছে; এ অবস্থায় মিস্ মে-বোর্ণ এখানে আসিলে তাঁহার বিপদ্ ঘটা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, এ সকল কথা আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা, কথায় বলে—'পিঠে খাবে যে, ফোঁড় গুণিবে সে'।"

এই ওভারশিয়ার আমার অপেক্ষা অনেক অধিক দিন এই অঞ্চলে বাস করিতেছে; দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক এবং এখানকার বিশ্বাসঘাতক নেটিভদিগের রীতিনীতি আমার অপেক্ষা সে অনেক ভাল জানিত।

আমি ম্যাকিন্নকে বলিলাম, "তবে কি তোমার মতে মিঃ মে-বোর্ণকে এখানে আসিতে নিষেধ করাই উচিত?"

ম্যাকিনন্ বলিল, "না, না, আমি সে কথা বলিতেছি না। তিনি যখন এখানে ইন্স্পেক্সনে আসিতে চাহিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বারণ করা আমাদের পক্ষে নানাকারণে সঙ্গত হইবে না। তবে আমার মনে হয়, তিনি মেয়ে সঙ্গে লইয়া না আসিলেই ভাল হয়।।"

আগ্নেস্কে সঙ্গে আনিতে মিঃ মে-বোর্ণকে নিষেধ করিয়া পত্র

লিখিব কি না, আমি তাহা ভাবিতে লাগিলাম, সে দিন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ডাক পাঠাইবার তখনও একদিন বিলম্ব ছিল, ভাবিলাম, রাত্রে কতকটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিব।

পরদিন প্রভাতে আমার মন হইতে সকল দুর্ভাবনা চলিয়া গেল; দেখিলাম, নেটিভগুলা মনোযোগের সহিত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে যোগ দিয়াছে, কোন দিকে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নাই। পূর্ব্বদিন ম্যাকিনন্ যে ভয় দেখাইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন কুসংস্কারের ফল বলিয়া আমার মনে হইল; সুতরাং এরূপ তুচ্ছ কথা লইয়া মিঃ মে-বোর্ণের সঙ্কল্পে বাধা দিব না, ইহাই স্থির করিলাম।

যে দিন মিঃ মে-বোর্ণ আগ্‌নেস্‌কে সঙ্গে লইয়া আমাদের স্বর্ণক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন,সে দিনের কথা আমার মনে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত আছে। সে দিন বুধবার। ম্যাকিননের সহিত আমার তর্ক-বিতর্ক হইবার পর তখন ঠিক তিন সপ্তাহ অতীত হইয়াছিল। মিঃ মে-বোর্ণ আসিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাদের অভ্যর্থনার সকল আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম; মিস্ মে-বোর্ণকে যাহাতে কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সেই দিন সূর্য্যাস্তের পর একখানি বগী গাড়ীতে মিঃ মে-বোর্ণ তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতরে গিয়া মিঃ মে-বোর্ণকে অভিবাদন করিলাম ও আগ্‌নেস্‌কে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলাম;—দেখিলাম, এই কয় মাসে আগ্‌নেসের রূপ যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ফিজি প্রিন্সেস্ জাহাজের ডেকের উপর যে দিন সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই দিনের কথা আমার মনে পড়িল। সে দিন তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখন তাঁহার শরীর তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সুস্থ ও সবল দেখিলাম। গাড়ী

ও ঘোড়া আমার নেটিভ ভৃত্যের জিম্মায় দিয়া আমি মিঃ মে-বোর্ণ ও আগ্‌নেস্‌কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদের অভ্যর্থনার আমি যেরূপ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বেশ আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং এ জন্য তাঁহাদের নিকট প্রশংসাও লাভ করিলাম। সে দিন সন্ধ্যাকালে আমাদের নিভৃত-নিবাস কলকণ্ঠের হাস্যে ও মধুর আলাপে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, এমন কি, ম্যাকিনন্‌ পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বোক্ত দৈববাণীর জন্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল।

নৈশ-ভোজনের পর আমরা বারান্দায় বসিয়া তাম্রকূট-সেবনে মনোনিবেশ করিলাম। সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রের পর দিবসের উত্তাপ অপগত হইয়া চতুর্দ্দিকে নৈশ শান্তি ও শৈত্য বিরাজ করিতেছিল; অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র অগণ্য দীপের ন্যায় স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল এবং সেই মৃদু আলোকে বহুদূরবর্ত্তী নিবিড়পত্র বৃক্ষশ্রেণীর অস্পষ্ট ছায়া মায়া-যবনিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, বায়ুভরে প্রান্তরের সুদীর্ঘ তৃণগুলি আন্দোলিত হইতেছিল; আমি এক প্রান্তে বসিয়া বসিয়া আমার প্রণয়িনীর মুখখানি এক একবার চাহিয়া দেখিতেছিলাম; এক একবার সেই নির্জ্জন দ্বীপের ভীষণ স্মৃতি মনে পড়িতেছিল,—সেই সমুদ্র,জীবন ও মৃত্যুর সেই ভীষণ তরঙ্গলীলা, আমরা দুজনে পাশাপাশি বসিয়া সফেন ও উন্মত্ত মৃত্যুস্রোতের মধ্যে অনন্ত জীবনের যে আনন্দ-রস পান করিয়াছিলাম, তাহা মনে পড়িল। আজ রোডিসিয়ার এই অট্টালিকায় বসিয়া আমি নিশ্চিন্ত-মনে পাইপ টানিতেছি। আমি যে সেই লোক, এ বিষয়ে এক একবার সন্দেহ হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিঃ মে-বোর্ণ বিশ্রামের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; ম্যাকিনন্‌ অনেক পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল; আগ্‌নেস্‌

ও আমি দুই জন মাত্র বারান্দায় বসিয়া রহিলাম। আগ্‌নেস্ তাঁহার চেয়ার-খানি আমার কাছে সরাইয়া আনিয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড,আমাকে দেখিয়া আপনি সুখী হইয়াছেন ত ?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে দেখিয়া আমি কত সুখী হইয়াছি, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব ; কিন্তু আপনি আসিয়া ভাল করিয়াছেন কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমি আসিয়া ভাল করি নাই ; কিন্তু আমি কি জন্য যে এত কষ্ট করিয়া এই দূরদেশে আসিলাম, তাহা যদি জানিতে—"

আগ্‌নেস্ কি ভাবিয়া কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই থামিলেন, তাহা বলিতে পারি না ; বোধ হয়, তাঁহার যে কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তাহা হঠাৎ বলিতে গিয়া বাধিয়া গেল। আমার মনে হইতেছিল,আগ্‌নেস্ পুনর্ব্বার প্রণয়ের কথা উত্থাপন না করিলেই ভাল হয়। আমার মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আগ্‌নেস্ এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য দুই একটি সাময়িক কথার পর আমার নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।"

আমার মনে হয়, মানব-চরিত্রে আমরা যতই অভিজ্ঞ হই, নারীর হৃদয়-রহস্য ভেদ করা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। আগ্‌নেস্ আমার আতিথ্য-গ্রহণের পর তিন চারি দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ সখ্যতা প্রকাশ করিলেন,কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে ম্যাকিনন্‌কে ও আমাকে ঠিক সমান চক্ষে দেখিতেছেন,তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমার নিকট ইহা বড় প্রীতিকর হয় নাই ; আমিও ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর প্রকাশ করিলাম। আমার প্রতি তিনি যাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অনু-রাগ প্রকাশ করেন, প্রথমে তাহার চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ; কিন্তু আমার

সকল চেষ্টা বিফল হওয়ায় আমি মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম ; বাধা-প্রাপ্ত প্রেম যেন অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল ; অবশেষে আমি আত্ম-সংবরণে অসমর্থ হইলাম।

মিঃ মে-বোর্ণ ও আগ্‌নেসের আগমনের সাত আট দিন পরে একদিন আমি আগ্‌নেসকে সঙ্গে লইয়া আমাদের আড্ডা হইতে সাত আট মাইল দূরে একটি জলপ্রপাত দেখিতে চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে আগ্‌-নেস্ আমাকে ভাবুক ও গম্ভীর লোক বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন।

আমি সঙ্কল্প করিলাম, আমি যে কেন এত গম্ভীর হইয়াছি, তাহা সময় পাইলে আগ্‌নেস্‌কে বুঝাইয়া দিব।

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া একটা গাছে আমরা আমাদের ঘোড়া বাঁধিলাম, তাহার পর পাহাড়ের যে অংশ হইতে জলপ্রপাতের জল মহাবেগে ও সশব্দে নীচে পড়িতেছিল; সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানের মহান্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য আমরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া রহিলাম ; তার পর আগ্‌নেস্‌কে আমি বলিলাম,"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় অনেক অতীত কথা মনে পড়িয়া যায়, এখানে আসিয়া কোন্ স্থানের কথা আপনার মনে পড়িতেছে ?"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "অনেক স্থানের কথা মনে পড়িতেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বহু স্থানেই প্রায় একরূপ।"

আমি বুঝিলাম, আগ্‌নেস্ আমাদের জীবনের অতীত কাহিনী চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সহজে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলাম না ;— বলিলাম, "এই দৃশ্য দেখিয়া আমার কিন্তু সেই সালভেজ দ্বীপের কথা মনে পড়িতেছে ; আমরা যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেই পাহাড়টিও অনেকটা এইরূপ।"

আগ্‌নেস্ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ স্মরণ

করাইয়া দিয়া লাভ কি? আমি তাহা ভুলিবার জন্য কৃত চেষ্টাই না করিয়াছি; সে সকল কথা মনে হইলেই আমি শিহরিয়া উঠি।"

আমি বলিলাম, "সেই দুর্দ্দিনের কথা উত্থাপন করিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। আগ্‌নেস্‌, আপনি আমার প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে কষ্টকর না হইলে আমি কখনই আপনার মনে কষ্ট দিতাম না, তাহা আপনি জানেন?"

আগ্‌নেস্‌ নিম্নস্বরে বলিলেন, "জানি।"

আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস্‌, কয়েক দিন হইতেই আমি আপনাকে একটা কথা বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম; আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতে কোন দোষ নাই। আমি আপনাকে আমার অতীত জীবনের কাহিনী বলিতে চাই; আমার সকল কথা শুনিয়া আপনি যেরূপ মতামত প্রকাশ করিবেন, তাহার উপর আমার জীবনের সকল সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। আমার সকল কথা শুনিয়া আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করিব, আপনি সরলভাবে তাহার উত্তর দিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

আগ্‌নেস্‌ আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনার কি বলিবার আছে, বলুন। সত্যই কি আপনি আমার নিকট আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, 'হাঁ, আপনাকে সে কথা জানান আবশ্যক; যদি পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি, তবে সে আপনি, আপনাকে গুপ্তকথা বলিতে আমার আপত্তি নাই; আমার সকল কথা শুনিয়া আমার দোষ-গুণের বিচার করিতে পারেন।"

আগ্‌নেস্‌ বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "প্রথমে একটা কথা শুনিয়া বোধ হয় আপনার মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হইবে। আপনি জানেন, আমার নাম রেক্সফোর্ড, কিন্তু

এ কথা সত্য নহে, আমার প্রকৃত নাম পেনি থরণ্ ; আমার পিতা সার এণ্টনি পেনি থরণ্ কর্ণওয়ালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমি ইটন ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করি, কিন্তু আমার শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আমাদের কলেজে একটা গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় আমার উপর দোষ পড়ে, বিরক্ত হইয়া আমি কলেজ ছাড়িয়া দিই ; তার পর আমার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করি। পিতার নিকট কিছু টাকা পাইয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বন করিয়া অতঃপর অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হই এবং সেখানে নানাবিধ কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া সোনার খনিতে প্রবেশ করি। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় কোন দিকেই আমার সুবিধা হইল না, দুর্ভাগ্য ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাড়া করিয়া গিয়াছিল। অর্থাভাবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলাম এবং দরিদ্রের নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইলাম।

এই সময়ে একদিন আমার একটি বৃদ্ধ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সহিত আমি অনেক খনিতে ভাগে কাজ করিয়াছি ; অনেক দিন পরে তাঁহার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হয়, অনেক দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যখন সে আমার সাক্ষাৎ পাইল, তখন তাহার কঠিন পীড়া। মৃত্যু-শয্যায় সে আমার নিকট প্রকাশ করিল, সেই দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে সে এমন একটি লাভজনক সোনার খনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে যে, যদি আমি সেই ক্ষেত্রটি ইজারা লইতে পারি, তাহা হইলে অল্পদিনেই ইংলণ্ডের মধ্যে একজন প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব। কিন্তু অদৃষ্ট আমার প্রতিকূল, বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমি যথাস্থানে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময় কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হইলাম ; কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার জীবনের

কিছুমাত্র আশা রহিল না। যাহা হউক, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া আমি একটু সারিয়া উঠিলাম এবং অশ্বারোহণে যথাস্থানে যাত্রা করিলাম। বলা আবশ্যক, এই নূতন স্বর্ণ-ক্ষেত্রের একখানি নক্সা আমি বৃদ্ধের নিকট পাইয়াছিলাম এবং তাহা আমার পকেটেই ছিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি জানিতে পারিলাম, যে ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রু, সেই নরপিশাচ, রোগে যখন আমি অজ্ঞান হইয়া ছিলাম, সেই সময় আমার পকেট হইতে স্বর্ণক্ষেত্রের নক্সাখানি চুরি করিয়া আমার পৌছিবার পূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সরকারের নিকট জমিটি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে,—এইরূপে আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। সেই দুরাচার তথায় সেই খনির অধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে স্বর্ণ লাভ করিল যে, দেখিতে দেখিতে সে কোটিপতি হইয়া উঠিল এবং ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া মহা সমারোহে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হইল, তিনি আমাকে কিছু নগদ টাকা উইল করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পরিমাণে এত অল্প যে, তদ্দ্বারা ভদ্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন। যাহা হউক, আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া সেই টাকাগুলি ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইলাম এবং কিরূপে বৈর-নির্যাতন করিব, সেই চিন্তায় অধীর হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম;—দেখিলাম, সেই বঞ্চক, সেই তস্কর আমার অর্থে ধনবান্ হইয়া ইংলণ্ডে অনেক সৎকার্য্য করিতেছে, সংবাদপত্র-সমূহে নিত্য তাহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতেছে, ইংলণ্ডের অতি সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিয়া নূতন নূতন বন্ধুগণের সহিত সে বিবিধ আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইয়াছে, আর হতভাগ্য আমি অন্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর হইয়া মলিন-বসনে ক্লান্তদেহে লণ্ডনের রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জিঘাংসায় আমি উন্মত্ত হইয়া উঠি-

লাম, আহারে আমার রুচি রহিল না, নিদ্রা আমাকে পরিত্যাগ করিল, হৃদয়ের মধ্যে দিবানিশি প্রতিহিংসার অনল জ্বলিতে লাগিল। সে সময় যদি আমার শত্রুকে প্রকাশ্য রাজপথে ও আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইতাম,তাহা হইলে স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতাম না, আমার মনের অবস্থা তখন এইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন পথিমধ্যে হঠাৎ একটি লোকের সহিত আমার পরিচয় হইল। এই ব্যক্তি পিশাচ কিংবা মনুষ্যরূপী সয়তান, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু পরে জানিতে পারি, সে আমার শত্রুর একটি বন্ধু; সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈরনির্যাতনে আমার সহায়তা করিতে সম্মত হইল এবং আমার শত্রুকে হত্যা করিবার এমন একটি কৌশলের কথা বলিল যে, মনুষ্য-বধের তেমন কৌশল কখনও যে কাহারও মাথায় আসিতে পারে, ইহা ধারণার অতীত বলিয়া আমার মনে হইল, কিন্তু আমার মনে প্রতিশোধদানের স্পৃহা ও ক্রোধ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, আমি অনায়াসেই তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইলাম এবং সেই পিশাচের কৌশলেই আমার শত্রুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলাম।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আগ্‌নেসের মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন কি না, আমার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদ্রেক হইতেছে, তাহাই বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আগ্‌নেসের মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না; তিনি কোন কথাই বলিলেন না। আমি পুনর্ব্বার আমার শোচনীয় আত্মকাহিনীর অবশিষ্টাংশ বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম, “আমি কিরূপে আমার সেই শত্রুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলাম,কিরূপেই বা তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প সফল করা সহজ

হইল, তাহা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তখন আমি ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই তাহাকে হত্যা করিতে পারিতাম। আপনি বিশ্বাস করিবেন কি না, জানি না, ঠিক সেই সময় শূন্যে বায়ুমণ্ডলে আপনার মুখখানি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, আপনার মুখের সেই সকরুণ ভাব ও বিষাদপূর্ণ ছায়া দেখিয়া আমার হৃদয় হইতে দুর্দ্দমনীয় প্রতিশোধ-স্পৃহা অন্তর্হিত হইল; আমি স্থির করিলাম, আমি তাহাকে হত্যা করিব না; আমার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাহাকে আমার পরিচয় দিব এবং তাহাকে জানাইব, তাহাকে হত্যা করিবার বিশেষ সুবিধা থাকিলেও সে ইচ্ছা আমি ত্যাগ করিয়াছি, তাহার পর তাহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিব। সে যে গাড়ীতে যাইতেছিল, আমি ছদ্মবেশে সেই গাড়ীর কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌ম্যান হইয়া বসিয়াছিলাম, আমার শত্রুকে আমার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেখি, গাড়ীর মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যে কৌশলে তাহাকে বধ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কৌশলেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। আমার মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইল, সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। বুঝিলাম, আমি অবিলম্বেই নরহন্তা বলিয়া ধরা পড়িব, ইহা যে আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? ধরা পড়িলে আমি নিশ্চয়ই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইব। ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা; প্রতি মুহূর্ত্তেই ধরা পড়িবার ভয় প্রবলতর হইতেছে বুঝিয়া আমি গাড়ী হাঁকাইয়া একটা নির্জ্জন রাজপথে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গাড়ী হইতে মৃতদেহটি পথের উপর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণভয়ে

আমি পলায়ন করিলাম, সেই রাত্রিতেই নিদ্রামগ্ন লণ্ডনের রাজপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া রাজধানীর বাহিরে একটি রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া সাউদামটনের ট্রেণ ধরিলাম। সাউদামটনে উপস্থিত হইয়া সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, সেই দিনই ফিজি প্রিন্সেস্ নামক জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিবে। তাড়াতাড়ি একখানি টিকিট ও আবশ্যকীয় ব্যবহার্য্যদ্রব্য কিনিয়া আমি জাহাজে উঠিলাম, তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকলই আপনি অবগত আছেন। আগ্নেস্, আপনি আমার শোচনীয় আত্মকাহিনী শ্রবণ করিলেন; ইহা হইতে আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, কেপকলনিতে পদার্পণের পর সেখানে যাহাতে একদিনও না থাকিতে হয়, সেই জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেই জন্যই সভ্যতা-সংস্পর্শ-হীন সুদূর-পল্লীতে নির্ব্বাসিত হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। এখন আপনি বুঝিতে পারিবেন, আপনি আমাকে ভালবাসেন, এ কথা শুনিয়া আমার প্রতি প্রেম-প্রকাশে কেন নিষেধ করিয়াছিলাম। আমার সকল কথা শুনিয়া আমার সম্বন্ধে বোধ হয়, আপনার মনে মন্দ ধারণা জন্মিয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বর জানেন, আমি নিজেকে যত ঘৃণা করি, আপনি আমাকে তত ঘৃণা করিতে পারিবেন না। আমি ঘৃণিত, আমি অপদার্থ, আমি ভদ্রলোকের ছায়া-স্পর্শেরও অযোগ্য, আপনার মত পবিত্র-চরিতা সাধু-হৃদয়া রমণীর প্রণয়-লাভ ত দূরের কথা।"

আগ্নেস্ আমার কথা শুনিয়া অধীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই নরহত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না, আপনি যাহা করিয়াছেন, সে জন্য বোধ হয়, যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "আমি যে সেই ব্যক্তির হত্যার উপলক্ষ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, যদি আমি

তাহার প্রাণবধের চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে সে মরিত না। না আগ্‌নেস্, আপনি আমাকে নিরপরাধ মনে করিতে পারেন না, আমিই তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী; যুক্তি-তর্কের সাহায্যে আমার সে দায়ীত্ব খণ্ডন করিবার উপায় নাই।"

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আগ্‌নেস্ সহসা বিস্ফারিত-নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন; কি যেন একটি নূতন ভাব তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে, তাঁহার সেই দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা যে মরিয়াছে,তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন? গাড়ী হইতে নামিয়া যখন আপনি তাহাকে দেখিলেন, তখন সে কি সত্যই মরিয়াছিল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি তাহার দেহে হাত দিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি,—তাহাতে জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না। এতদ্ভিন্ন আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি,—সেই রাত্রির পর আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই; তাহার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতেও পাওয়া যায় নাই: এমন কি তাহার জন্য, সংবাদপত্রে অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারে নাই।"

আমার কথা শুনিয়া আগ্‌নেস্ কোন কথা বলিলেন না, তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমিও তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আগ্‌নেস্, আপনি কথা কহিতেছেন না কেন? অন্ততঃ বলুন,আপনি আমাকে কিরূপ ঘৃণা করেন, বলুন, আমি আপনার ছায়াস্পর্শেরও অযোগ্য, আপনার মৌন-ভাব আমার অসহ্য বোধ হইতেছে, আপনার পরামর্শ কি, তাহাই

এখন জানিতে চাই, আপনি আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই আমি করিব।"

আগ্‌নেস্ অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমাকে বলিলেন, "জিলবার্ট, আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার শত্রুকে হত্যা করিয়াছ, ইহা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিব না। আমি স্বীকার করি, তুমি তাহাকে ঘৃণা করিতে, স্বীকার করি, প্রতিহিংসাসাধনের জন্য তুমি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলে, কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে, এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস্, তোমার কথা শুনিয়া আমি মনে যে আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইলাম, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। তুমি আমাকে নবজীবন দান করিলে, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্য সকলের অবিশ্বাসভাজন হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই। পরমেশ্বর জানেন, আমার শত্রুকে হত্যা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী ; আমি নিরপরাধ হইলেও আইনের চক্ষে আমি অপরাধী।"

আগ্‌নেস্ বিচলিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে কর পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিবে ?"

আমি বলিলাম, "যদি আমার উপর তাহাদের সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিবে, এত দিন পর্য্যন্ত যে তাহারা কেন উদাসীন হইয়া আছে, তাহা আমার নিকট দুর্ব্বোধ রহস্য বলিয়া মনে হয়।"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "কিন্তু জিলবার্ট, তুমি কোন ক্রমেই ধরা দিও না, দেশান্তরে চলিয়া যাও, কোথাও লুকাইয়া বাস কর।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে কোন ফল হইবে না, আমি পলাইয়া পুলি-

সের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব না, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তাহারা আমাকে ধরিবেই ধরিবে।"

আগ্‌নেস্ সভয়ে বলিলেন, তবে কি হইবে?—না, না, তোমার ধরা দেওয়া হইবে না; এ চিন্তা আমার অসহ্য।"

আগ্‌নেস্ ভয়ে অধীর হইয়া উঠিলেন,আমি তাঁহাকে কোনরূপে সান্ত্বনা দান করিতে পারিলাম না, অবশেষে তাঁহাকে বলিলাম,"আগ্‌নেস্, আমার ভাগ্যে যাহা থাকে, হইবে, সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, তবে দুঃখের কথা এই যে, তুমি যখন আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়াছ, তখন তোমার সহিত ভবিষ্যতে আমার আর কোন সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব।"

আগ্‌নেস্ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না, না, এখন আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার প্রেমের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র; তোমার এই বিপদের সময় যদি আমার প্রেম তোমার কোন কাজে না লাগে, তাহা হইলে সে প্রেমের মূল্য কি? তুমি কি মনে কর, আমার প্রেম এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সম্পদে তোমাকে আশ্রয় করিবে, কিন্তু সঙ্কটকালে তোমাকে বিপদে ফেলিয়া দূরে চলিয়া যাইবে?—না, আমি তত নীচাশয় নহি। তোমার চারিদিকে যখন বিপদ্, তখন তোমার প্রকৃত বন্ধুগণের সহায়তার অধিক আবশ্যক।"

আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস্, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে আমি জীবনের অধিক ভালবাসি, সেই জন্যই তোমার অদৃষ্ট-সূত্র আমার অদৃষ্টের সহিত গাঁথিয়া তোমাকে বিপন্ন করিবার ইচ্ছা নাই।"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "জিলবার্ট, যদি তুমি আমাকে এই ভাবে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে আমার জীবন চিরদুঃখময় হইবে, আমি কেবল সুখের নহে, তোমার দুঃখেরও অংশভাগিনী হইতে ইচ্ছা করি।"

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমি বলিলাম, "আগ্‌নেস্, তোমাকে আমার

বিপদের সঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা হয় না, তুমি যদি একান্তই তোমার সঙ্কল্পের অনুগামিনী হও, তাহা হইলে আমার একটা কথা শুন। তুমি কর্ত্তব্য-নিরূপণের জন্য এক বৎসর সময় লও, এই এক বৎসর পরেও যদি আমি বিপন্ন না হই, তাহা হইলে আমি তোমার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার শোচনীয় জীবন-কাহিনী তাঁহার গোচর করিব; সে সকল কথা শুনিয়া যদি তিনি আমাকে জামাতৃরূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত মনে না করেন, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার মিলনে বাধা থাকিবে না। আমি কোন ক্রমেই তোমার প্রেমের অপমান করিব না।"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "কিন্তু তোমার এই ঘোর বিপদে আমি কিরূপে তোমার সাহায্য করিব?"

আমি বলিলাম, "আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেই আমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করা হইবে, আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তুমি আমাকে অসুখী করিও না।"

আগ্‌নেস্ অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি আগ্‌নেসের নিকট আমার অপরাধের কথা স্বীকার করিবার পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে, মিঃ মে-বোর্ণ কেপ্‌টাউনে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে মিস্ মে-বোর্ণ আমার এই কাহিনী সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না; কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমার এই কাহিনী মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে দুইবার তাঁহার পিতা তাঁহার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু মিস্ মে-বোর্ণ তাঁহাকে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার শোচনীয় ইতিহাস শুনিয়া আগ্‌নেস্ মনে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাতে এ সকল কথা তাঁহাকে না বলিলেই ভাল হইত; আমার মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল।

মিঃ মে-বোর্ণের যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে অপরাহ্ণকালে আমি বারান্দায় বসিয়া সেই দিনের ডাকের চিঠিপত্র পাঠ করিতেছিলাম, মিঃ মে-বোর্ণ আমার অদূরে বসিয়া এক রাশি পত্র লইয়া কতকগুলি পড়িতেছিলেন, কতকগুলি বা খুলিয়া দেখিয়া না পড়িয়াই রাখিয়া দিতেছিলেন এবং আগ্‌নেস্ গৃহকক্ষে তাঁহার নিজের চিঠিপত্র দেখিতেছিলেন। আমার পত্র পাঠ শেষ হইলে, আমি আমার শ্রান্ত চক্ষু তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিলাম। অনেক পুরাতন স্মৃতি আমার মনে উদিত হইল। সহসা অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া আমি চমকিয়া চাহিলাম;—দেখিলাম, ম্যাকিনন্

আমার অদূরে দাঁড়াইয়া আমাকে একটু অন্তরালে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য আমি চেয়ার হইতে উঠিলাম; তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি? এ সময় ত তোমার খনির মধ্যে থাকিবার কথা, কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে না কি?"

ম্যাকিনন্ বলিল, "একটু তফাতে চলুন, বড় গুরুতর সংবাদ আছে।"—তাহার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "হইয়াছে কি?"

ম্যাকিনন্ বলিল, "প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, নেটিভগুলা বড়ই গোল পাকাইয়া তুলিয়াছে; এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম, এখন কিরূপে ঝঞ্ঝাট সহ্য করিবেন, করুন, শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তুমি বলিতেছ কি, সোজা করিয়া সকল কথা বল না, এত ভূমিকার আবশ্যক নাই।"

ম্যাকিনন্ বলিল, "আমি ত সোজা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি যে, চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মাতাবিলিরা ক্ষেপিয়া দাঁড়াইয়াছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।"

আমি সভয়ে বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এ কথা কোথায় শুনিলে? এ কথা আমাকে বল নাই কেন?"

ম্যাকিনন্ বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিল, "কথায় আছে, ঘোড়াকে জলের ধারে লইয়া যাইলেই যে সে জল খাইবে, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না, বিপদের কথা বলা সহজ; কিন্তু সে কথায় যদি কেহ কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে উপায় কি? আমি দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনাকে

বিপদের সম্ভাবনা জানাইয়াছিলাম; ব্যাপার যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মিনিট দুই পূর্ব্বে মাত্র জানিতে পারিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে জানিলে?"

ম্যাকিনন্ বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন, বুঝিতে পারিবেন।"

বাবুর্চ্চিখানার অদূরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, ম্যাকিনন্ আমাকে সেই কুটীরের দ্বারে লইয়া গিয়া কুটীরের দরজা খুলিল। কুটীরমধ্যে দেখিতে পাইলাম, ঘাসের উপর কয়েকটি বস্তা বিছাইয়া একজন লোক শুইয়া আছে, চেহারায় বুঝিলাম, সে ইউরোপীয়। লোকটির অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে।

ম্যাকিনন্ বলিল, "এই লোকটির নাম এণ্ড্রু, এই লোকটি আমাদের কুলী সরবরাহ করে।"—ম্যাকিনন্ এণ্ড্রুকে বলিল, "এণ্ড্রু, তুমি কি জান, বল। মিঃ রেক্সফোর্ড তোমার মুখে সকল কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিবেন, ব্যাপার কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।"

এণ্ড্রু উঠিয়া বসিল,—বলিল, "আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই, আমি আপনাদের খনিতে কুলী সরবরাহ করি। এখান হইতে কিছু দূরে একটা নদী আছে, সেখানে আমি আমার কুলীদের কাছে গিয়াছিলাম; তাহারা বলিল, 'আপনি একটু সাবধান হইয়া চলা-ফেরা করিবেন, নতুবা বিপদে পড়িতে পারেন।' আমি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলাম না। সেখান হইতে আমার তাম্বুতে আজ মধ্যাহ্নকালে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, আমার দুই জন চাকরকে ও আমার যে সকল গরু ছিল, সেগুলিকে কাহারা বধ করিয়া আমার জিনিসপত্র লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে; ভাগ্যে সে সময় আমি সেখানে ছিলাম না, থাকিলে আর এখানে আসিয়া আপনাকে এ সকল কথা বলিবার সুযোগ পাইতাম না, দস্যুরা আমাকেও কাটিয়া রাখিয়া যাইত; আমি ভয় পাইয়া এখানে পলাইয়া

আসিয়াছি। মাতাবিলিরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের যে রাজা আছে, তাহারই একটি পুত্র এই বিদ্রোহী-দলের নেতা, বিদ্রোহীরা এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন বোধ হয়, তাহারা এখান হইতে বিশ মাইল দূরে আছে। আমার কুলীদের মুখে শুনিলাম, এই স্থানটি তাহারা শীঘ্রই ঘেরাও করিবে, এই মৎলবে তিন দল বিদ্রোহী এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণদেশ হইতে সৈন্যদল আসিয়া যাহাতে তাহাদিগকে দেখা দিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে তাহারা দিবা-রাত্রি কুচ করিয়া আসিতেছে ?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার কথা কি সত্য ?”

এণ্ড্রু বলিল, “আপনাকে মিথ্যাকথা বলিয়া আমার লাভ কি ? আমি এত দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছি যে, আমি একেবারে মরিবার মত হইয়াছি, মিঃ ম্যাকিনন্ জানেন, আমার মিথ্যাকথা বলিবার অভ্যাস নাই।”

ম্যাকিনন্ বলিল, “এ কথা সত্য ; এ লোকটি সত্যবাদী ও সরল।”

আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, “বিদ্রোহীরা এখন কত দূরে আছে মনে কর ?”

এণ্ড্রু বলিল, “বিশ মাইলের অধিক নহে, আমি আমার তাম্বু হইতে মধ্যাহ্নকালে এখানে রওনা হইয়াছি এবং প্রায় পনের মিনিট পূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ; আমি যথাসাধ্য বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছি ; আমার আসিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়াছে। যদি তাহারা ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হিসাবেও আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন তাহারা পনের বা বিশ মাইলের অধিক দূরে নয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহারা কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে ?”

এণ্ডু বলিল, "তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহারা সব লুঠ করিবে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে এ কথা মিঃ মে-বোর্ণকে না বলিলে চলিবে না, তোমরা দুজনেই আমার সঙ্গে তাঁহার নিকট চল।"

আমি ম্যাকিনন্ ও এণ্ডুকে সঙ্গে লইয়া আমাদের আফিসে আসিলাম।—দেখিলাম, মিঃ মে-বোর্ণ বারান্দার উপর অধীরভাবে পাদচারণ করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ রেক্সফোর্ড, আমি তোমার খোঁজ করিতেছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার বড় জরুরী কথা আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনাকেও আমার বিশেষ কোন গুরুতর কথা বলিবার আছে।"

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "তোমার কথা পরে শুনিব, আগে আমার কথা শুন। ইহার উপর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। আজ ডাকে আমি যে সকল পত্র পাইয়াছি, তন্মধ্যে অনেকগুলি পত্রেই আমি জানিতে পারিলাম, মাতাবিলিদের বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল, এ জন্য আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। চার্টার্ড কোম্পানী ইতিমধ্যেই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে; জানোয়ারগুলা কখন্ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহার স্থিরতা নাই; তাহারা হঠাৎ আক্রমণ করিলে, আমাদের আত্মরক্ষার উপায় কি? যদি আমি এখানে একা থাকিতাম, তাহা হইলে বিশেষ কোন চিন্তার কারণ থাকিত না, কিন্তু আগ্‌নেস্‌কে লইয়াই ভয়।"

আমি বলিলাম, "আমিও আপনাকে এই কথাই বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি বড় গুরুতর সংবাদ পাইয়াছি, বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত নিকট হইয়া আসিয়াছে, মফঃস্বল হইতে একজন লোক আসিয়াছে,

সে বিদ্রোহীদিগকে চল্লিশ মাইল দূরে দেখিয়া আসিয়াছে। সে বলিল, বিদ্রোহীরা আমাদিগের এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে।"

আমার কথা শুনিবামাত্র মিঃ মে-বোর্ণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি উদ্বেগপূর্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "রেক্সফোর্ড, একটু আস্তে কথা বল, আগ্নেস্ যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে অত্যন্ত ভয় পাইবে, তুমি যে লোকের নিকট এ কথা শুনিয়াছ, তাহার কাছে চল।"

বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া আমি ম্যাকিনন্ ও এণ্ড্রু যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলাম।

মিঃ মে-বোর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এণ্ড্রুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনিলাম, তুমি মাতাবিলিদিগকে যুদ্ধযাত্রা করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, এ কথা কি সত্য?"

এণ্ড্রু বলিল, "এখান হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে আমার তাম্বু আছে, তাহারা সে তাম্বু লুঠ করিয়াছে এবং আমার চাকরদিগকে হত্যা করিয়া গিয়াছে।"

মিঃ মে-বোর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা সংখ্যায় কত?"

এণ্ড্রু বলিল, "প্রায় এক মাইল দূরে একটা পাহাড়ের উপর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছি; তাহারা সংখ্যায় বোধ হয় দুই সহস্র হইবে, তাহাদের সকলেই যুদ্ধের পরিচ্ছদে সজ্জিত; তাহাদের রাজার এক পুত্র সেই দলের সর্দ্দার হইয়াছে।"

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস, তাহারা এই দিকেই আসিতেছে?"

এণ্ড্রু বলিল, "এ কথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি; তাহারা আর এক দল বিদ্রোহীর সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছে, দক্ষিণাঞ্চল

হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরিত হইলে তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে।"

মিঃ মে-বোর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থায় এখন কর্ত্তব্য কি? যদি আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে তাহারা আসিয়া আমাদের খনি ও ঘরবাড়ীগুলি নষ্ট করিয়া দিবে, সুতরাং এখানে থাকিয়াই আমাদের আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত, এ সম্বন্ধে তোমাদের মত কি?"

আমরাও ইহাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম; খনি শত্রুহস্তে ত্যাগ করিয়া যাওয়া কাহারও মত হইল না।

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "ঐ অবস্থায় আমরা এখানে একটি ব্যূহ রচনা করিয়া বিদ্রোহীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি, ইতিমধ্যে আমাদের সৈন্যদল আসিয়া পড়িতে পারে। মিঃ রেক্সফোর্ড, আমাদের এখানে অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ আছে?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে তাহা দেখাইতেছি।"—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আফিসের পার্শ্বস্থ একটি কুঠরীতে প্রবেশ করিলাম; সেই কক্ষে বাইশটি রাইফেল, দুইটি মার্টিনি বন্দুক ও প্রায় ত্রিশটি সঙ্গীন ছিল।

তাহা দেখিয়া মিঃ মে-বোর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল বন্দুক চালাইতে পারে, এরূপ লোক কত জন পাওয়া যাইতে পারে?"

আমি বলিলাম, "সর্ব্বসমেত উনিশ জন ইংরাজ ও পাঁচ ছয় জন নেটিভ।"

মিঃ মে-বোর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুলী-বারুদ কি পরিমাণ আছে?"

টেবিলের উপর হইতে একখানি খাতা খুলিয়া আমি বলিলাম, "রাইফেলগুলির জন্য দুই হাজার টোটা ও মার্টিনি বন্দুকের জন্য দুই শত

টোটা আছে, এতদ্ভিন্ন ছয়টি পিস্তল আছে, তাহা চালাইবার জন্য হাজার টোটা দিতে পারিব।”

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, “এই সকল সামগ্রীর সাহায্যেই বোধ হয়, আমরা দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিব। এখন উদ্যোগ আরম্ভ করা যাউক। মিঃ ম্যাকিনন্‌, আমাদের লোকগুলিকে ডাক; তাহাদের সকল কথা বুঝাইয়া অবিলম্বে ব্যূহ-রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।”

দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের দলস্থ সকল লোককে উপস্থিত বিপদের কথা জ্ঞাপন করা হইল। আমরা বহুসংখ্যক ময়দার বস্তা, বড় বড় প্যাকিং বাক্স, লম্বা লম্বা লোহার পাত ও ময়লা বহিবার গাড়ী স্তূপাকারে সাজাইয়া একটি কৃত্রিম প্রাকার নির্ম্মাণ করিলাম। জল রাখিবার যে সকল আধার সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহা ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া পানীয়-জলে পরিপূর্ণ করা হইল; অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি যে সকল গৃহপালিত পশু ছিল, তাহা গুদামের মধ্যে পূরিলাম এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি অধিকতর নিরাপদ্‌ স্থানে রক্ষিত হইল। বস্তুতঃ অল্প সময়ের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যেরূপ আয়োজন করা সম্ভব, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে আমরা সেই রাত্রেই শত্রুগণের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘন ঘন পাহারার বন্দোবস্ত করিলাম, সহরে একজন অশ্বারোহীকে পাঠাইয়া সৈন্য আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলাম।

আমরা যে কয় জন ইংরাজ ছিলাম, সকলেই এক একটি উইঞ্চেষ্টার রাইফেল, একশত কার্টিজ, এক একটি সঙ্গীন ও এক একটি রিভলবার লইলাম, তার পর যে কয়জন নেটিভ আমাদের সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, তাহাদের ডাকাইয়া পাঠান হইল; কিন্তু শুনিলাম, একজন ভিন্ন আর সকলেই পলায়ন করিয়াছে। যাহারা প্রাণ-

ভয়ে এতদূর ভীত, তাহাদের সাহায্যে কোন কাজই হইতে পারে না ভাবিয়া, এই সকল কাপুরুষের পলায়নে আমরা কিছুমাত্র চিন্তিত হইলাম না।

এইরূপে আত্মরক্ষার জন্য সকলকে সজ্জিত করিয়া আমি ও মিঃ মে-বোর্ণ উভয়েই আমাদের বাংলায় প্রবেশ করিলাম। এইবার মিঃ মে-বোর্ণ তাঁহার কন্যাকে উপস্থিত বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু আগ্‌নেস্ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সাধ্যানুসারে আমাদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা সকলেই আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছিলাম, বাবুর্চিরাও পলাইয়াছিল দেখিয়া আগ্‌নেস্ স্বয়ং বাবুর্চিখানার ভার গ্রহণ করিলেন এবং উনুন জ্বালিয়া আমাদের সকলের খাদ্য-দ্রব্য-রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন, বারান্দায় কতকগুলি বাল্‌তি সাজাইয়া ওটমিল নামক খাদ্য-দ্রব্যে বাল্‌তি বোঝাই করিতে লাগিলেন, ওটমিলের সহিত জল মিশাইয়া বাল্‌তি পূর্ণ করা হইল।

আগ্‌নেস্ আমাকে পূর্ণপ্রায় বাল্‌তি দেখাইয়া বলিলেন, "যুদ্ধে যখন তোমরা পরিশ্রান্ত হইবে, তখন অত্যন্ত পিপাসা পাইবে; সেই সময় এই আমানি-জল তোমাদের বড় উপকারে আসিবে।"

আগ্‌নেস্ বারান্দায় কতকগুলি গদী সাজাইয়া রাখিলেন। যদি কেহ আহত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই গদীতে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা হইবে। আগ্‌নেস্ অনেকগুলি লিণ্ট ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। আগ্‌নেসের উৎসাহ দেখিয়া আমরা অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। আমি হাসিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি প্রকৃতই বীরাঙ্গনা।"

মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "আজ মধ্যাহ্নকালে শুনিয়াছি,—বিদ্রোহীরা চল্লিশ মাইল দূরে আছে, এ কথা সত্য হইলে তাহারা বোধ হয় অবি-

লম্বেই আসিয়া পড়িবে। আহারাদি শেষ করিয়া আমরা ডবল পাহারা বসাইব। সম্ভবতঃ রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না; কিন্তু যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না, আহারাদির পর বারান্দায় একখানি বেতের চেয়ার টানিয়া বসিয়া রহিলাম; অল্পক্ষণ পরে আগ্‌নেস্‌ও পরিশ্রান্ত হইয়া সেখানে আসিলেন, আমি তাঁহাকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘুমাইতে বলিলাম।

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "এ অবস্থায় নিদ্রিত হওয়া অসম্ভব; নিদ্রা হইবে না, আমি তোমাদের যুদ্ধের আয়োজন দেখি, তুমি কি মনে কর; বিদ্রোহীরা প্রভাতেই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে?"

আমি বলিলাম, "তাহাদের মনের অবস্থা কিছুই বুঝিতেছি না। কিন্তু আমার অনুমান, যদি তাহারা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে।"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "জিলবার্ট, তোমাকে আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "কি অনুরোধ, বল; তোমার জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি।"

আগ্‌নেস্ বলিলেন, "বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যদি আমরা পরাজিত হই, তাহা হইলে যেন জীবিত অবস্থায় তাহাদের হাতে না পড়ি, তোমাকে এইটুকু করিতে হইবে। তুমি আমাকে ভীরু মনে করিতে পার, কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাদের হস্তে পতিত হওয়া আমি বিপজ্জনক মনে করি।"

আমি বলিলাম, "এ কথা তুমি বলিও না, তোমার কোন ভয় নাই;

আমাদের দলে এমন কেহই নাই যে, প্রাণ থাকিতে তোমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে।"

আগ্‌নেস্‌ বলিলেন, "আমি জানি, তোমরা প্রাণপণে আমাকে রক্ষা করিবে।"

আমি বলিলাম, "আমার মৃতদেহ লঙ্ঘন না করিয়া কেহ তোমার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে পারিবে না। আমার মনে হইতেছে, এই যুদ্ধে আমার জীবন বিপন্ন হইবে; আমার এরূপ সংস্কারের কোন কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন," এই কথা বলিয়া আগ্‌নেস্‌ আমার নিকট বিদায় লইয়া উঠিয়া গেলে, আমিও উঠিয়া কোন প্রহরী ঘুমাইতেছে কি না, দেখিবার জন্য রোঁদে বাহির হইলাম;—দেখিলাম, সকলেই সশস্ত্র জাগিয়া আছে, কোন দিকে কোন শব্দ নাই। নৈশ প্রকৃতি নীরব—নিস্তব্ধ, কেবল নৈশ-বায়ুতে বৃক্ষ-পত্রের ও প্রান্তরস্থ সুদীর্ঘ তৃণদলের সর্‌ সর্‌ কম্পনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল।

ক্রমে ঘড়ীতে একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া গেল, পূর্ব্বাকাশে আলোক-রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমি চেয়ারে বসিয়া কিছু কাল বিশ্রামের পর আগ্‌নেসের নিকট চলিলাম;—দেখিলাম, বাবুর্চিখানায় তখনও তিনি কেটেলে করিয়া জল গরম করিতেছেন।

হঠাৎ আমাদের গৃহের উত্তরাংশে বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণদিক্‌ হইতে বন্দুকধ্বনি হইল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার গৃহে দ্রুতবেগে উপস্থিত হইয়া টেবিল হইতে আমার রাইফেলটি তুলিয়া লইলাম। বারান্দায় আসিতে না আসিতে চারিদিক্‌ হইতে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। আমি আমার অবস্থান-ভূমিতে

উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, জলস্রোতের ন্যায় বিদ্রোহীরা আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

মিঃ মে-বোর্ণ তাঁহার অবস্থান-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ,বন্ধুগণ,ঐ দেখ,বিদ্রোহীরা আমাদিগকে আক্রমণের জন্য সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তোমারা ভীত হইও না, নিরুৎসাহ হইও না, এখন প্রাকারের অন্তরালে স্থিরভাবে প্রতীক্ষা কর, বিদ্রোহীরা নিকটে না আসিলে তোমরা গুলী করিও না, একটি গুলীও যেন ব্যর্থ না হয়।"

মিঃ মে-বোর্ণের কথা শেষ হইতে না হইতে বিদ্রোহীরা মহাচীৎকারে আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের একহস্তে তরবারি,অন্যহস্তে ঢাল। তাহাদের ভৈরব হুঙ্কারে অত্যন্ত সাহসী বীর-পুরুষের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। আমার মনে যথেষ্ট সাহস থাকিলেও কখনও সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই। মানুষের উপর এই আমার প্রথম গুলী-প্রয়োগ। মনুষ্য-বধের জন্য বন্দুক চালাইতে আমার প্রথমটা বাধো বাধো ঠেকিতে লাগিল। আমার সম্মুখেই একজন বিদ্রোহী যুবককে দেখিতে পাইলাম। তাহার দেহ দীর্ঘ, গঠন বেশ বলিষ্ঠ, তাহার মস্তকের উপর পালকের টুপী। আমি তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িলাম, সে তৎক্ষণাৎ আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল; কিন্তু সে পতিত হইতে না হইতেই আর দুইজন বিদ্রোহী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সে দুই জনকেও আমি গুলী করিলাম, তাহাদের মৃত্যু হইবামাত্র আমার সম্মুখে অনেকে আসিয়া ঝুঁকিল। আমি আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বন্দুকে টোটা পূরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আওয়াজ করিতে লাগিলাম। অদূরে আমার পাশে যে ইংরাজ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকেও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে দেখিলাম। দলে দলে শত্রু-সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল।



"আমি তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িলাম, সে তৎক্ষণাৎ আর্ত্তকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল।"

সোনার খনি ২০৮ পৃষ্ঠা।

বসুমতী প্রেস

আমার গুলীতে যে সকল বিদ্রোহী আহত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক-জন ধীরে ধীরে উঠিয়া একটা বর্শা লইয়া তাহা আমার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিবে, এমন সময় তাহার উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি তাহাকে গুলী করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বেই সে বিদ্যুদ্‌বেগে বর্শা নিক্ষেপ করিল। আমি যদি সেই মুহূর্ত্তে সরিয়া না দাঁড়াইতাম,তাহা হইলে বর্শা আমার বক্ষঃস্থল ভেদ করিত। আমি বন্দুক ছুড়িলাম; কিন্তু গুলী চলিল না,বুঝিলাম,টোটা ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হইলাম না, সেই আহত শত্রুসৈন্য কৃত্রিম প্রাকার বহিয়া আমার নিকটে আসিতে না আসিতেই বন্দুকের কুঁদা দিয়া আমি তাহার মস্তকে এমন আঘাত করিলাম যে, তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; তাহার মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল।

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুসৈন্য হটিয়া গেল, কিন্তু তাহারা যে আবার ছুটিয়া আক্রমণ করিতে আসিবে না, এরূপ বিশ্বাস হইল না; সুতরাং পিপাসায় আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইলেও জলপান না করিয়া আমার রাইফেল টোটায় পূর্ণ করিতে লাগিলাম; তাহার পর বাল্‌তির কাছে গিয়া এক মগ আমানি তুলিয়া লইয়া তাহা পান করিলাম; জীবনে এত আরাম কখনও পাই নাই। আমানি-জল পান করিয়া, আমাদের দলস্থ কোন লোক শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলাম; কিছু দূরে দুই জন কর্ম্মচারীর মৃতদেহ দেখিয়া আলোকের সাহায্যে একজনকে চিনিতে পারিলাম। সে আমাদের ওভারসিয়ার ম্যাকিনন্। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম না। সুখের বিষয়, মিঃ মে-বোর্ণ বিন্দুমাত্র আহত হন নাই।

আমাকে দেখিয়া মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "জানোয়ারগুলাকে

আমরা উত্তম শিক্ষা দিয়াছি,বোধ হয়,তাহারা আর আমাদিগকে আক্রমণে সাহসী হইবে না।"

আমি বলিলাম,"তাহাই সম্ভব।"—অনন্তর আমি আহত কর্ম্মচারীদের দেখিতে চলিলাম।

যাহারা আহত হইয়াছিল, আগ্‌নেস্‌ সযত্নে তাহাদের দেহে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছিলেন। দেখিলাম,তাঁহার মুখ অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষের তিন জন লোক নিহত, দুই জন গুরুতররূপে আহত ও পাঁচ জন লোক অল্প-পরিমাণে আহত হইয়াছিল, আমাদের বন্দুকের গুলীতে শতাধিক শত্রু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম; কিন্তু আর তাহারা অগ্রসর হইল না। এমন সময় দক্ষিণাংশে অত্যন্ত গোলমাল শুনিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সেই দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি? এত গোলমাল হইতেছে কেন?"

সে বলিল, "একজন অশ্বারোহী এই দিকে আসিতেছে।"

আমি বলিলাম, "লোকটা পাগল না কি? শত্রুহস্তে যে তাহার প্রাণ যাইবে।"

কিন্তু অশ্বারোহী একটি ধূসরবর্ণের অশ্বে আরোহণ করিয়া আমাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে একজন বিদ্রোহী সৈন্য একটা ঝোপের অন্তরাল হইতে সেই অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করিয়া বল্লম ছুড়িল, বল্লম অশ্বের পার্শ্বদেশে জীনের কাছে বিদ্ধ হইল, সেই আঘাতে অশ্ব আর্ত্তনাদ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু সহসা একটা গর্ত্তের মধ্যে তাহার পা পড়ায় অশ্বটি সেইখানে হুমড়ি

খাইয়া পড়িয়া গেল, অশ্বারোহীও কিছু দূরে ছুটিয়া পড়িল। পরে জানিতে পারিলাম, তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে মৃতবৎ নিস্পন্দ-ভাবে ভূমিতলে পড়িয়া রহিল।

যেখানে সে পড়িয়াছিল, সেই স্থান আমার নিকট হইতে আশী গজ হইবে। কি কারণে বলিতে পারি না, লোকটিকে বাঁচাইবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্ধারের জন্য দ্রুত-বেগে সম্মুখে ধাবিত হইলাম এবং তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করিলাম। দশ গজ আসিতে না আসিতেই শত্রু-সৈন্যেরা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, আমি একাকী তাহাদের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইলাম, তথাপি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল, আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আমার হাতের বন্দুক এত গরম হইয়া উঠিল যে, তাহা আমি আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা দেখিয়া আমার দলস্থ লোকেরা আমার উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া আসিল, তাহা দেখিয়া শত্রু-সৈন্যেরা পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু আমার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, আমি সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলাম, একটি অপরিচিত লোক আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে এবং আমার শয্যার চারিদিকে আমার সাত আট জন কর্ম্মচারী ব্যাকুল-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমাকে কে বা কাহারা আমার ঘরের বারান্দায় লইয়া আসিল, বলিতে পারি না, কিন্তু আমার সম্মুখে আগ্‌নেস্‌কে দেখিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, মিঃ মে-বোর্ণ একটি জলপূর্ণ গামলা লইয়া আমার পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

যে লোকটি আমার পাশে বসিয়া ছিলেন, তিনি আমার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়া আগ্‌নেস্‌কে বলিলেন, "কুমারী, আপনার কোন ভয় নাই, আপনার বন্ধুর বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, আগামী কল্যই ইনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন।"—তাহার পর তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার শরীর এখন কেমন আছে?"

আমি বলিলাম, "আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি।"—মিঃ মে-বোর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শক্রদলের সংবাদ কি?"

"মিঃ মে-বোর্ণ বলিলেন, "তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, কাপ্তেন হাবিল্যাণ্ড ও তাঁহার সৈন্যদল যথাসময়ে উপস্থিত না হইলে নিশ্চয়ই আমাদের সর্ব্বনাশ হইত। বিদ্রোহীরা দ্বিতীয়বার যে ভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আধ ঘণ্টা কাল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, বোধ হয়, আমাদের আর কাহারও প্রাণ বাঁচিত না।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু আপনি যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে কোন শিক্ষিত সৈনিক যুবকের পক্ষেও তাহা গৌরবের বিষয়, আপনার পরাক্রমেই শত্রু-সৈন্যেরা প্রথমে ভয় পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল।"

কয়েক মিনিট পরে কয়েক আউন্স ব্রাণ্ডী উদরস্থ করিয়া আমি বেশ সবল হইলাম এবং শয্যা হইতে উঠিলাম। বারান্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আমাদের বারো জন সাহসী কর্ম্মচারীর মৃত-দেহ শ্রেণীবদ্ধভাবে পড়িয়া আছে এবং বারান্দার অন্যদিকে আহত কর্ম্মচারিগণ আঘাত-যন্ত্রণায় শয্যায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমাদের বাংলার বামপার্শ্বে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য শত্রু-দমনের পর তাম্বু খাটাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

অল্পক্ষণ পরে মিঃ মে-বোর্ণ ও আগ্‌নেস্‌ আমার নিকটে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত আগন্তুকের জীবন-রক্ষার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই লোকটি কোথায়, আমি তাহাকে একবার দেখিব।"

আগ্‌নেস্‌ বলিলেন, "সে লোকটির জীবনের আশা নাই, তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; চল, তোমাকে তাহার কাছে লইয়া যাই।"

আমি আগ্‌নেসের সহিত বাংলার অদূরে একটি গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গৃহমধ্যে বাতায়নের নিকটে একটি গদীর উপর এক-জন লোক শয়ন করিয়া আছে। তাহার মুখ দেখিবামাত্র আমি চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইলাম। আমি কি দেখিলাম, সে কথা আর কি বলিব, আমার মনের ভাব তখন কি প্রকার হইয়াছিল, তাহাও বলা কঠিন, মনুষ্য স্বচক্ষে প্রেতমূর্ত্তি দেখিলেও বোধ হয় এত বিস্মিত ও বিচ-লিত হয় না। কারণ, যাহাকে আমি গদীর উপর শায়িত দেখিলাম,

সে আমার চির-শত্রু রিচার্ড বারট্রাণ্ড—যাহাকে কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি লণ্ডনের রাজপথে স্বহস্তে হত্যা করিয়া আসিয়াছি। আমি আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই ব্যক্তি কি সত্যই বারট্রাণ্ড, না ইহা আমার চক্ষুর ভ্রম মাত্র? অন্য লোককে দেখিয়া কি আমি বারট্রাণ্ড বলিয়া ভ্রম করিতেছি? আমি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া আগ্‌নেসের হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া চলিলাম. কিন্তু আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সামলাইয়া লইবার জন্য আমি প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলাম।

আগ্‌নেস্ ভীতভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিলবার্ট, তুমি এরূপ করিতেছ কেন? তোমার হইল কি?"

আমি উত্তেজিতস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হইল কি? এই হইল যে, আমি মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম, আমি এখন অন্য লোকের মত স্বাধীন, নর-হত্যার মিথ্যা কলঙ্ক হইতে পরমেশ্বর আমাকে মুক্তি দান করিয়াছেন। এখন আশা হইতেছে, তোমাকে বিবাহ করিয়া আবার আমি সুখী হইতে পারিব, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে যাইতে পারিব. অসঙ্কোচে সকল সমাজে মিশিতে পারিব; কারণ, যাহাকে বধ করিয়াছি বলিয়া আমার ধারণা ছিল, এ ব্যক্তি সেই, সত্যই আমার হস্তে উহার প্রাণ যায় নাই।"

আমার কথা শুনিয়া আগ্‌নেস্ যে ভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল, তিনি আমাকে পাগল মনে করিতেছেন, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে ভাবিয়া সভয়ে দুই হাত দূরে সরিয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কি সত্য?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সত্য, এই লোকটা যে বারট্রাণ্ড, তাহাও সত্য, উহার মুখ জীবনে আমার ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার কোথায়?"

আমি ডাক্তারের সন্ধানে ছুটিলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "ডাক্তার, ঐ ঘরের মধ্যে একটি লোক দেখিলাম, শুনিলাম, আপনি বলিয়াছেন, তাহার গলার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তাহার চেতনাসঞ্চার হয় নাই; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার কি সংজ্ঞালাভের সম্ভাবনা আছে?"

ডাক্তার বলিলেন, "লোকটা বাঁচিবে না, এ কথা নিশ্চয়, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার চেতনাসঞ্চার হইতে পারে। আপনি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

আমি বলিলাম, "কারণ, উহার মৃত্যুর পূর্ব্বে উহার সহিত আমার অন্ততঃ দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার ও আর একজনের জীবনের সকল সুখ—সকল আশা উহার চেতনা-সঞ্চারের উপর নির্ভর করিতেছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, যাহাতে শীঘ্র উহার চেতনা হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব; চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে। আপনি এখন আপনার কাজে যান, গুটিকতক লোকের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে এখনও বাকী আছে, তাহা শেষ করিয়াই আমি যাইতেছি।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া আমি পুনর্ব্বার আমার বারান্দায় প্রত্যাগমন করিলাম; কিন্তু আমার মাথার মধ্যে যেন সমস্ত গোল হইয়া গেল; কি ভাবিব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি বারট্রাণ্ডের হত্যাকারী নহি, ইহা যদি প্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে

আগ্‌নেসের সহিত আমার বিবাহে আর কে বাধা দান করিবে? তাহার পিতা নিশ্চয়ই ইহাতে আপত্তি করিবেন না, তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার সুখের পথে আর কোন বিঘ্ন থাকিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া মহা হর্ষে আমি আত্মহারা হইলাম, আমার সেই উত্তেজনা ও আনন্দ বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন;— আমাকে বলিলেন, "যে লোকটাকে সচেতন দেখিবার জন্য আপনি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার চেতনা-সঞ্চার হইয়াছে; যদি তাহাকে আপনার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার কথা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আপনার কাজ শেষ করুন, তাহার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে দ্রুতপদে বারট্রাণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইলাম,—দেখিলাম, সে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া চাহিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র সে আমাকে চিনিতে পারিয়া তাহার কাছে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

আমি তাহার মাথার কাছে বসিলে সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "পেনি থর্ণ, এত দিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু কে জানিত, এমন স্থানে এ ভাবে সাক্ষাৎ হইবে? আমি এই নয় মাস ধরিয়া তোমার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি মরিয়া গিয়াছ।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "লোকের মনে সেইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই আমার চেষ্টা ছিল। পেনি থর্ণ, তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, বলিতে পারি না, সত্যই তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আমি একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারি নাই, শান্তিলাভ ত দূরের কথা। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, জিবস্‌ পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারে নাই, সে বিশ্বাসঘাতকতার

মূল্য-স্বরূপ যাহা আমার নিকট হইতে পাইয়াছিল, তাহা আমাকে ফেরত দিয়াছিল; তাহার পর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; আর আমার পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল দেখ, আত্মীয়-বন্ধু-বর্জ্জিত আফ্রিকার প্রান্তরে আসিয়া আমি এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম! শুনিলাম, আজ আমি ঘোড়া হইতে পড়িয়া অজ্ঞান হইলে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ।"

আমি বলিলাম, "সে কথায় আর আবশ্যক নাই, আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার আছে।"

বার্ট্রাণ্ড বলিল, "তুমি যে কথা অনাবশ্যক মনে করিতেছ, আমি তাহা তেমন অনাবশ্যক মনে করি না। তোমাকে আমার যাহা বলিবার আছে, বলিতেছি—শুন। আমার কথায় বাধা দিও না। গত বৎসর শীতকালে যে দিন আমি নিরুদ্দেশ হই, তাহার তিন দিন পূর্ব্বে আমি একখানি উইল করিয়া তোমাকে আমার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করি; আমি তোমার যে সোনার খনি ফাঁকি দিয়া লইয়াছিলাম, সেই খনির মূল্য অপেক্ষা আমার সমগ্র সম্পত্তির মূল্য অনেক অধিক। কারণ, আমি নানা প্রকার ফন্দী-ফিকিরে আরও অনেক টাকা জমাইয়াছিলাম। তুমি হয় ত আমার কথা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সত্যই তোমার জন্য এক এক সময় আমার মনে কষ্ট হইত। আমি মন্দলোক সত্য, কিন্তু তোমার ধন চুরি করিয়া আমার মনে অনুতাপ হয় নাই, আমাকে এত মন্দ মনে করিও না; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতাম, মানুষ বোধ হয় মানুষকে এত ঘৃণা করে না, কিন্তু তুমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হও নাই, আর আজ আমি তোমার গৃহে মরিতে বসিয়াছি। মনুষ্যের অদৃষ্ট এমনই বিচিত্র।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বারট্রাণ্ড অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল ; তাহাকে অবসন্নভাবে হাঁপাইতে দেখিয়া ডাক্তার তাহাকে কি একটা উত্তেজক ঔষধ পান করিতে দিলেন ; সে সেই ঔষধ পান করিয়া কয়েক মিনিট স্থিরভাবে বসিয়া রহিল ; সে যেন আবার বল পাইল ; তখন সে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল,—"অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমি লণ্ডনে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পরে একদিন একজন লোকের সহিত আমার পরিচয় হইল। তাহার নাম নিকোলা। পেনি থরণ্ ! যদি জীবনে কখনও এই লোকটার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার তাহার ছায়া স্পর্শও করিও না। কারণ, সে মানুষ নহে, মনুষ্য-মূর্ত্তিতে সে সয়তান। মানুষের এমন সয়তানী পূর্ব্বে আমি দেখি নাই, কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। যদি আমি তাহার সহিত বিবাদ না করিতাম কিংবা তাহার প্রকৃত পরিচয় না পাইতাম,তাহা হইলে এত দিন হয় ত পাগ্‌লা-গারোদে আমার স্থান হইত। তুমি স্মরণ রাখিও; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখের বিষয় নহে, বিপদের সম্ভাবনাও তাহাতে অল্প নহে। আমি দারিদ্র্য হইতে হঠাৎ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া মহা বিপদে পড়িলাম, ইউরোপের চারিদিক্ হইতে দুষ্ট লোকেরা আমার নিকট টাকা আদায়ের অভিপ্রায়ে ভয়প্রদর্শন করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে লাগিল। ক্রমে নিকোলা জানিতে পারিল, কতকগুলি দুষ্ট লোক অর্থলোভে আমার শত্রুতা-সাধনে চেষ্টা করিতেছে। নিকোলা কিরূপে এ সংবাদ পাইল, তাহা জানি না, কিন্তু সে একদিন আমাকে বলিল, সে আমার নিকট পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড পাইলে সকল বিপদ্ হইতে আমাকে মুক্তি দান করিতে পারে। সে আমাকে আরও বলিল, যদি তাহাকে এই টাকা না দিই, তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে আমার অপমৃত্যু হইবে। কিন্তু সে যে ভয় দেখাইয়া আমার নিকট এতগুলি টাকা ফাঁকি দিয়া আদায় করিবে, ইহা আমি সঙ্গত মনে

করিলাম না। আমি তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম। সেই দিন হইতে প্রত্যহ আমার প্রাণনাশের এত চেষ্টা চলিতে লাগিল যে, অবশেষে আমি জীবনে হতাশ হইয়া উঠিলাম। আমি স্থির করিলাম, আর আমি ইংলণ্ডে থাকিব না, তোমার ধন তোমাকে দিয়া আমি দেশান্তরে প্রস্থান করিব, বিদেশে গিয়া নূতন করিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিব।"

বারট্রাণ্ড আবার নীরব হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিলাম,তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার যখন সে কথা কহিল,তখন তাহার কণ্ঠস্বর অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিল। বুঝিলাম, সে সকল কথা আর ঠিক গুছাইয়া বলিতে পারিতেছে না, কিন্তু এই অন্তিম মুহূর্ত্তেও সে তাহার সকল কথা শেষ কবিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না।

বারট্রাণ্ড বলিতে লাগিল, "নিকোলা আর" একদিন আমার নিকট ষাট্ হাজার পাউণ্ড চাহিয়া বসিল। এই টাকা হস্তগত করিবার জন্য সে যে সকল কাণ্ড করিল, তাহা বলিবার আর আমার অবসর নাই, কিন্তু আমি কোনরূপেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। তাহার শক্তি যে কত দূর প্রবল, সে তখন আমাকে দেখাইতে লাগিল, আমাকে হিভনো টাইজ করিতে উদ্যত হইল, অবশেষে বলিল, যদি আমি এক সপ্তাহ-মধ্যে তাহাকে এই টাকা না দিই, তাহা, হইলে আমার জীবনের আর আশা নাই। আমি এইরূপ ভয়প্রদর্শনেও কর্ণপাত করিলাম না; কিন্তু দিন-রাত্রি আমার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, আমার ভৃত্যগণের উপর পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস রহিল না, বন্ধুগণকেও আমার বিশ্বাস রহিল না; যে কোন ব্যক্তিই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারই প্রতি আমার সন্দেহ হইত, আমার আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। সকল

আয়োজন স্থির করিয়া শনিবারে আমি ইংলণ্ড-পরিত্যাগের বন্দোবস্ত করিলাম। বুধবারে নিকোলার সহিত আমার একটি গুপ্তস্থানে বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য সাক্ষাতের কথা ছিল, একটা ক্লবে তাহার সহিত দেখা হইলে সেই রাত্রে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া লইয়া ক্লব হইতে আমি নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাত্রা করি, সে দিন আমার অত্যন্ত সর্দ্দি হওয়ায় আমি একটি রূপার কৌটায় কিছু সর্দ্দির ঔষধ লইয়াছিলাম, কৌটাটা আমার পকেটে ছিল। নিকোলা আমার অজ্ঞাতসারে কখন্ আমার পকেট হইতে সেই কৌটাটা বোধ হয় বাহির করিয়া লইয়াছিল এবং সেই কফের ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য কোন ঔষধ রাখিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া আমি সেই ঔষধ খাই, তাহার পর কি হইল, আমার স্মরণ নাই। যখন আমার সংজ্ঞা হইল, দেখিলাম, একটি নির্জ্জন পথে আমি পড়িয়া রহিয়াছি, আমার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে, মাথার পশ্চাতের একটি অংশ আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমি বুঝিলাম, কোচ্‌ম্যান গাড়ীর মধ্যে আমাকে অজ্ঞান দেখিয়া আমাকে পথে ফেলিয়া গাড়ী লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য, তুমি যে হোটেলে বাসা লইয়াছিলে, সেই হোটেলে চলিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল, হোটেলে তোমার সাক্ষাৎ পাইলে সেই দিনই আমি আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দান করিয়া দেশত্যাগী হইতাম। হোটেলে আসিয়া শুনিলাম, তুমি হোটেলে যাও নাই। তার পর তুমি আবর্ডিন নগরে তোমার লগেজ পাঠাইতে বলিয়াছিলে শুনিয়া আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু সপ্তাহকাল চেষ্টা করিয়াও তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম না। তিন মাস পূর্ব্বে আমেরিকার একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রে দুই-খানি ছবি দেখিতে পাই, ছবি দুখানির ফটো কেপ্‌টাউনে লওয়া হইয়াছিল। ফিজি প্রিন্সেস্ নামক জাহাজখানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত

হইলে জাহাজের সমুদয় আরোহিগণের মধ্যে কেবলমাত্র একটি যুবক ও একটি যুবতী অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পায়—ইহা তাহাদেরই ছবি। যুবকের ছবিটি দেখিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম, সে তুমি। আমি আর বিলম্ব না করিয়া আমার উইলখানি সঙ্গে লইয়া তোমার সন্ধানে কেপ্‌টাউনে যাত্রা করিলাম, সেখান হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিতেছি। আমার মৃত্যুর পর আমার পকেটেই তুমি আমার উইল দেখিতে পাইবে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার এই উইলের বলে তুমি কোটিপতি হইয়া উঠিবে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান্‌গণের মধ্যে তুমি একজন হইবে; কিন্তু ধনবান্ হইয়া আমাকে যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তোমাকে যেন তত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে না হয়; তোমার ধন তোমাকে ফিরাইয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। অনেক দিন হইতেই আমার মনে একটা সংস্কার জন্মিয়াছে, তোমার অপহৃত সম্পত্তি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবার পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার পরলোকগত আত্মা কখনও শান্তিভোগে অধিকারী হইবে না, কিন্তু একটা বিষয় তোমাকে সাবধান করিতেছি, যেন ডাক্তার নিকোলার কবলে নিপতিত হইও না। আমি জানিতে পারিয়াছি, সে তোমার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, গত কয়েক মাস হইতে সে তোমার অনুসন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি এখানে আছ সন্ধান পাইয়া সে এই দেশে যাত্রা করিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি। সে আমার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে, তাহার সংবাদ যে সত্য, শীঘ্রই সে তাহা বুঝিতে পারিবে।"

আমি বারট্রাণ্ডের সকল কথা শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "বারট্রাণ্ড, তোমার এক কপর্দ্দকও আমি স্পর্শ করিব না, এ বিষয়ে আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, কোন কারণেই আমি ঐ সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইব না।"

আমার কথায় আসন্নমৃত্যু বারট্রাণ্ডের মলিন মুখেও বিস্ময় ব্যক্ত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু লইবে না, ইহার কারণ কি? তোমার সম্পত্তি তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি, তাহা লইতে বাধা কি? এ সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই, তোমার সম্পত্তি আমি অপহরণ করিয়াছিলাম, এই জন্যই তাহা আমার হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "সে যাহা হউক, এ সম্পত্তি আমি গ্রহণ করিব না; এ কথা লইয়া বাদানুবাদ নিষ্ফল।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "কিন্তু আমি এখন যে দেশে যাত্রা করিতেছি, সেখানে পার্থিব সম্পত্তির কোন মূল্য নাই, তাহা সঙ্গে লইয়াও যাওয়া যায় না, এ বিপুল সম্পত্তি আমি কাহাকে দিয়া যাইব?"

আমি বলিলাম, "সাধারণের হিতার্থে তাহা দান করিয়া যাও। লণ্ডনের হাঁসপাতাল সমূহে ইহা দান করিলে, এ অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয় হইবে, আমি তোমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, পরমেশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

বারট্রাণ্ড বলিল, "আমিই ত তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, আমার ব্যবহারেই তুমি আজীবন দারিদ্র্য-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছ। তুমি আমার প্রতি কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, তাহা জানি না; তাহা জানিবারও আমার আর অবসর নাই। তুমি যখন এই সম্পত্তি গ্রহণ করিতেছ না, তখন অবিলম্বে উইল পরিবর্ত্তন করা ভিন্ন উপায় নাই। উইলে আমার নাম স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব হইলে আর জীবনে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার অন্তিমকাল সমুপস্থিত।"

তখনই কাগজ, কলম ও দোয়াত আনীত হইল। বারট্রাণ্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে মিঃ মে-বোর্ণ ও ডাক্তার একখানি নূতন উইল লিখিয়া দিলেন; লেখা শেষ হইলে বারট্রাণ্ড উইলে নাম স্বাক্ষর করিল। যাঁহারা

সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই সেই নূতন উইলে সাক্ষী হইলেন, বারট্রাণ্ড ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিল। আমি ভাবিলাম, তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল, কিন্তু তাহা আমার ভ্রমমাত্র, প্রায় দশ মিনিট পরে সে আবার চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মার্কাপলি তোমার মনে পড়ে?"—তাহার পর তাহার মুখ মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হইল এক মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। তখন বেলা বারোটা। তাহার মৃত্যুকালের সেই দৃশ্য আমি বহু দিন ভুলিতে পারি নাই।

সেই দিন সায়ংকালে আমি আমার ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রান্ত-রের দিকে চাহিয়া ছিলাম, তখন আমাদের খনির একদল লোক বার-ট্রাণ্ডের সমাধি খনন করিতে যাইতেছিল। মিঃ মে-বোর্ণ আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "একজন ইউরোপীয় অশ্বারোহী এই দিকে আসিতেছে, লোকটা কে?"

আমি বলিলাম, "উহাকে চিনিতে পারিতেছি না, কিন্তু যখন এই দিকেই আসিতেছে, তখন শীঘ্রই উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহী আমার বাংলার অদূরে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তাহাকে চিনিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। আগন্তুক নিকোলা। বারট্রাণ্ড মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়াছিল, ডাক্তার নিকোলা আমার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, তাহার কথা মিথ্যা নহে।

ডাক্তার নিকোলাকে দেখিয়া মিঃ মে বোর্ণ তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। নিকোলা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "বোধ হয়, আপ-নার নাম মিঃ মে-বোর্ণ, আমার নাম নিকোলা। আমি এখানে একটু অনধিকারচর্চ্চায় আসিয়াছি, আশা করি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করি-

বেন। আপনার ম্যানেজার মিঃ রেক্সফোর্ড আমার বন্ধু, আমি তাঁহার নিকটেই আসিয়াছি।”

“মিঃ মে-বোর্ণ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। আমি ডাক্তা-রের নিকট অগ্রসর হইবামাত্র নিকোলা হাত বাড়াইয়া দিল। তাহার প্রতি আমার যেরূপ ঘৃণা ছিল,তাহাতে আমি যে তাহার কর স্পর্শ করিব, এরূপ ধারণা আমার ছিল না, কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে কি মোহ ছিল, জানি না, আমি তাহার সহিত করকম্পন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—দেখিলাম, তাহার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা, তাহার চক্ষু দুটি সাপের চক্ষুর মত জ্বলিতেছে, সে যে কিরূপে আমার ছদ্মনাম জানিতে পারিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ডাক্তার নিকোলা বলিল, “দুই মাস হইল, আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছি। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি কেপ্ টাউনে উপস্থিত হই, সেইখানে আমার কিছু কাজ ছিল, তাহা শেষ করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য এখানে আসিতেছি, পথে শুনিলাম, বিদ্রোহীরা এই আড্ডা আক্রমণ করিয়া তোমাদের অনেক লোককে খুন ও জখম করিয়াছে।”

ডাক্তার নিকোলা এই ভাবে কতক্ষণ যে অনর্গল বকিয়া যাইত, তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইতিমধ্যে চায়ের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মিঃ মে-বোর্ণ ডাক্তার নিকোলাকে সঙ্গে লইয়া টেবিলে গিয়া বসিলেন। সেখানে আগ্-নেস্ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; তাঁহার পিতা যখন ডাক্তার নিকোলাকে আমার বন্ধু বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিলেন, তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং কোন কথা না বলিয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে নমস্কার করিলেন। আগ্‌নেস্ পূর্ব্বেই ডাক্তার নিকোলার মহত্ত্বের কথা আমার নিকট শুনিয়াছিলেন।”

আহারের সময় ডাক্তার নিকোলা, মিঃ মে-বোর্ণ ও তাঁহার কন্যার



দশ গজ আসিতে না আসিতেই শত্রু-সৈন্যেরা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, আমি একাকী তাহাদের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইলাম, তথাপি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।

[সোনার খনি—১১ পৃষ্ঠা]

[বসুমতী প্রেস।

মনোরঞ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। লোকটার কি অদ্ভুত ক্ষমতা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে তাঁহাদের দুজনকেই এমন বাধ্য করিয়া ফেলিল, যেন কত দিনের বন্ধুত্ব। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, তাহার প্রতি আগ্‌নেসের যে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা এই কয় ঘণ্টার আলাপেই দূর হইয়াছে।

সেই দিনই ডাক্তার গোপনে আমার সহিত সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া লইল, আমাকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কাছে কেন আসিয়াছি, বুঝিয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "না, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি নাই, তাহা বুঝিতেও আমি চাহি না।"

নিকোলা বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে চাই. না বুঝাইয়া তোমাকে ছাড়িতেছি না। তোমার নাম পেনি থর্ণ, কিন্তু তুমি এখানে আসিয়া রেক্সফোর্ড সাজিয়াছ। তুমি পেনি থর্ণ রেক্সফোর্ডই হও আর রেক্সফোর্ড পেনি থর্ণই হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তুমি যে স্বরে আমার সহিত কথা কহিতেছ, তাহা অত্যন্ত আপত্তিকর; আমি যে অকারণে এখানে আসি নাই, তাহা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নও, তুমি আমার সহিত কি জন্য কপটাচরণ করিয়াছ, জানিতে চাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার সহিত আমি কি কপটাচরণ করিলাম ?"

নিকোলা বলিল, "তোমার সহিত আমার কি কথা ছিল ? কথা ছিল যে, তুমি তোমার হোটেলে গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব, কিন্তু তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন না করিয়া গোপনে পলায়ন করিলে, কিন্তু আমার চক্ষে ধূলি দেওয়া সহজ নহে। এখন যদি আমি তোমার কীর্ত্তির কথা মিঃ মে-বোর্ণের কাণে তুলি, তাহা হইলে তাহার কি

ফল হইবে, সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। তিনি যাহার হস্তে তাঁহার কন্যা সম্প্রদানে সমুৎসুক হইয়াছেন, সে যে একজন নরহত্যাকারী ও ফৌজদারীর আসামী, ইহা জানিতে পারিলে মিঃ মে-বোর্ণ যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি?"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "নিকোলা, তুমি সাবধান হইয়া কথা বলিও। যদি তুমি পুনর্ব্বার আমার উপর এইরূপ মিথ্যা অপবাদ দাও, তাহা হইলে পদাঘাতে তোমাকে এখান হইতে দূর করিয়া দিব। তুমি নরপিশাচ, ইংলণ্ডে কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তুমি হত্যা করিয়াছ, তোমার নৃশংসাচারে তুমি ইংলণ্ডের জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছ, তাহা কি আমি জানি না? তুমি আবার আমাকে নরহন্তা বলিতে চাও?"

নিকোলা বলিল "আমি যে কোন মনুষ্যের প্রাণবধ করিয়াছি, এ কথা স্বীকার করি না, তবে আমার স্মরণ হইতেছে, তুমি প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া তোমার একজন শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছিলে, তাহাতে আমি তোমার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম, এ কথা আজ যে তোমার স্মরণ হইতেছে না, ইহাই বিচিত্র। যাহা হউক, বালকের ন্যায় আমি তোমার সহিত কলহ করিতে আসি নাই; আমি তোমাকে দুইটি মাত্র প্রশ্ন করিতে চাই, তাহার উত্তর দাও।"

আমি বলিলাম, "কি প্রশ্ন?"

নিকোলা বলিল, "তুমি যখন গাড়ী হইতে বারট্রাণ্ডের মৃতদেহ পথে ফেলিয়া দাও, তাহার পর তাহার মৃতদেহের আর কোন সন্ধান হয় নাই; তাহার মৃতদেহ কোথায় গেল, জান?"

আমি বলিলাম, "জানি, যদি তুমি জানিতে চাও, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসিতে পার।"

আমি নিকোলাকে সঙ্গে লইয়া বারট্রাণ্ডের মৃতদেহের নিকটে আসিলাম ; তখন পর্য্যন্ত মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয় নাই। বারট্রাণ্ডের মৃতদেহ দেখিবামাত্র নিকোলা সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে আত্ম-সংবরণ করিয়া লইল ; আমাকে বলিল, "দেখিতেছি, তোমার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনপতিগণের মধ্যে তুমি অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছ ; এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও।"

আমি বলিলাম, "তোমার আনন্দ-প্রকাশের কারণ আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু ইহা অনর্থক, আমি বারট্রাণ্ডের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করি নাই।"

নিকোলা আমার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "এ কথার অর্থ কি ? আমি জানি; বারট্রাণ্ড উইল করিয়া তোমাকেই তাহার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে, এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমার কাছেও শুনিয়াছ।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি সকল কথা জান না, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে এইখানেই বারট্রাণ্ড আর একখানি নূতন উইল করিয়াছে, সেই উইলে সে তাহার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তি লণ্ডনের চারিটি হাঁসপাতালে দান করিয়াছে।"

আমার কথা শুনিয়া ডাক্তার নিকোলার মুখ অত্যন্ত ভারী হইয়া গেল, তাহাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিলাম, সে আমাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

আ ম তাহার ভাব দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, "আমার কথা বোধ হয়, তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু এই নূতন উইল দেখিলে ত বিশ্বাস হইবে ?"

নিকোলা অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ, তাহা আমাকে দেখাইতেই হইবে।"

তখন আমি মিঃ মে-বোর্ণের নিকটে গিয়া বারট্রাণ্ডের নূতন উইল একবার নিকোলাকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম; মিঃ মে-বোর্ণ নিকোলাকে সেই উইল দেখাইলেন এবং ডাক্তারকে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে বলিলেন। উইল-পাঠ শেষ হইলে নিকোলা উইলের একজিকিউটারদিগের নাম ও সাক্ষীদিগের নাম তাহার নোটবহিতে লিখিয়া লইল; তাহার পর মিঃ মে-বোর্ণকে বলিল, "আপনারা যখন এই উইলের সাক্ষী, তখন ইহা জাল উইল বলিয়া আদালতে উইল রদের দরখাস্ত করিয়া কোন ফল হইবে না; আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা বৃথা হইল, আজই আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি।"

তাহার পর একটু দূরে আসিয়া সে আমাকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "বিদায় মিঃ পেনি থর্ণ, আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি বুঝিয়াছি, তোমার চতুরতাপেক্ষা তোমার অদৃষ্টই এ ক্ষেত্রে অধিক কার্য্যকারী হইয়াছে; কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি যে কেহ এত সহজে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে পারে, এরূপ আমার বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু আমি এতই লোভী যে, যাট হাজার পাউণ্ড ছাড়িতেই আমার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে; সুতরাং তোমার নির্লোভিতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদি আমি বারট্রাণ্ডের বিপুল সম্পত্তি হাতে পাইতাম, তাহা হইলে আমি ছয় মাসের মধ্যে এমন সকল কাজ করিতাম যে, তাহাতে সমগ্র ইউরোপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; কিন্তু এখনও আমি আমার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হই নাই, যেমন করিয়াই হউক, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিপুল অর্থ-সঞ্চয় করিতে হইবে। তুমি জানিয়া রাখ, ডাক্তার নিকোলাকে আর কেহ এমন ভাবে মর্ম্মাহত করিতে পারে নাই; তোমার এই নির্লোভিতায় লক্ষ লক্ষ লোকের

প্রাণরক্ষা হইল। তোমার অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান্ লোক আমাকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আশা করি, তুমি মিস্ মে-বোর্ণকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে, মনুষ্য-চরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, মিস্ মে-বোর্ণকে অল্পক্ষণের জন্য দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে তোমার যোগ্যা পত্নী হইবে। দশ বৎসরের মধ্যে তুমি আবার ধনবান্ হইতে পারিবে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে? যদি আমি তোমাকে আমার মুঠার মধ্যে পাইতাম, তাহা হইলে আমি সহজেই সঙ্গতিপন্ন হইতে পারিতাম, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি এখন চলিলাম।"

নিকোলা তাহার অশ্বে আরোহণ করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই প্রস্থান করিল।

*

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন মাস অতীত হইয়াছে। আমি কেপ্-টাউনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার এই কাহিনী লিখিতেছি। মিস্ মে-বোর্ণের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আগামী কল্য আমি সস্ত্রীক ইউরোপ-ভ্রমণে যাত্রা করিব। এখানে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, অল্পদিনের মধ্যে খনির কাজে এত সুবিধা হইয়া গেল যে, চারি গুণ মূল্যে সেয়ার বিক্রয় হইতে লাগিল। এইরূপে প্রচুর ধন-সম্পত্তি, তাহার উপর এমন পতিব্রতা সুশীলা ও কোমল-হৃদয়া সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়া আমি যেরূপ সুখী হইলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমার জীবনের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, "চিরদিন সমান না যায়।"

সম্পূর্ণ।

ভারত-আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডারের পরীক্ষিত ঔষধাবলী।

বহু পরীক্ষিত সকল রকম জ্বরের ঔষধ

সিদ্ধিদাতা বটী

১২ বৎসরে লক্ষ লক্ষ রোগী

সিদ্ধিদাতা বটী সেবনে আশাতীত ফললাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই ঔষধ বিগত ১২ বৎসর যাবৎ সহস্র সহস্র রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছে সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। অনেকেই কুইনাইন-মিশ্রিত জ্বরের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আড়ম্বরযুক্ত বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, ইহাতে কুইনাইনের লেশমাত্র নাই, অথচ মুখে দিলে ভয়ানক তিক্ত লাগে, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের এই "সিদ্ধিদাতায়" মোটেই কুইনাইন নাই। চিবাইয়া দেখিবেন, তিক্ত লাগিবে না, অথচ ইহার জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিলে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

সিদ্ধিদাতা সম্পূর্ণরূপে কুইনাইনবর্জ্জিত।

এই ঔষধ প্রচার হওয়া অবধি ইহার গুণে লোক মোহিত। ইহার ন্যায় জ্বরের মহৌষধ আর নাই। ইহা সেবন করিয়া বহুতর লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর মফঃস্বলের ঔষধ ব্যবসায়ী পাইকারগণও ইহার সুফল দেখিয়া আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ লইতেছেন। যে স্থানের লোক একবার সিদ্ধিদাতা বটী সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ইহার সুযশ করিতেছেন। অনেক সময় অন্যান্য পেটেণ্ট ঔষধের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, ইহাই লইতেছেন।

ইহা বঙ্গের প্রায় সকল স্থানেই আদরের জিনিস; ইহার আদর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সিদ্ধিদাতা নবজ্বরে তাড়িৎবৎ কার্য্যকরী।

এমন কি ১ বটিকায় জ্বর যাইবে।

সিদ্ধিদাতা বটিকা জ্বরের সকল অবস্থায় সেবনীয়।

প্রবল জ্বরের উপর একটী বটিকা সেবন করাইলে তখনই ঘর্ম্ম হইয়া উত্তাপ হ্রাস হইবে। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে অতি সুলভে এমন মহৌষধ আর নাই। সিদ্ধিদাতা বটী যেরূপ মহোপকারী ঔষধ, তাহাতে ইহার মূল্য কিছুই নহে। সকলেই যাহাতে ইহার অদ্ভুতশক্তি পরীক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্যই আমরা এইরূপ মূল্য কম করিয়াছি।

সিদ্ধিদাতা সর্ব্ববিধ জ্বররোগের ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ।

সামান্য সর্দ্দি-কাসির জ্বর, গা হাত পা কামড়ানি, গাত্রদাহ, চক্ষুজ্বালা, মাথাঘোরা, দাস্ত অপরিষ্কার, পিঠে কোমরে বেদনা, বুক ভার প্রভৃতি এবং অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নাসাজ্বর, লোণা-লাগা, পাঁচড়া, চুলকণা, কাটা ঘা, ফোড়া প্রভৃতি ও আঘাত লাগাবশতঃ জ্বর ইত্যাদি সামান্য সামান্য জ্বর হইতে হতাশ রোগী,—ডাক্তার কবিরাজ-গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রোগী, ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার, জীর্ণ-শীর্ণ, প্লীহা অগ্র-মাসে উদরস্ফীতি, অতি গুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত এই "সিদ্ধিদাতা" সেবনে সত্বর আরোগ্য হয় যত বিভিন্ন প্রকারের জ্বর আছে, প্রত্যেক রকমের জ্বরগ্রস্ত রোগিগণ এই মহৌষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বলিয়া রাখিতেছি—

বার বার নানা ঔষধ সেবন করিয়া যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই—সিদ্ধিদাতা ব্যবহার করিলে, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অচিরে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে শরীরে দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি সমস্ত দূর হইবে।

পরীক্ষা করুন—গৃহে রাখুন—পরোপকার করুন!—গ্রামবাসী—স্বদেশবাসীকে রোগমুক্ত করিয়া ধন্য হউন্।

সিদ্ধিদাতা বটিকা কোন্ কোন্ জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র ?

সিদ্ধিদাতা—নবজ্বরে ধন্বন্তরী সিদ্ধিদাতা—পুরাতন জ্বরে অমোঘ। সিদ্ধিদাতা—প্লীহাজ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র। সিদ্ধিদাতা—কম্পজ্বরে দেবতার আশীর্ব্বাদ। সিদ্ধিদাতা—পালাজ্বরে অব্যর্থ। সিদ্ধিদাতা—ঘুসঘুসে জ্বরে অদ্বিতীয়। সিদ্ধিদাতা—ম্যালেরিয়ার একমাত্র ভরসা। সিদ্ধিদাতা—আসামের কালাজ্বরে শান্তিজল। সিদ্ধিদাতা—মজ্জাগত জ্বরের মহৌষধি। সিদ্ধিদাতা—কুইনাইনে আটকান জ্বরের সুধা। সিদ্ধিদাতা—দোষযুক্ত জ্বরের বজ্র। সিদ্ধিদাতা—পার্ব্বত্য জ্বরের মহৌষধ। সিদ্ধিদাতা—দিনাজপুরের ভূতজ্বরের শত্রু। সিদ্ধিদাতা—দ্বৌকালীন জ্বরদমনকারী। সিদ্ধিদাতা—পক্ষান্ত জ্বরের আশ্চর্য্য ঔষধ। সিদ্ধিদাতা—যকৃৎসংযুক্ত জ্বরের সিদ্ধহস্ত। সিদ্ধিদাতা—পাণ্ডু, কামলাযুক্ত জ্বরের যম। সিদ্ধিদাতা—বাত, পিত্ত, কফজ্বরের দর্পহারী।

জ্বরের দুর্ব্বলতা-নাশের জন্য ইহা অদ্বিতীয় টনিক।

সেই জন্য আজকাল বিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসক ও ভদ্রলোক কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এই সিদ্ধিদাতা সেবনের পরামর্শ দিয়া থাকেন। চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই এখন সিদ্ধিদাতা একমাত্র ম্যালেরিয়া-নাশক বলিয়া স্বীকার করিতেছেন ও কুইনাইনের পরিবর্ত্তে সিদ্ধিদাতা ব্যবস্থা করিতেছেন।

দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার ও সর্ব্ব-জ্বররোগের

অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন মহৌষধ।

বাতশ্লেষ্মা, শ্লেষ্মা, বাতপৈত্তিক জ্বরবিকার প্রভৃতিতে আক্রান্ত রোগী যখন প্রলাপ বকিতেছে, সে সময়ে সর্ব্বশক্তিশালী সিদ্ধিদাতা দ্বারা সহজে

রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়। এই অসামান্য ঔষধের অভূতপূর্ব্ব গুণ একবার সকলের দেখা উচিত। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থলে লক্ষ লক্ষ শিশি পরীক্ষার্থ প্রবীণ চিকিৎসকগণসমীপে পাঠাইয়া আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। এমন কি, শতকরা ৯০ জন রোগী ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সিদ্ধিদাতা বটিকার অদ্ভুত ফল দেখিয়া লোকে ইহাকে কবিরাজী-কুইনাইন আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

এমন শাস্ত্রীয় ঔষধ থাকিতে আর বাজারের কুইনাইন ব্যবহারে রোগকে জটিল হইতে জটিলতর করিবেন না।

কুইনাইনে অপকার ও সিদ্ধিদাতায় উপকার দেখুন ?

কুইনাইনে অপকার।

১। কুইনাইন জ্বরঘ্ন, কিন্তু ইহা দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত রস ও গ্লানি বিদূরিত হয় না। জ্বর প্রভৃতিতে ইহা পুনঃ পুনঃ সেবন না করিলে পুনরাগত হয়।

২। কুইনাইন সেবনে মস্তিষ্কের উপর উত্তেজনা-ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তজ্জন্য কর্ণে নানাবিধ শব্দ হইতে থাকে। শ্রবণশক্তির হ্রাস, শিরোঘূর্ণন, মস্তকে ভারবোধ, বিবমিষা, এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও প্রলাপ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু ইহা সেবনে দৃষ্টিবৈষম্য, দৃষ্টিহীনতা, পেশী সকল হীনবল ও পাকাশয়ের উগ্রতা উপস্থিত হয়।

৩। কুইনাইন প্রয়োগে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তজ্জন্য ইহার পূর্ব্বে বিরেচন প্রয়োগ আবশ্যক। কুইনাইন কটু ও তিক্ত আস্বাদ বিধায় বালকেরা সেবন করিতে অসম্মত হয়।

৪। কুইনাইন সেবনে পাকাশয়ের ভারবোধ, অন্ত্রমধ্যে বেদনা, কামড়ানি, ও উদরাময় হয়।

৫। যকৃতের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য। জিহ্বা সচল, নাড়ী চঞ্চল, অথবা যকৃতে রক্তাধিক্য প্রদাহ থাকিলে কিংবা মস্তকাদির কোন যন্ত্রের রোগ থাকিলে, কুইনাইন দ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপকারের সম্ভাবনা।

৬। সবিরাম জ্বর অথবা প্রবল জ্বর কিংবা ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ ও যক্ষ্মা থাকিলে, কুইনাইন প্রয়োগে বিশেষ অপকার হয়।

৭। এদেশীয় হীনবল লোকদিগের কুইনাইন সহজে সহ্য হয় না। সহ্য হইলে ভবিষ্যতে বিশেষ অপকার হয়, যাবজ্জীবনের জন্য চিররুগ্ন হয়।

৮। কুইনাইন সেবনে, শরীরস্থ ম্যালেরিয়ার বিষ দূরীভূত হয় না। ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা সেবনে, কুইনাইন বিষ বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে নষ্ট করে।

৯। গর্ভাবস্থায় কুইনাইন সেবনে, বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এমন কি, অনেক স্থলে সেবনের ফলে গর্ভিণীর গর্ভপাতও হয়।

সিদ্ধিদাতায় উপকার।

১। সিদ্ধিদাতা বটী জ্বরঘ্ন। ইহা শরীরের সমস্ত রসের পরিপাক ও গ্লানি দূর করিয়া জ্বরকে একেবারে বিদূরিত করে। পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না, ইহার শক্তি দ্বারা পরিপাক ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।

২। সিদ্ধিদাতা বটী সেবনে মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে। কর্ণের শব্দ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, শিরোঘূর্ণন, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রলাপ বা পাকাশয়ের উত্তেজনা প্রভৃতি কোন উপদ্রব লক্ষিত হয় না; ইহার ব্যবহারে পাকাশয় শীতল হইয়া থাকে।

৩। সিদ্ধিদাতা বটী ব্যবহারে সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, সুতরাং বিরেচকের আবশ্যক হয় না।

৪। সিদ্ধিদাতা বটী কষ্টসেব্য নহে, বালক বৃদ্ধ সকলেই বিনাক্লেশে সেবন করিতে পারেন। ইহা ব্যবহারে পাকাশয় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, অন্য কোন উপদ্রব লক্ষিত হয় না, বরং রক্তাতিসার ও উদরাময় থাকিলে তাহা বিদূরিত হয়।

৫। সিদ্ধিদাতা বটী দ্বারা যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি, জিহ্বা মলশূন্য, নাড়ী স্বাভাবিক, মস্তিষ্ক সুশীতল এবং অন্যান্য উপদ্রব বিদূরিত হয়।

৬। সিদ্ধিদাতা বটী জরসত্বেও নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যায়, অথচ ইহা দ্বারা ফুসফুস্ প্রদাহ, যক্ষা, সবিরাম জ্বর, প্রভৃতির বিশেষ উপশম হয়।

৭। এদেশীয়দিগের শরীরে দেশীয় উদ্ভিজ্জ উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত এই ঔষধ সহজে সহ্য হয়। সিদ্ধিদাতা বটী ব্যবহারে একবার আরোগ্য লাভ করিলে, যাবজ্জীবনের মধ্যে কষ্ট পাইতে হয় না।

৮। সিদ্ধিদাতা বটী সেবনে শরীরস্থ ম্যালেরিয়ার বিষ নষ্ট হইয়া শরীর সবল হয়। এজন্য ইহা ম্যালেরিয়া বিশেষে একটি অমোঘ মহৌষধ।

৯। গর্ভাবস্থায় সিদ্ধিদাতা বটী অনায়াসে সেবন করান যাইতে পারে। এখন বুঝুন সিদ্ধিদাতা বটী কুইনাইন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি না।

ইহা সর্ব্বরকম জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, মজ্জাগত জ্বর, দোষজ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, বাতজ্বর, কালাজ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, বিষম জ্বর, কাসজ্বর, প্লীহাজ্বর ও যকৃৎ প্রভৃতি জ্বরের মহৌষধ। ইহা ছাড়া পাণ্ডু, সর্দ্দিকাসি গাত্রজ্বালা হাত-পা জ্বালা, চক্ষু জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্রবেদনা, অক্ষুধা, শোথ, মাথাধরা, মাথা ঘোরা, শিরঃপীড়া এবং বলবৃদ্ধি ও শুক্রবৃদ্ধির মহৌষধ।

অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ বলেন জ্বরাদি রোগের এরূপ মহৌষধ আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

সিদ্ধিদাতা বটিকার মূল্যাদি।

একুশ ২১ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটা ॥০ আট আনা, ডাঃ মাঃ।০ চারি আনা; একত্রে ৩ কৌটা ১।০ পাঁচ সিকা, ডাঃ মাঃ।০ চারি আনা।

পাইকেরী মূল্য—১ ডজন অর্থাৎ ১২ কৌটার কমে পাইকেরী বিক্রয় হয় না, ১২ কৌটার মূল্য ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা, ডাঃ মাঃ।৵০ ছয় আনা; গ্রোস অর্থাৎ ১৪৪ কৌটা ৪৮ আটচল্লিশ টাকা। ভারতের সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।



কেবল নিদারুণ শূলরোগে ব্যবহার্য্য।

শূলরোগে এমন ঔষধ আর নাই। যত প্রকারেরই শূলের বেদনা হউক না কেন, রোগীকে প্রথমে এক পুরিয়া সেবন করিতে দিউন, তাহাতেও যদি সম্পূর্ণভাবে বেদনা না সারে, তবে আর একটী পুরিয়া ব্যবস্থা করুন, দেখিবেন রোগী ক্রমে সুস্থ হইতেছে।

অম্লশূলের একমাত্র মহৌষধ।

শূলান্তক রসায়ন

বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, বাতপিত্তজনিত, বাতশ্লেষ্মাজনিত, পিত্তশ্লেষ্মাজনিত, ত্রিদোষজনিত এবং আমজনিত, এই অষ্টবিধ পৃথক্ ও যুগ্মভেদে শূলরোগ মানবকে আক্রমণ করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করে।

বায়ুজনিত শূলরোগী মুহুর্ম্মুহুঃ শান্ত ও প্রকুপিত হয়, অর্থাৎ কখন

কম পড়ে কখন বাড়ে। মলও বায়ু বন্ধ হইয়া সূচীবেধনবৎ ও বিদারণবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত শূলে নাভিদেশে বেদনা উৎপাদন করে। তাহাতে পিপাসা, জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা. ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা এবং ভ্রম উৎপাদন করে।

কফজনিত শূলে আমাশয়ে বেদনা হয় তদ্বারা বমনোদ্বেগ, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, লালাস্রাব, মস্তকঘোরা, মস্তক ভার ও ভোজনে অধিক বেদনা বোধ হয়।

বাতপিত্তজনিত শূলে উদরের ভিতর পাকাশয় জ্বালা করে ও জ্বর হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মজনিত শূলে হৃদয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশে গুরুতর বেদনা অনুভূত হয়।

পিত্তজনিত শূলে উদর হৃদয় ও নাভিতে বেদনা হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিত শূলে (বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত) একত্রে সমস্ত মিশ্রিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

আমজনিত শূলে বমনোদ্বেগ, উদরে গুর্ গুর্ শব্দ, বমন, শরীরের গুরুতা, স্তৈমিত্য (শরীরের আর্দ্রতা) প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এই ভয়াবহ শূলরোগ হইতে যদি নিজে কিম্বা আত্মীয়কে মুক্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার একমাত্র উপায় আমাদের "শূলান্তক রসায়ন" এমন অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বিজ্ঞাপনের কথা নহে সত্য কথা, ব্যবহারেই ফল বুঝিবেন। রোগী শূলের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে এক পুরিয়া ঔষধেই তাহার তখনকার সেই ভীষণ যন্ত্রণার উপশম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

মূল্য ১৫ পুরিয়া ১৲ এক টাকা।

হজমশক্তির প্রসিদ্ধ মহৌষধ।

পাচপাক

অজীর্ণ কাহাকে বলে ?

যেমন অগ্নি প্রজ্জলিত রাখিতে হইলে কাষ্ঠ কয়লা অথবা দহনশীল দ্রব্য অগ্নিতে সংযোগ করিতে হয় এবং তাহার কোনটীর অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির উত্তাপ পর্য্যন্ত কমিয়া শীতলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমাদের জীবনাস্বরূপিণী অগ্নিশিখা খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োগে বা সাহায্যে উত্তাপ রক্ষা ও সতত দেহের ক্ষয়পূরণ করিতেছে। যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারায় আমাদের ভুক্তবস্তু সকল রক্তে পরিণত হইয়া শরীরকে পরিপুষ্ট করিতেছে, সেই প্রক্রিয়া বা পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে যে পীড়া জন্মে, তাহাকে অজীর্ণ বা অপাক বলা যায়।

অজীর্ণের কারণ।

অপরিমিত আহার, অধিক জলপান, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহার, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, অসম্পূর্ণ চর্ব্বণ, তাড়াতাড়ি আহার, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, যথোপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব, রাত্রি জাগরণ, ঠাণ্ডা লাগা, অগ্নি ও রৌদ্র প্রভৃতি লাগা, অনবরত পারিবারিক ও সাংসারিক চিন্তা ও বিষম ভোজন প্রভৃতি নানারূপ কারণে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরিপাকের গুণ।

এই মহৌষধি যথারীতি সেবন করিলে অতি কঠোর অগ্নিমান্দ্য, দমকাভেদ, অতিসার, উদরাময়, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, পেটফাঁপা, অম্ল উদগার, যকৃত যন্ত্রের (লিবারের) ও পাকস্থলীর দুর্ব্বলতাদি সমস্ত দোষ প্রশমিত হইয়া পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি, শরীর সুস্থ,

সবল এবং মন প্রফুল্ল করে। ইহা সেবনে ভোজনে অনিচ্ছা বমনেচ্ছা, মুখের দুর্গন্ধ নাশ পায়। ইহা শিশুদিগের মন্দাগ্নিজনিত দুধতোলা, অপরিপাক, রক্তামাশয়, আহারে অরুচি বিদূরিত করে। দীর্ঘকালস্থায়ী অজীর্ণ, প্রভৃতি যে সকল দুঃসাধ্য রোগ মনুষ্য-শরীরে তস্করবৎ অপ্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া পরিণামে বহু অর্থব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়াও নিবৃত্তি পায় না, সেই সকল রোগের একমাত্র নিদান আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডারের বহুপরীক্ষিত

পরিপাক।

মূল্য প্রতি কৌটা ॥০ আট আনা, সডাক ৸০ বার আনা।

তিন কৌটার মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র; সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

ডাকমাশুল ও ভ্যালুপেবল সহ পরিপাকের প্রতি কৌটা ৸০ বার আনা।

অম্ল ও অম্লশূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

অম্লারি

অগ্নিমান্দ্য হেতু অম্লরোগের উৎপত্তি হয়। আজকাল অনেকেরই এই রোগ দেখা যায়। গলা জ্বালা, বুকজ্বালা পেট ভার হইয়া থাকা, আহারে অনিচ্ছা, অম্ল উদ্গার, আহারান্তে বমন, সদাই পেটের ডাক ও পেটের ভিতর ঘুটঘুট করা, পেট ফাঁপা, মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ ও পরে মৃকাদাস্ত প্রভৃতি অম্লরোগের উপসর্গ।

আমরা চারিদিকে যে শত শত জীর্ণ শীর্ণ মানব দেখিতেছি, ইহাদের কি রোগ হইয়াছে, বাহিক লক্ষণে আপনি কিছুই বলিতে পারিবেন না। বিশেষ লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন যে, পাকস্থলীর প্রধান অঙ্গ যকৃত, ইহা

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াই কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে। বুক জ্বালা, গা বমি বমি করা, মুখ দিয়া জল উঠা, গলা জ্বালা, উদ্গার, বায়ুনিষ্কাশন, পেট-ফাঁপা, ক্ষুধামান্দ্য, পাতলা দাস্ত, মাথাঘোরা, শ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ, সময়ে সময়ে [illegible] অরুচি, চর্ম্মের ও চক্ষের হরিদ্রাবর্ণ, কোমরে বেদনা, নূতন বা পুরাতন পাকস্থলীর রোগ শতকরা নিরনব্বই জনের দৃষ্ট হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারের প্রসিদ্ধ "অম্লারি"

এই সকল উপসর্গ সহ উক্ত ব্যাধিনাশে সক্ষম।

অম্লারি সেবনের ফল।

আমাদের এই আশু ফলপ্রদ মহৌষধ সেবনে নূতন, পুরাতন সকলপ্রকার অম্ল, যতদিনের পুরাতন রোগ হউক না কেন, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশক্তি বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির পুষ্টি হইবে। উক্ত রোগে যাঁহাদের অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, অর্শ, কামলা, ন্যাবা, অতিসার দেখা দিয়াছে কোন রকমেই আরোগ্য হইতেছেন না, তাঁহারা ২।৩ দিন এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, এই মহৌষধের অত্যাশ্চর্য্য গুণ জানিতে পারিবেন ২।৩ দিন সেবনে ঐ সকল উপসর্গকে দমন করিবে, সপ্তাহ কাল সেবনে অম্লরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য।

এই অম্লারি যকৃৎ ও পাকস্থলীর সকল প্রকার রোগ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবে আরোগ্য করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদিনব্যাপী উক্ত রোগসমূহে ভুগিয়া ভুগিয়া জীবনে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা পরীক্ষা করুন।

মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

ভারত-আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডার

১।৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।